চোর ও ডিটেক্‌টিভ।

(ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস)

শ্রীফণিভূষণ চট্টোপাধ্যায় বি, এ

প্রণীত।

প্রকাশক

শ্রীকিশোরীমোহন বাক্‌চি।

৩৮।১ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

[illegible]২২।

৸০ বার আনা।

সূচিপত্র।

চোর ও ডিটেক্‌টিভ।

চোর গ্রেপ্তার।

(১)

আমাদিগকে লইয়া রেঙ্গুনগামী ষ্টীমার 'রবিন' কলিকাতা ছাড়িল। আমরা গঙ্গার দুই পার্শ্বের শোভা দেখিতে দেখিতে চলিলাম। আমরা প্রায় ২০ মাইল অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময় দেখিলাম,—পশ্চাতে এক-খানি ষ্টীমলাঞ্চ আমাদের দিকে তীরবেগে আসিতেছে। সেখানি আমাদের ষ্টীমারকে ব্যগ্রভাবে বার বার কি সিগ্‌নাল করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া আমাদের কাপ্তেন ষ্টীমার থামাইলেন। লাঞ্চ নিকটে আসিলে দেখিলাম, তাহাতে দুইজন সশস্ত্র পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার রহিয়াছেন। উঁহারা আমাদের জাহাজে আসিবেন।

একজন ইন্‌স্পেক্টার আমাদের কাপ্তেনকে বলি-লেন,—"আমরা সংবাদ পাইয়াছি যে এই ষ্টীমারে চড়িয়া দস্যু সমরেন্দ্র রায় রেঙ্গুন পলাইতেছে।"

কাপ্তেন আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"সমরেন্দ্র রায় আমার ষ্টীমারে!"

"হাঁ মহাশয়! আমরা আজ কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে এক টেলিগ্রাম পাইয়াছি, তাহার মর্ম্ম এই :—"সমরেন্দ্র 'রবিন' নামক জাহাজে রেঙ্গুন পলাইবে। ছদ্ম নাম 'হরি', প্রথম শ্রেণীর যাত্রী, গৌরবর্ণ, উজ্জ্বল নয়ন, দক্ষিণ বাহুতে ক্ষত, একা যাইতেছে, সঙ্গে বন্ধু-বান্ধব পরিবার বা ভৃত্যাদি কেহই নাই।' এই ষ্টীমার অনুসন্ধান করিতে আমাদের উপর আদেশ হইয়াছে। আমরা এই জাহাজে রেঙ্গুন পর্য্যন্ত যাইব। আপনি ষ্টীমার ছাড়িয়া দিতে পারেন।"

ষ্টীমার আবার চলিল।

সমরেন্দ্র এই জাহাজে! এই সংবাদ প্রচারিত হইতে বিলম্ব হইল না। তখন এক উত্তেজনা-তরঙ্গ সকলের উপর দিয়া প্রবাহিত হইল। যে সমরেন্দ্রের অদ্ভুত অদ্ভুত ডাকাতির বিবরণ দেশ-বিদেশে প্রচারিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি কখনও যুবা, কখনও বৃদ্ধ, কখনও ইংরাজ, কখনও ডাক্তার, উড়ে, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ প্রভৃতি, যে রহস্যময় দস্যুকে ধরিতে ডিটেক্‌টিভ আনন্দমোহন বসু জীবন পণ করিয়াছেন,—সেই সমরেন্দ্র আমাদের জাহাজে! বিস্মিত ও উত্তেজিত হইবার কথা নয় কি?

একবার ভাবিয়া দেখ। সমরেন্দ্র ষ্টীমারের ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে! একঘণ্টা পূর্ব্বে যে ভদ্রলোকটির সঙ্গে একত্রে চা খাইয়াছি, হয়ত সে ব্যক্তিই সমরেন্দ্র,—হয়ত সমরেন্দ্রের সহিত সকলে কথা কহিয়াছে। ঐ যে ব্যক্তি আমার অনতিদূরে বেড়াইতেছেন, কে জানে, হয়ত তিনিই সমরেন্দ্র।

প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের মধ্যে মিঃ বেলী নামক এক ইংরাজ ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি বর্ম্মার ছোট লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারি,—সঙ্গে স্ত্রী ও অষ্টাদশ বর্ষীয়া কন্যা মেরীকে লইয়া রেঙ্গুন যাইতেছিলেন। ষ্টীমারে আসিয়া আমার এই পরিবারের সহিত আলাপ-পরিচয় হয়। আমি মেরীর সহিত অল্পবিস্তর কোর্টশিপও করিয়াছিলাম। সেও ইহাতে আমাকে উৎসাহই দিয়াছিল।

মেরী আমায় বলিল,—"মিঃ উড, সমরেন্দ্র এই জাহাজে! কি সর্ব্বনাশ! যা হোক্, চলুন, আমরা উহার গ্রেপ্তার দেখি।"

আমি বলিলাম,—"চলুন। কিন্তু সমরেন্দ্র যেরূপ ধূর্ত্ত দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয় তাহাকে ধরা কঠিন হইবে।"

"কিন্তু সে ত এই ষ্টীমারের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই আছে, পলাইবে কোথায়?"

(২)

কাপ্তেন সাহেব প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের তালিকা হইতে এক একটি নাম পাঠ করিতে লাগিলেন। সেই নামের যাত্রী সম্মুখে আসিলেন, ইন্‌স্পেক্টারদ্বয় তাঁহার মুখাকৃতি দেখিতে লাগিলেন।

আমি ও মেরী সেইস্থানে উপস্থিত হইলে কাপ্তেন সাহেব ডাকিলেন,—"মিঃ জেকব্‌স্।"

মিঃ জেকব্‌স্ উত্তর করিলেন,—"এই আমি।"

সেই সময়ে এক যাত্রী বলিয়া উঠিল,—"আমি মিঃ জেকব্‌স্‌কে চিনি।"

কাপ্তেন আর এক নাম পাঠ করিলেন,—"মেজর জেম্‌স।"

কে যেন বলিল,—"উনি আমার কাকা।"

কাপ্তেন আবার তালিকা পড়িলেন,—"মিঃ নাইডু।"

মেরী বলিয়া উঠিল,—"মিঃ নাইডু গৌরবর্ণ নহে।"

ইহাদের মধ্যে কেহই সমরেন্দ্র হইতে পারে না, কেন না ঐ যাবৎ কাহারও সহিত সমরেন্দ্রের বর্ণনায় মিলিল না। প্রথম শ্রেণীর আরোহীদের মধ্যে যিনি যিনি একা, অর্থাৎ পরিবারাদি না লইয়া যাইতেছিলেন, তাঁহাদের সকলকে প্রশ্নাদি করা হইল। কেবল

একজন অবশিষ্ট ছিলেন। তাঁহার নাম ডাকা হইল, "মিঃ দাস।"

মিঃ দাস এককোণে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি নিকটে আসিলে, সকলে দেখিলেন তিনি গৌরবর্ণ ও তাঁহার নয়ন উজ্জ্বল! তৎক্ষণাৎ সকলের মনে সন্দেহ হইল, যে এই ব্যক্তিই সমরেন্দ্র।

পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মিঃ দাসকে কেহ চেনে?"

সকলে নিরুত্তর। তখন সকলের সন্দেহ আরও বর্দ্ধিত হইল।

ইন্‌স্পেক্টার আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি ত বাঙ্গালী—"

"অবশ্য বাঙ্গালী। বাঙ্গালী হওয়া অপরাধ না কি?"

"আপনার সম্পূর্ণ নাম বলুন।"

"আমার সম্পূর্ণ নাম শ্রীহরিপদ দাস।"

সমরেন্দ্রও 'হরিপদ' নাম লইয়া এই ষ্টীমারে আসিয়াছে!

ইন্‌স্পেক্টার আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার হাতে কোন ক্ষতচিহ্ন নাই?" কিন্তু দক্ষিণ হস্ত দেখাইতে বলায়, তিনি বিরক্তির সহিত জামা তুলিলেন। দক্ষিণ হস্তে এক ক্ষতচিহ্ন বিদ্যমান!

তখন সকলের ধ্রুব বিশ্বাস হইল যে, হরিপদ বাবুই সমরেন্দ্র।

ইন্স্পেক্টার হরিপদ বাবুকে বলিলেন,—"আপনাকে আমাদের সহিত কাপ্তেনের কেবিনে একবার আসিতে হইবে।"

কাপ্তেন ও ইন্স্পেক্টারদ্বয় হরিপদ বাবুকে লইয়া যাইবামাত্র, মিসেস্ স্কট হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেস্থানে আসিয়া বলিলেন,—"অলঙ্কার—আমার অলঙ্কার—আমার হীরা মুক্তা—সব চুরি গিয়াছে!"

আমরা সকলে মিসেস্ স্কটের কেবিনের দিকে ছুটিলাম। আশ্চর্য্য চুরি! চোর অলঙ্কার হইতে বহুমূল্য পাথরগুলি বাছিয়া লইয়া গিয়াছে! সোণাগুলি সব টেবিলের উপর পড়িয়া রহিয়াছে।

আশ্চর্য্য হইবার আরও কারণ ছিল। মিসেস্ স্কটের কেবিন যেদিকে অবস্থিত, সেস্থান দিয়া সর্ব্বদা লোক যাতায়াত করিত। তারপর অলঙ্কারের বাক্স অনেকগুলি কাপড়ের নীচে লুকান ছিল। চুরি করিবার জন্য চোরকে দিবালোকে কেবিনের দ্বার ও পরে ট্রাঙ্ক ভাঙ্গিয়া, অলঙ্কারের বাক্স খুঁজিয়া বাহির করিয়া, তৎপরে উহা খুলিয়া, তাহা হইতে পাথরগুলি বাছিয়া লইতে হইয়াছে। মিসেস্ স্কট কেবল দশ মিনিটের জন্য নিজ কেবিন হইতে অন্যত্র গিয়াছিলেন,—সেই দশ

মিনিটের মধ্যে এ কার্য্য কিরূপে সম্ভব হয়, তাহা ভাবিয়া কেহ স্থির করিতে পারিল না।

সকলে একবাক্যে বলিয়া উঠিল—ইহা সমরেন্দ্রের কাজ। সমরেন্দ্র ব্যতীত অন্য কাহারও দ্বারা এরূপ আশ্চর্য্য চুরি সম্ভবে না। সমরেন্দ্র অবশ্য বুঝিয়াছিল যে পাথরগুলি অনায়াসে লুকাইয়া রাখা যাইতে পারে, কিন্তু সোণা লুকান সহজ হইবে না। তাই সে পাথরগুলি লইয়া সোণা ফেলিয়া গিয়াছে।

---

(৩)

আহারের সময় হরিপদ বাবু আসিলেন না। তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে ভাবিয়া সকলে আশ্বস্ত হইল। এই চুরীর পর প্রত্যেকেই ভাবিত, এইবার আমার যা কিছু মূল্যবান্ দ্রব্য আছে, তাহা সমরেন্দ্র লুটিয়া লইবে।

সে দিন রাত্রে বড় মধুর জ্যোৎস্না ছিল। আমি ও মেরী ডেকে বেড়াইতেছিলাম। আমি সে দিন নিজ প্রেম জ্ঞাপন করিলাম।

প্রভাতে সকলে সাশ্চর্য্যে দেখিল, যে হরিপদ বাবু মুক্তি পাইয়া ডেকে বেড়াইতেছেন। তিনি সকল

প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দি[illegible]দি দেখাইয়া পুলিশ-করাল-কবল হইতে [illegible]ছেন।

তাহা হইলে কে সমরেন্দ্র?

পুলিশ হরিপদ বাবুকে মুক্তি দিলেও, অধিকাংশ যাত্রীদের বিশ্বাস পূর্ব্ববৎ রহিল। মেরী আমায় বলিল,—"দেখ মিঃ দাস গৌরবর্ণ, তাঁহার নাম 'হরি,' একা যাইতেছেন, তাঁহার হাতে ক্ষতচিহ্ন—নিশ্চয়ই তিনি সমরেন্দ্র। তাঁহারই সহিত সমস্ত বর্ণনা মিলিতেছে। তিনি সমরেন্দ্র না হইলে কে? সমরেন্দ্র যেই হউক, আমি কিন্তু তাহাকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। কি অদ্ভুত চুরিই করিল!"

আমরা পাঁচ-সাত জন মিলিয়া এইরূপ গল্পগুজব করিতেছি, এমন সময়ে হরিপদ বাবু সেই দিকে আসিলেন। তৎক্ষণাৎ মিসেস্ স্কট ও মেরী ভয়ে সেখান হইতে পলায়ন করিলেন। হরিপদ বাবু ক্ষুণ্ণমনে চলিয়া গেলেন।

এক ঘণ্টা পরে এক হস্তলিখিত বিজ্ঞাপন কাপ্তেন, নাবিক ও যাত্রীদের মধ্যে প্রচারিত হইল। সেই বিজ্ঞাপনের মর্ম্ম এই যে, যে ব্যক্তি সমরেন্দ্রকে বাহির করিতে পারিবে, অথবা অপহৃত অলঙ্কারগুলির সন্ধান করিয়া দিবে, তাহাকে হরিপদ বাবু ৪০০৲ পুরস্কার দিবেন।

হরিপদ বাবু কাপ্তেনকে বলিলেন,—"যদি সমরেন্দ্রকে ধরিতে আমায় কেহ সাহায্য না করে, তাহা হইলে আমি একাই সেই দুরাত্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম। আমার এ দুর্নাম আর সহ্য হয় না।"

যাত্রীরা বিদ্রূপ করিয়া বলিল,—"সমরেন্দ্রের বিরুদ্ধে সমরেন্দ্র !"

সেই দিন [illegible] [illegible] উৎসাহের সহিত হরিপদ বাবু ষ্টীমারের [illegible] স্থানে অনুসন্ধান করিলেন, নাবিকগণকে জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন, যাত্রীদের প্রশ্ন করিলেন, রাত্রে তিনি ছায়ার মত চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

কাপ্তেনও ষ্টীমার খানিকে আগাগোড়া অন্বেষণ করাইলেন। ইন্‌স্পেক্টার-দ্বয় ত যথাসাধ্য করিলেন। কিন্তু সকল উদ্যম ব্যর্থ হইল। সমরেন্দ্র অথবা অপহৃত-দ্রব্যের কোনই চিহ্নই পাওয়া গেল না!

মেরী বলিল,—"ভাল করিয়া খুঁজিলে নিশ্চয়ই সন্ধান পাওয়া যাইবে। সমরেন্দ্র যতই ধূর্ত্ত, বুদ্ধিমান্, বিচক্ষণ হউক না কেন, সে হীরা মুক্তা প্রভৃতিকে অদৃশ্য করিয়া ফেলিতে পারে না। এই ষ্টীমারেই কোন না কোন স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছে।"

আমি বলিলাম,—"লুকাইয়া রাখিয়াছে সত্য, কিন্তু এই জাহাজে লুকাইয়া রাখিবার কত শত স্থান

আছে, ভাবিয়া দেখ দেখি। সকল স্থান অনুসন্ধান করা এক প্রকার অসম্ভব। মনে কর আমি যদি সমরেন্দ্র হইতাম, তাহা হইলে আমি আমার এই হ্যাণ্ড ক্যামেরার ভিতরে হীরা মুক্তাগুলি অনায়াসে লুকাইয়া রাখিতে পারিতাম।"

"কিন্তু আমি শুনিয়াছি যে চোর ডাকাতেরা পশ্চাতে কোন না কোন চিহ্ন ও অনুসন্ধানের সূত্র রাখিয়া যায়।"

"সমরেন্দ্র কোনও সূত্র রাখিয়া যায় না।"

"কেন?"

"কেন না সমরেন্দ্র উপায় ও অনুপায় দুইই ভাবে; চুরিও করে, এবং যাহাতে কেহ সেই চুরি ধরিতে না পারে ও তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ না করিতে পারে, তাহাও ভাবিয়া থাকে।"

"তাহা হইলে তোমার মতে সে ধরা পড়িবে না, বা চোরাই মালের কোন সন্ধান পাওয়া যাইবে না।"

"আমার মত তাই বটে।"

আমার কথাই সত্য হইল। সকলে বহু পরিশ্রম করিয়াও সমরেন্দ্রকে বাহির করিতে পারিল না, হীরকও পাওয়া গেল না।

(৪)

পরদিন কাপ্তেন সাহেবের সোণার ঘড়িটি চুরি গেল!

কাপ্তেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি আবার দ্বিগুণ উৎসাহে অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন এবং হরিপদ বাবুর উপরে দৃষ্টি রাখিলেন।

তৎপরবর্ত্তী দিন প্রাতঃকালে কাপ্তেনের ঘড়িটি তাঁহার সহকারীর কোটের পকেটে পাওয়া গেল!

বাঃ, সমরেন্দ্র ত বেশ মজা করিতেছে! কাহাকেও গ্রাহ্য না করিয়া, সে যেন সকলকে তাহার সহিত যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছে!

মিসেস্ স্কট বলিলেন,—"মিঃ দাস, ওরফে সমরেন্দ্র কি ভয়ানক লোক! নিজে চুরি করিয়া, চোরকে ধরিবার জন্য পুরস্কারের বিজ্ঞাপন দিতেছে! চুরি করিয়া তামাসা দেখিবার জন্য জিনিস ফিরাইয়া দিতেছে!"

যে দিন আমরা রেঙ্গুনে পৌছিব, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাত্রে এক নাবিক ডকে পাহারা দিতেছিল। সহসা এক দিক হইতে মনুষ্য আর্ত্তনাদ হইল! সেস্থান সম্পূর্ণ অন্ধকার। নাবিক নিকটে যাইয়া দেখিল যে এক ব্যক্তি শুইয়া কাতর ধ্বনি করিতেছে। তাহার মস্তক এক

শাল দ্বারা আবৃত, তাহার হস্ত পদ রজ্জুদ্বারা বদ্ধ। নাবিক তাহার বন্ধন মোচন করিয়া লোকটিকে চিনিল। সে ব্যক্তি হরিপদ বাবু!

হরিপদ বাবু প্রকৃতিস্থ হইয়া যাহা বলিলেন, তাহা এইরূপ:—তিনি চোরকে ধরিবার জন্য অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন, এমন সময়ে পশ্চাত হইতে কে যেন আসিয়া কাপড় দিয়া তাঁহার মস্তক আবৃত করিয়া মুখ চাপিয়া ধরিল। তৎপরে তাহাকে উত্তমরূপে বাঁধিয়া রাখিয়া চলিয়া গেল।

হরিপদ বাবুর কোটের সহিত এক খণ্ড কাগজ আলপিন্ দিয়া লাগান ছিল। তাহাতে লেখা ছিল:

"সমরেন্দ্র নাথ রায় ধন্যবাদ দিয়া হরিপদ বাবুর ৪০০৲ গ্রহণ করিল।"

হরিপদ বাবুর পকেটবুক হইতে সত্য সত্যই ৪০০৲ টাকার নোট অন্তর্হিত হইয়াছিল!

এই ঘটনার পর হরিপদ বাবুকে সমরেন্দ্র বলা চলে না। কিন্তু যাত্রীরা বড় একটা যুক্তিতর্ক শুনিল না। তাহারা বলিল,—"যে হরিপদ বাবুই চোর, তিনি ভাণ করিয়াছেন, তাঁহার টাকা চুরি যায় নাই ইত্যাদি। কিন্তু হরিপদ বাবুকে চোর বলিয়া মানিয়া লইলে অনেকগুলি ঘটনার সামঞ্জস্য হয় না। যথা কেহ স্বয়ং নিজেকে এরূপ ভাবে বাঁধিতে পারে না।

সমরেন্দ্র, ষ্টীমারে তাহার অবস্থিতি, কার্য্য দ্বারা প্রতিদিন জ্ঞাপন করিতেছে!

সকলে ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। অদৃশ্য, অজ্ঞাত শত্রুর সহিত কে যুঝিতে পারে? কে সমরেন্দ্র? কাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে? কে লক্ষ্য রাখিবে? নির্দ্দিষ্ট একব্যক্তি সমরেন্দ্র হইলে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা সম্ভব। এ যে সকলেই সমরেন্দ্র হইতে পারে। কে জানে, হয়ত আমার বন্ধু মিঃ বেলীই সমরেন্দ্র। আমি—হ্যারি উড, আমিও সমরেন্দ্র হইলে হইতে পারি। একে অপরকে অবিশ্বাস করিতে পারে। যাত্রীরা সন্ধ্যার পর কেবিন ছাড়িয়া বাহির হইত না, দিনের বেলায়ও বাহির হইতে ভয় পাইতে লাগিল। আমরা একটা দুর্ঘটনার আশঙ্কায় সময় কাটাইতে লাগিলাম। সমরেন্দ্র চুরি করিয়াছে, একজনকে বাঁধিয়াছে,—এবার সে কেবল চুরি করিয়া বাঁধিয়াই সন্তুষ্ট হইবে না। এবার সে খুন করিবে। এই বিশ্বাস সকলের মনে বদ্ধমূল হইল। নাবিক ও যাত্রীদের মধ্যে সে বিষম আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছে, সকলেই হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের সম্পত্তি ও জীবন সম্পূর্ণরূপে তাহার দয়ার উপর নির্ভর করিতেছে। সকলে সমরেন্দ্রের অন্বেষণ পরিত্যাগ করিল। কে তাহাকে রাগাইতে সাহস করিবে?

হরিপদ বাবু হাতে হাতে ফল পাইয়াছেন। শেষ-দিনটা একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল।

---

(৫)

রেঙ্গুন বন্দর দেখা যাইতেছে। এইবার সেই দুর্ভেদ্য রহস্যের মীমাংসা হইবে, এইবার জানা যাইবে কে সমরেন্দ্র এবং কি ছদ্মবেশ অবলম্বন করিয়াই বা সে আমাদের মধ্যে লুকাইয়া আছে। কাপ্তেন, নাবিক, পুলিশ-কর্ম্মচারী ও যাত্রীরা সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিল।

ষ্টীমার বন্দরে লাগিবামাত্র কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশ কর্ম্মচারী আমাদের ষ্টীমারে আসিয়া আমাদিগকে জানাইল,—"এই ষ্টীমারে দস্যু সমরেন্দ্র রায় আছে। যাত্রীরা একে একে নামিয়া যাইতে পারেন।"

বন্দরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম সশস্ত্র পুলিশ-পরিপূর্ণ। আমি মেরীকে ডাকিয়া বলিলাম,—"দেখ, দেখ, সমরেন্দ্রের সম্মানের জন্য কি সুন্দর আয়োজন হইয়াছে!"

মেরী বলিল,—"আয়োজন হইয়াছে বটে, কিন্তু পাখী যদি উড়িয়া যায়? আমি যদি শুনি যে সমরেন্দ্র

রেঙ্গুনে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই পলাইয়াছে, তাহা হইলে আমি আশ্চর্য্য হইব না।”

সহসা আমি চমকিত হইলাম। মেরীকে বলিলাম,—“মেরী, ঐ যে এক বৃদ্ধ পুলিশ-কর্ম্মচারীকে দেখিতেছ—”

“যিনি ছাতা লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন?”

“হাঁ। উনি কে জান?”

“না।”

“উনি একজন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী ডিটেক্‌টিভ, মিঃ আনন্দমোহন বসু যিনি সমরেন্দ্রকে ধরিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।”

“তুমি কি মনে কর হ্যারি, যে উনি সমরেন্দ্রকে ধরিতে পারিবেন?”

“বলিতে পারি না। আনন্দ বাবু সমরেন্দ্রকে কেবল ছদ্মবেশেই দেখিয়াছেন, তাহার প্রকৃত আকৃতি কখনও দেখেন নাই—”

“সমরেন্দ্রের গ্রেপ্তার দেখিতে আমার বড়ই আগ্রহ হইতেছে।”

“এখনি দেখিতে পাইবে।”

যাত্রীগণ একে একে অবতরণ করিতে লাগিল। আনন্দ বাবু ছাতার উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া, সকল যাত্রীর প্রতি এক একবার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

তাঁহার একপার্শ্বে কাপ্তেন ও আর এক পার্শ্বে পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টারদ্বয় দাঁড়াইয়া ছিলেন। মাঝে মাঝে ইঁহারা আনন্দ বাবুর কাণে কাণে কি বলিতেছিলেন।

মিঃ জেকব্‌স্, মিঃ জেম্‌স, মিঃ নাইডু, মিঃ স্কট ও অন্যান্য যাত্রীগণ অবতরণ করিয়া গেলেন। তৎপরে হরিপদ বাবুকে অগ্রসর হইতে দেখিলাম।

মেরী বলিয়া উঠিল,—"হ্যারি, মিঃ দাসই বোধ হয় সমরেন্দ্র। তুমি কি বল?"

"যদি মিঃ দাসই সমরেন্দ্র হয়, তাহা হইলে তাহাকে ও তাহার শত্রু মিঃ বসুর একসঙ্গে ফটো লইলে মন্দ হয় না। তুমি ক্যামেরাটা নাও, আমার হাত খালি নাই।"

ক্যামেরা মেরীকে দিলাম। কিন্তু সে ফটোগ্রাফ লইতে পারিল না, কারণ হরিপদ বাবু নামিয়া গিয়াছিলেন। হরিপদ বাবু যখন আনন্দ বাবুর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, তখন কাপ্তেন ও ইন্‌স্পেক্টারদ্বয় তাঁহার কাণে কাণে কি বলিলেন। আনন্দ বাবু ঘাড় নাড়িলেন। হরিপদ বাবু পার হইয়া গেলেন।

তাহা হইলে হরিপদ বাবু সমরেন্দ্র নহে, তবে কে?

জাহাজে তখনও প্রায় ২০ জন যাত্রী ছিল, আমি মেরীকে বলিলাম,—"প্রথম ভিড় সরিয়া গিয়াছে।

চল, আমরা এখন নামি, আর দেরি করা উচিত নয়। তোমার বাবা ও মা পরে আসিবেন।”

প্রথমে মেরী চলিল, আমি তাহার পশ্চাতে যাইতে লাগিলাম। অল্প একটু অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময়ে আনন্দ বাবু হাত উঠাইয়া বাধা দিলেন।

আমি বলিলাম,—“বাধা দিতেছেন কেন?”

আনন্দবাবু বলিলেন,—“দয়া করিয়া একটু থামুন। এত তাড়াতাড়ি কেন?”

“দেখিতেছেন না, আমি এই মহিলাটিকে লইয়া যাইতেছি।”

আনন্দ বাবু আমার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিয়া বলিলেন,—“সমরেন্দ্র না?”

আমি হাসিয়া বলিলাম, “না, আমি সমরেন্দ্র নই,—আমি আমেরিকা-বাসী হ্যারি উড।”

“বটে!”

“সমরেন্দ্র ‘হরি’ নাম লইয়া এ ষ্টীমারে আসিয়াছিল—”

“সেও তোমার চালাকি ভিন্ন আর কিছুই নয়। সমরেন্দ্র, দেখিতেছই ত এবার আর পলাইবার উপায় নাই। তবে বৃথা কেন কষ্ট দাও?”

সহসা আনন্দ বাবু আমার দক্ষিণ বাহুতে আঘাত করিলেন। আমি বেদনা পাইয়া চীৎকার করিয়া

উঠিলাম। তিনি টেলিগ্রাম-উল্লিখিত আমার স্কন্ধো-পরি আঘাত করিয়াছিলেন।

আমি মেরীর দিকে চাহিয়া দেখিলাম। তাহার মুখ পাংশুবর্ণ—হাত পা কাঁপিতেছিল। সে আমাদের কথা-বার্ত্তা শুনিয়াছে। আমি একবার তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া, তাহার হস্তস্থিত আমার ক্যামেরার প্রতি চাহিলাম। মেরী দাঁড়াইয়া না থাকিয়া তৎ-ক্ষণাৎ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। বুঝিলাম সে আমার ইঙ্গিত বুঝিয়াছে। মেরী কিয়দ্দূর গিয়াছে, এমন সময়ে তাহার কম্পিত হস্ত হইতে ক্যামেরাটি জলে পড়িয়া গেল। পড়িয়া গেল না ফেলিয়া দিল? বলিতে পারি না।

আমার ঐ ক্যামেরার মধ্যে হরিপদ বাবুর ৪০০৲ টাকার নোট ও মিসেস্ স্কটের হীরকগুলি লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম। আমার চুরির প্রমাণ এখন সমুদ্র-গর্ভে।

আমি আনন্দ বাবুকে বলিলাম,—"আনন্দ বাবু, চলুন, এইবার আমি আপনার সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত।"

---

(৬)

সেদিন খুব শীত পড়িয়াছিল। বৈকালে এক-পসলা বৃষ্টিও হইয়া গিয়াছিল। তাড়াতাড়ি রাত্রির আহার শেষ করিয়া, আমি 'ভারত' নামক মাসিক-পত্রিকার জন্য একটি প্রবন্ধ লিখিতে বসিলাম।

হাতে পেন্‌সিলটি লইয়া ভাবিতেছি, এমন সময়ে পশ্চাত হইতে কে যেন আমার স্কন্ধে হস্তস্থাপন করিয়া বলিল,—"ফণি, কি লিখিবে ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছ না? আচ্ছা, আমি তোমার সাহায্য করিতেছি।"

আমি ফিরিয়া দেখিলাম আমার কক্ষে সমরেন্দ্র! আমি নিতান্ত বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলাম,—"সমরেন্দ্র।"

"হাঁ হে আমি। কি প্রকারে এখানে উপস্থিত হইলাম তাই ভাবিতেছ? আমার কি অগম্য স্থান আছে? তুমি কি করিতেছিলে?"

"আমি সত্যসত্যই 'ভারত' পত্রিকার জন্য একটি প্রবন্ধ লিখিবার উদ্যোগ করিতেছিলাম।"

"এবার প্রবন্ধ লিখে কাজ নাই—একটি ছোট গল্প লেখ। কি গল্প, আমি তা তোমায় বলিতেছি, শুন।"

সমরেন্দ্র সেই রাত্রিতে আমায় যেরূপ বলিলেন, আমি সেইরূপ লিখিয়াছি।

আশ্চর্য্য ডাকাতি।

(১)

বোধ হয় সমরেন্দ্র আমায় অনেকটা স্নেহের চক্ষে দেখিত। তাই মাঝে মাঝে সে তাহার সদা-প্রফুল্ল-চিত্ত লইয়া আমার কুটীরে আসিয়া দেখা দেয়। তাহার মধুর কথোপকথন শুনিলে মুগ্ধ হইতে হয়। তাহার নিকট আমি তাহার অনেক কার্য্যাবলীর বিবরণ শুনিয়াছি। যাহা শুনিয়াছি, তাহাই লিখিতেছি।

আমি অনেকবার সমরেন্দ্রকে দেখিয়াছি, কিন্তু প্রত্যেক বারই নূতন, অপরিচিত লোক বলিয়া ভ্রম হইয়াছে। আমি এ পর্য্যন্ত তাহার প্রকৃত আকৃতি দেখি নাই। সমরেন্দ্র একবার আমায় বলিয়াছিল, "দর্পণে আকৃতি দেখিয়া, আমি নিজেই নিজেকে চিনিতে পারি না, আমার আকৃতি প্রকৃতি কিরূপ, তাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছি। অপরে কি প্রকারে চিনিবে? কেহ বলিতে পারে না। 'ঐ সমরেন্দ্র' বা সমরেন্দ্রের আকৃতি এইরূপ। লোকে বলে, 'অমুক কাষ সমরেন্দ্রের'। আমার কার্য্য দ্বারাই আমার পরিচয় হইয়া থাকে।"

তাহার মত ছদ্মবেশ-দক্ষ লোক জগতে দুর্লভ। মুখের মাংসপেশী সকল তাহার আয়ত্তে থাকায়, সে ইচ্ছামত মুখের পরিবর্ত্তন করিতে পারিত। সমরেন্দ্র দস্যুবৃত্তি করে বটে, কিন্তু তাহার দস্যুবৃত্তি বিচিত্র রকমের। সে কখন ত দরিদ্রের কোন দ্রব্য অপহরণ করে নাই। সাধারণ চোরের মত সে হাতের নিকটে যাহা পায়, তাই চুরি করে না। সে তাহার চুরিতে অদ্ভুত অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করে। তার পর সে নিজের চুরির কোনই নিদর্শন, প্রমাণাদি পশ্চাৎ রাখিয়া যায় না। সে কখনও হত্যা করে না। একবার সমরেন্দ্র বলিয়াছিল, "হত্যা করিয়া চুরি করাতে বাহাদুরী কোথায়? তুমি ঘুমাইতেছ, আমি যাইয়া তোমার বুকে ছুরি মারিয়া তোমার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিলাম। ইহাতে কৃতিত্ব কই? আমি এ সকল নিকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করিতে অত্যন্ত ঘৃণা করি। হত্যার কোনই প্রয়োজন হয় না, কৌশলেই কাজ হইতে পারে। আমি কৌশলেই সকল কার্য্য সমাধা করিয়া থাকি।" এই সকল কারণে সমরেন্দ্র সাধারণের অনেকটা সহানুভূতি পাইয়াছিল। ডিটেক্‌টিভ আনন্দ বাবু সমরেন্দ্রের প্রধান শত্রু। তিনি কি প্রকারে তাহাকে রেঙ্গুনে গ্রেপ্তার করিয়া কলিকাতা সেণ্ট্রাল জেলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা বলিয়াছি। কলিকাতার, সেই সুরক্ষিত সেণ্ট্রাল

জেলে থাকিয়াও, সমরেন্দ্র কি আশ্চর্য্য উপায়ে কাশীতে ডাকাতি করে, তাহা এইবার বলিব।

---

(২)

কাশীর হরনারায়ণ সিংহের গঙ্গাতীরস্থ অট্টালিকা কে না দেখিয়াছে? উহা এক দুর্ভেদ্য দুর্গবিশেষ। উহার চারিদিকে প্রস্তরের দৃঢ় প্রাচীর, এক দিকে গঙ্গা তাহার পাদদেশ ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। কথিত আছে যে রাজা চেতসিংহের সময় ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ এই প্রাসাদে আসিয়া অবস্থান করেন; রাজা, হেষ্টিংসকে ধরিবার নিমিত্ত প্রাসাদ অবরোধ করিলে, তিনি এক সুড়ঙ্গপথে পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করেন। হরনারায়ণ সিংহের প্রপিতামহ নরনারায়ণ সিংহ কাশীরাজের দেওয়ান ছিলেন। তিনি অনেক ধন-সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অযোগ্য বংশধরগণ তাহার অধিকাংশই নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। যা কিছু অবশিষ্ট ছিল, হরনারায়ণ সিংহ এখন তাহার অধিকারী। কৃপণ বলিয়া তাঁহার দুর্নাম ছিল, লোকে তাঁহাকে কৃপণ হরনারায়ণ বলিত। তিনি আত্মীয় স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একা বাস করিতেন। সকলে তাঁহার ধনরত্ন অপহরণ করিতে

ব্যগ্র, এই ধারণা তাঁহার মনে বদ্ধমূল থাকায়, তিনি সভয়ে কালযাপন করিতেন। প্রত্যহ সূর্য্যাস্তের সময় তাঁহার প্রাসাদের অট্টালিকার বৃহৎ সিংহদ্বার অর্গল বদ্ধ করা হইত, তৎপরে তিনি স্বয়ং উহাতে তালা লাগাইয়া চাবী নিজের নিকট রাখিতেন। এই সিংহদ্বার ব্যতীত তাঁহার বাটীতে প্রবেশের অন্য পথ নাই।

গত আশ্বিন মাসে ডাক-পিয়ন দ্বারের নিকট আসিলে, হরনারায়ণ স্বয়ং দ্বার খুলিয়া দিলেন এবং তাহাকে সন্দিগ্ধ মনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন পিয়ন হাসিয়া বলিল, "বাবু সাহেব, আমি চোর ডাকাত নই, আমি আপনাদের সেই পুরাতন পিয়ন।"

এই বলিয়া সে, কতকগুলি হিন্দি ও ইংরাজী সংবাদ পত্র, তাঁহার হাতে দিল। তৎপরে বলিল, "জনাব, আপনার নামে একখানি রেজিষ্টারি চিঠিও আছে।"

'আপনার নামে ওয়ারেণ্ট আছে', ইহা বলিলেও হরনারায়ণ বোধ হয় অধিক আশ্চর্য্য হইতেন না। তাঁহার বন্ধু-বান্ধব কেহ ছিল না। তিনি আত্মীয়গণের সহিত কোনই সম্পর্ক রাখিতেন না। তিনি কাহাকেও চিঠিপত্র লিখিতেন না। এমন অবস্থায় কে তাহাকে এই চিঠি লিখিল? চিঠিখানি আবার রেজেষ্টারি করা! তিনি চিঠিখানি লইয়া এদিক ওদিক্ দেখিলেন। মোহর দেখিয়া বুঝিলেন চিঠি কলিকাতা হইতে আসিয়াছে।

কলিকাতা হইতে। কই, কলিকাতায় ত তাঁহার কেহই নাই, যে চিঠি লিখিতে পারে! কি জানি, কেন, সহসা তাঁহার মনে এক অভাবনীয় আশঙ্কা উপস্থিত হইল।

পিয়ন কহিল, "সই করিয়া দিন, মহাশয়।"

তিনি রসিদে সই করিয়া দিলেন এবং পিয়ন চলিয়া গেলে, যত্নপূর্ব্বক দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। তৎপরে পত্রখানি খুলিলেন। উহাতে সাদা কাগজে ইংরাজীতে লিখিত একখানি পত্র রহিয়াছে। শিরোভাগে লেখা আছে :—

"সেণ্ট্রাল জেল,—
কলিকাতা।"

ইহা পাঠ করিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইলেন, কিন্তু স্বাক্ষর দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। নিম্নে লেখা ছিল :—

"বিনীত—
শ্রীসমরেন্দ্রনাথ রায়!"

কম্পিত-হৃদয়ে তিনি পত্রখানি পাঠ করিলেন পত্রখানির মর্ম্ম এইরূপ :—

সেণ্ট্রাল জেল,—
কলিকাতা।
১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮১—।

মাননীয়

শ্রীযুত হরনারায়ণ সিংহ

সমীপেষু—

মহাশয়,

আপনার প্রাসাদের পূর্ব্বদিকে এক কক্ষ আছে। তাহাতে এক ক্ষুদ্র দ্বার আছে, জানালা নাই। ঘরটি সম্পূর্ণ অন্ধকার। উহার অস্তিত্ব আপনি ও আমি ব্যতীত আর কেহ জানে না। ঐ ঘরে নানা মণি মাণিক্য-খচিত, হস্তিদন্ত নির্ম্মিত এক অতীব সুন্দর সিংহাসন আছে। আমার উহা বড়ই পছন্দ হইয়াছে। আপনাকে বলিয়া দিতে হইবে না যে, ঐ সিংহাসন আপনার প্রপিতামহ দেওয়ান শ্রীযুক্ত নরনারায়ণ সিংহ স্বীয় প্রাসাদে কাশীরাজের অভ্যর্থনার জন্য বহু অর্থব্যয়ে প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। এরূপ কারুকার্য্য আজ কাল হয় না। তাই আমি ঐ সিংহাসনটি লইব বলিয়া মনস্থ করিয়াছি। উহা বিক্রয় করিলে ৪।৫ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইতে পারে। অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনি উহা উত্তমরূপে প্যাক করিয়া, মাস্তুল দিয়া আমার নামে আজ হইতে সপ্তম দিবসে বা পূর্ব্বে পার্শেল করিয়া পাঠাইয়া দিবেন। বিলম্বে, অথবা না পাঠাইলে, ৩১শে সেপ্টেম্বর রাত্রিযোগে উহা এবং দণ্ডস্বরূপ

তৎসঙ্গে আপনার সোণার আতর-দান প্রভৃতি অন্যান্য দ্রব্যও চুরি যাইবে। ইতি—

নিবেদক বিনীত

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ রায়।

পত্র পাঠ করিয়া হরনারায়ণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। এইরূপ পত্র অপর কেহ লিখিলেই তিনি শঙ্কিত হইতেন। সমরেন্দ্রের স্বাক্ষর দেখিয়া তিনি একেবারে বজ্রাহতের ন্যায় হইলেন। হরনারায়ণ সিংহ রীতিমত সংবাদ-পত্র পাঠ করিতেন। তিনি সমরেন্দ্রের ডাকাতির কথা পড়িয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে ডিটেক্‌টিভ আনন্দবাবু সমরেন্দ্রকে রেঙ্গুনে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারের জন্য কলিকাতায় লইয়া আসিয়াছেন। সে এখন কলিকাতার সেণ্ট্রাল জেলে অবস্থান করিতেছে। তাহা হইলে সে কি প্রকারে কাশীতে ডাকাতি করিতে পারে? মিথ্যা ভয় প্রদর্শন করিয়াছে। আশঙ্কার কথা এই যে সমরেন্দ্র তাঁহার সিংহাসনের কথা জানিতে পারিয়াছে। কি প্রকারে জানিল? তিনি জানিতেন যে তিনি ব্যতীত উহার অস্তিত্ব অন্যে অবগত নহে। এই উচ্চ প্রস্তর নির্ম্মিত দৃঢ় প্রাচীর উলঙ্ঘন করিয়া, এই স্থানে প্রবেশ করিতে পারিবে কি? অসম্ভব। কিন্তু কি জানি ধূর্ত্ত সমরেন্দ্রের পক্ষে ইহাও সম্ভব হইতে পারে। তাঁহার মন কিছুতেই প্রবোধ মানিল না। তিনি সেই মুহূর্ত্তেই

পুলিশ-সাহেবকে ঐ চিটি পাঠাইয়া দিয়া, তাঁহার নিকট পুলিশ-সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।

উত্তরে পুলিশ-সাহেব লিখিয়া পাঠাইলেনঃ—"দস্যু সমরেন্দ্র আজ কাল কলিকাতায় সেণ্ট্রাল জেলে আবদ্ধ রহিয়াছে। তাহার উপর কড়া পাহারা আছে। সে যে জেল হইতে এরূপ লিখিয়াছে, ইহা সম্ভব নহে এবং সুরক্ষিত জেল হইতে পলাইয়া এখানে ডাকাতি করিবে, ইহাও অসম্ভব। কেহ হয়ত তামাসা করিয়া এই পত্র লিখিয়াছে।"

কিন্তু ইহাতেও তিনি আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না। তিনি সমরেন্দ্রের পত্রখানি বার বার পাঠ করিতে লাগিলেন। 'দ্রব্যগুলি চুরি যাইবে! দিনও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে, ৩১ শে সেপ্টেম্বর!' তাঁহার আশঙ্কা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল! যখন সমরেন্দ্র সিংহাসন ও ধনাগারের সন্ধান পাইয়াছে, তখন নিশ্চেষ্ট থাকিবে কি?

পুলিশ হরনারায়ণকে সাহায্য দিল না। কি উপায় হইতে, এই ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি কাটিয়া গেল, হরনারায়ণের একটুও নিদ্রা হইল না। এই বিপদে তিনি সাহায্য ও উপদেশের অভাব অনুভব করিলেন। কাহার নিকট উপদেশ চাহিব, তিনি তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। বন্ধু বান্ধব কেহ নাই, কে সাহায্য করিবে?

অবশেষে তিনি স্থির করিলেন, যে অবসর প্রাপ্ত কোন দক্ষ ডিটেক্‌টিভের সাহায্য গ্রহণ করিবেন। দুই দিন মানসিক অশান্তিতে কাটিল। তৃতীয় দিন 'ভারত বান্ধব' নামক স্থানীয় হিন্দি সংবাদ-পত্রে পাঠ করিলেন ঃ—

"আমাদের সুদক্ষ ডিটেক্‌টিভ্ শ্রীযুক্ত আনন্দ-মোহন বাবু এক মাসের বিদায় লইয়া কাশীধামে বেড়াইতে আসিয়াছেন। তিনি মাছ ধরিতে বড় ভাল বাসেন। মুন্‌শী-ঘাটে প্রত্যহ বৈকালে তিনি মাছ ধরিতে গিয়া থাকেন।"

এই সংবাদটুকু পাঠ করিয়া, হরনারায়ণ উৎফুল্ল হইলেন। আনন্দবাবু কাশীতে! কেবল তিনিই সমরেন্দ্রের সহিত যুঝিতে সমর্থ, কেবল তিনিই তাহার ডাকাতি ব্যর্থ করিতে সক্ষম। এইরূপ ব্যক্তির সাহায্য পাইলে নির্ভয় হইতে পারা যায়। তিনি আনন্দবাবুর সাহায্য প্রার্থনা করিবেন স্থির করিলেন।

সেই দিনই বৈকালে হরনারায়ণ মুন্‌শী-ঘাটে যাইলেন। তথায় দেখিলেন যে একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি এক দৃষ্টে জলের দিকে চাহিয়া মাছ ধরিতেছেন। তাঁহার নিকটে গিয়া হরনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নামই কি শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বাবু?"

আনন্দবাবু হরনারায়ণের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ

করিয়া কহিলেন, "হাঁ, মহাশয়।" এই বলিয়া তিনি আবার জলের দিকে মুখ ফিরাইলেন। তখন হরনারায়ণ সমরেন্দ্র-কল্পিত ডাকাতির সমস্ত কথা বিবৃত করিলেন। আনন্দবাবু মুখ না ফিরাইয়া সমস্ত শুনিলেন। পরে কহিলেন,—"চোরের স্বভাব নয় যে নোটিস্ দিয়া চুরি করে। আমি সমরেন্দ্রকে বিশেষ রূপেই জানি। সে কখনও ওরূপ করে না।"

"কিন্তু তথাপি—"

"সমরেন্দ্র জেলে আবদ্ধ আছে। আপনার কোনও ভয় নাই।"

"যদি সে জেল হইতে পলায়?"

"কলিকাতার সেণ্ট্রাল জেল হইতে কেহ পলাইতে পারে না।"

"কিন্তু সমরেন্দ্র—"

"মানুষ সেখান হইতে পলাইতে পারে না। সমরেন্দ্র মানুষ বইত নয়। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

হরনারায়ণ হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। কয়েক দিন অতিবাহিত হইল, চুরি হইল না। তখন তাঁহার মনে একটু সাহস হইল। তিনি ভাবিলেন, সত্যই আজ কাল নোটিস্ দিয়া কেহ ডাকাতি করে না, কেহ নিশ্চয় তামাসা করিয়াই পত্র লিখিয়াছে।

৩০শে সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে তিনি এক টেলিগ্রাম পাইলেন। তাহার মর্ম্ম এই ঃ—

"মাল পৌঁছে নাই। কা'ল রাত্রির জন্য সমস্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন।

সমরেন্দ্র রায়।"

এই টেলিগ্রাম পাইয়া হরনারায়ণের আবার মাথা ঘুরিয়া গেল। আবার! এ—ত তামাসা বলিয়া বোধ হইতেছে না। কিঞ্চিৎ দিয়া অপর দ্রব্য ও সিংহাসনটি রক্ষা করা শ্রেয় কিনা, হরনারায়ণ তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

তিনি বৈকালে মুন্‌শী-ঘাটে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন আনন্দবাবু নিবিষ্টমনে মাছ ধরিতেছেন। তিনি তাঁহাকে টেলিগ্রামখানি দেখাইলেন। আনন্দ বাবু টেলিগ্রাম পাঠ করিয়া কহিলেন,—"কি করিতে হইবে ?"

"কা'লই নির্দ্দিষ্ট দিন!"

"কিসের ?"

"ডাকাতির! আমার বাটীতে চুরির।"

"আপনি কি পাগল হইয়াছেন!"

"না, না। আমার মন বলিতেছে সমরেন্দ্র সত্য-সত্যই কা'ল চুরি করিতে আসিবে। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া কা'ল রাত্রিটা আমার বাটীতে থাকেন,

তাহা হইলে আপনি তাহাকে ধরিতে পারিবেন। আপনার নাম হইবে।"

"আমি নাম চাই না। আর. সমরেন্দ্র এখানে আসিতে পারে না।"

"না, মহাশয় আসিতে পারে।"

"কা'ল রাত্রিতে আপনি আমার বাটিতে থাকিলে আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি। হয় ত আপনি আমার বাটীতে আছেন শুনিয়া সমরেন্দ্র নাও আসিতে পারে। অনুগ্রহ করিয়া স্বীকৃত হউন।"

"আমি হাস্যাস্পদ ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া দুর্নাম কিনিতে চাই না।"

"আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যাই হউক না কেন, আপনি যে এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট, তাহা প্রকাশ করিব না।"

"না, মহাশয়, বৃথা কেন বিরক্ত করিতেছেন। আমি ছুটী লইয়া এখানে বিশ্রাম করিতে আসিয়াছি।"

"আমি আপনাকে এক রাত্রির পারিশ্রমিক এক শত টাকা দিব।"

"কি!"

"এক রাত্রির জন্য এক শ' টাকা কম নয় মহাশয়। আপনি কত চান?"

"এক পয়সাও না। আপনার কাজ আমি করিব না।"

এক শত, দুই শত করিয়া হরনারায়ণ অবশেষে হাজার টাকায় উঠিলেন এবং বলিলেন, ইহার বেশী দিতে তাঁহার সাধ্য নাই। ইহাতে যদি আনন্দবাবু রাজী হন, ভাল—না হইলে তিনি অন্য উপায় দেখিবেন। আনন্দ বাবু তাঁহার অনুনয় বিনয় এড়াইতে পারিলেন না। অনিচ্ছাক্রমে স্বীকৃত হইলেন। বলিলেন,—"আমার এ কাজে হাত দিতে আদৌ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু আপনি যখন অত করিয়া বলিতেছেন, তখন কি করা যায়? কা'ল সন্ধ্যার সময় আমি আপনার বাটীতে উপস্থিত হইব। আপনার চাকরগুলি কি বিশ্বাসী?"

"অনেকদিন কাজ করিতেছে, কিন্তু—"

"যখন কিন্তু আছে, তখন আমি আমারি দুইজন বিশ্বাসী লোক লইয়া যাইব। আপনি যখন তাহাদিগকে বিশ্বাস করেন না, তখন তাহাদের সেই রাত্রির মত বিদায় দিবেন।"

পরদিন চুরির নির্দ্দিষ্ট দিন। হরনারায়ণ সেইদিন নিজ অট্টালিকা তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন। কেহ কোথায় লুক্কাইত নাই। সন্দেহজনক কিছুই দেখা গেল না। বৈকালে চাকরদের বাহির করিয়া

দিয়া সিংহদ্বার দিনেই বন্ধ করিয়া দিলেন এবং দুইটী বন্দুক পরিষ্কার করিয়া রাখিলেন।

সন্ধ্যার সময় আনন্দবাবু দুইজন অনুচরকে লইয়া আসিলেন। তিনি প্রাসাদ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কহিলেন, "প্রাসাদ চারিদিকে দৃঢ় প্রাচীর বেষ্টিত। সিংহ-দ্বার ব্যতীত অন্য পথ নাই। উক্ত প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রবেশ করা অসম্ভব। পূর্ব্বদিকের প্রাচীরের নিচে গঙ্গা প্রবাহিত। সে দিক দিয়া বিপদের কোনই আশঙ্কা নাই। সিংহদ্বার বন্ধ করিয়া দিলে এই বাটীতে প্রবেশের কোন পথ আছে কি ?"

"না। তবে এক সুড়ঙ্গ আছে।"

"কোথায় ?"

"পশ্চিম দিকে।"

"বেশ। তাহা হইলে সমরেন্দ্র এই সুড়ঙ্গের অপর মুখ দিয়া প্রবেশ না করিলে, অন্য কোনও স্থান দিয়া প্রবেশ করিতে পারিবে না। অতএব আমি ও আপনি সুড়ঙ্গের মুখের নিকট সমস্ত রাত্রি পাহারা দিব। সুড়ঙ্গের মুখ হইতে সমরেন্দ্র বাহির হইলেই তাহাকে গুলি করিব। আপনার ধনাগার কোথায় ?"

"পূর্ব্বদিকে।"

"ধনাগারের নিকট আমার এই দুই অনুচর পিস্তল লইয়া পাহারা দিবে।"

তৎপরে অনুচরদ্বয়কে ডাকিয়া কহিলেন, "তোমরা সারা রাত্রি এই ধনাগারের দ্বারের নিকট পাহারায় নিযুক্ত থাকিবে। রাত্রে ঘুমান দূরে থাকুক, এক মুহূর্ত্তের জন্য ঝিমাইবেও না, এ স্থান ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবে না। বুঝিলে? খুব সতর্ক থাকিবে। কোন সন্দেহজনক শব্দ হইলেই আমায় ডাকিবে, বা পিস্তলের শব্দ করিবে। আমি পশ্চিম দিকে থাকিব। এখন চলুন সিং-জী, আমরাও সুড়ঙ্গের নিকট যাই।"

হরনারায়ণ ও আনন্দ বাবু সুড়ঙ্গের নিকট উপস্থিত হইলেন। পশ্চিমদিকে সিংহদ্বারের অনতিদূরে দ্বারবানের জন্য একটি ছোট ঘর ছিল। এখন তাহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে। ঐ ঘরে অন্ধকার কূপ দেখা গেল। উহাই সুড়ঙ্গের মুখ। সেই ঘরে দুইখানি চেয়ার আনিয়া একখানিতে আনন্দবাবু বসিলেন, অপর খানিতে হরনারায়ণ বসিলেন। একটি বন্দুক হরনারায়ণ স্বয়ং লইলেন, অপরটি আনন্দবাবুকে দিলেন।

আনন্দ বাবু বলিলেন, "আমরা চারিজন এই বৃহৎ বাটীতে আছি। আপনি ধনাগারের তালাচাবি দিয়া আসিয়াছেন। ধনাগারের নিকট আমার দুইজন সশস্ত্র প্রহরী নিযুক্ত আছে। বাটীতে প্রবেশ করিবার পথ সিংহদ্বারেও আপনি তালা লাগাইয়া আসিয়াছেন। সুড়ঙ্গপথে আমরা দুইজন আছি। সমরেন্দ্র কিছুতেই

প্রবেশ করিতে পারিবে না, কিম্বা প্রবেশ করিলেই মারা পড়িবে।"

তিনঘণ্টা অতিবাহিত হইল। চারিদিকে নিঃশব্দতা বিরাজ করিতেছে। আনন্দ বাবু ঘুমাইয়া পড়িলেন। কিন্তু হরনারায়ণ ঘুমান নাই। তিনি মাঝে মাঝে সুড়ঙ্গের দিকে সশঙ্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন।

একটা বাজিল! সহসা—ও কিসের শব্দ! হর-নারায়ণ আনন্দ বাবুকে তাড়াতাড়ি জাগাইলেন।

আনন্দ বাবু ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, "কি?"

"কিসের শব্দ!"

"কই, কিছুই নয়।"

"না, না, আবার!—ঐ শুনুন!"

"গাড়ীর শব্দ মাত্র। বড় রাস্তায় কোন গাড়ী যাইতেছে। আপনি কি ভাবিতেছেন যে সমরেন্দ্র গাড়ী করিয়া ডাকাতি করিতে আসিবে? সমরেন্দ্র আসিবেই না।"

আর কোন আশঙ্কাজনক শব্দ শুনা গেল না। আনন্দ বাবু আবার ঘুমাইয়া পড়িলেন।

প্রভাত হইল। হরনারায়ণ প্রফুল্ল-চিত্তে সিংহ-দ্বারের নিকট গিয়া দেখিলেন, উহা বন্ধই রহিয়াছে। সন্দেহজনক কোথাও কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

দরজা, জানালা প্রভৃতি গত রাত্রিতে যেমন ছিল, ঠিক সেই ভাবেই আছে।

আনন্দ বাবু বলিলেন, "আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, সমরেন্দ্র আসিবে না।"

ধনাগারের নিকট যাইয়া উভয়ে সভয়ে দেখিলেন, যে প্রহরীদ্বয় মৃতবৎ মেঝেতে পড়িয়া আছে!

আনন্দ বাবু বলিয়া উঠিলেন, "ইহার অর্থ কি?"

হরনারায়ণের বুক দুরু দুরু কাঁপিতে লাগিল। তিনি ছুটিয়া গিয়া ধনাগার খুলিলেন। অনতিবিলম্বে তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "আমার সিংহাসন!—হায়, আমার সোণার আতরদান! আমার—"

আনন্দ বাবু নিকটে যাইয়া বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। কি অদ্ভুত উপায়ে চুরি হইল? কোন্ পথ দিয়া সমরেন্দ্র প্রবেশ করিল? ধনাগারের তালা অক্ষত, কোনও দরজা বা জানালা ভাঙ্গা নাই।

আনন্দ বাবু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া প্রহরীদ্বয়কে ঠেলিলেন। তথাপি তাহারা জাগিল না! উহারা কি মরিয়া গিয়াছে! তিনি তাড়াতাড়ি হাত তাহাদের নাকের নিকট ধরিলেন। নিশ্বাস বহিতেছিল, কিন্তু এরূপ নিদ্রা স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইল না।

আনন্দ বাবু কহিলেন, "ইহাদিগকে কেহ কোন মাদকদ্রব্য সেবন করাইয়াছে।"

"কিন্তু কে সেবন করাইল? কে আমার সর্ব্বনাশ করিল?"

"নিশ্চয় সমরেন্দ্র, অথবা তাহার কোনও অনুচর!"

"তাহা হইলে হৃতস্ব ফিরিয়া পাইবার কোন আশা নাই।"

"আপনি পুলিশে খবর দিন।"

"কোনও লাভ নাই, মহাশয়! কোনও লাভ নাই। পুলিশ সমরেন্দ্রের কি করিবে? আমার ঐ সিংহাসন ঘরের লক্ষ্মী ছিল; যতদিন উহা আমার গৃহে থাকিবে, ততদিন আমার টাকা পয়সা—উহা গেলে আমি পথের ভিখারী হইব। এইরূপ প্রবাদ আমাদের কুলে বহুকাল হইতে প্রচলিত। সমরেন্দ্রকে এক লক্ষ টাকা দিয়াও যদি আমি উহা ফিরিয়া পাই, তাহা হইলে—"

"আপনি ঐ সিংহাসন ফিরিয়া পাইলে এক লক্ষ টাকা দিতে প্রস্তুত?"

"হাঁ, মহাশয়। কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন?"

"পুলিশে কোন কিনারা না করিতে পারিলে, আমি এ বিষয়ে চেষ্টা করিব। কিন্তু আমার বিনীত প্রার্থনা যে আপনি আমার নাম এই ব্যাপারে লিপ্ত করিবেন না। করিলে আমার বড়ই দুর্নাম হইবে, হয় ত চাকরীও যাইতে পারে।"

"আমি আপনার সম্বন্ধে কোন কথাই কহিব না।"

এতক্ষণে প্রহরীদ্বয় সংজ্ঞা লাভ করিয়া বিস্মিতের ন্যায় চারিদিকে চাহিতে লাগিল। আনন্দ বাবু তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেখ নাই ?"

"না!"

"কোনও শব্দ শুন নাই ?"

"না!"

"তোমরা ঘুমাইয়াছিলে কেন ?"

"আমরা ঐ কুঁজোর জল খাইয়া ঘুমাইয়া পড়ি।"

আনন্দ বাবু সেই জল আস্বাদন করিয়া দেখিলেন। উহাতে কোন স্বাদ বা ঘ্রাণ ছিল না। অবশেষে তিনি বলিলেন,—"আমরা বৃথা সময় নষ্ট করিতেছি। সমরেন্দ্রের ডাকাতির রহস্যভেদ এত সহজ নয়।"

---

(৩)

হরনারায়ণ সিং ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট সমরেন্দ্রের বিরুদ্ধে ডাকাতির অভিযোগ করিলেন।

সংবাদপত্রে সমরেন্দ্রের এই অদ্ভুত চুরির বিবরণ প্রকাশিত হইল। লোকে বুঝিয়া উঠিতে পরিল না যে, সমরেন্দ্র কলিকাতার জেলে আবদ্ধ থাকিয়াও, কি অমানুষিক কৌশলে কাশীতে চুরি করিল। সমরেন্দ্র

যে পত্র হরনারায়ণকে লিখিয়াছিল, তাহা কলিকাতার নিউ সিটিজন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। কে যে এই পত্র সম্পাদককে দিল, তাহা জানিতে পারা যায় নাই।

এ দিকে পুলিশ যথাসাধ্য অনুসন্ধান আরম্ভ করিল। হরনারায়ণের প্রাসাদ উত্তমরূপে অন্বেষণ করা হইল। ধনাগার, জানালা, দরজা, তালা, চাবি ইত্যাদি দেখা হইল। সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে উহার মধ্যে পথ নাই, ইটের দেয়াল দিয়া বহুপূর্ব্বে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল! অন্য কোন গুপ্ত পথ আবিষ্কৃত হইল না। পুলিশ স্থির করিতে পারিল না, কোন্ দিক্ দিয়া, কি প্রকারে সমরেন্দ্র প্রবেশ করিয়াছিল। পুলিশ সাহেব স্বয়ং কয়েক দিন তদন্ত করিলেন, কিন্তু চুরির কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না, চোর ধরা পড়িল না। স্থানীয় পুলিশ হতাশ হইল।

তখন ম্যাজিষ্ট্রেট কলিকাতা হইতে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। পুলিশ-কমিশনার মিঃ সেমিয়ার আনন্দবাবুকে পাঠাইবেন বলিয়া, তাঁহাকে ডাকিলেন।

আনন্দ বাবু সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলে, সাহেব বলিলেন,—"মিঃ বসু, আপনি এই তদন্তের ভার নিন্।"

"আচ্ছা। কিন্তু আমার মতে তদন্তে কোন ফল

হইবে না। এই রহস্য-উদ্ঘাটন করিতে হইলে সেণ্ট্রাল জেলে যাইতে হয়।"

"কি আশ্চর্য্য! আপনিও কি মনে করেন যে সমরেন্দ্রই এই চুরি করিয়াছে?"

"কেবল মনে করি না, আমার ধ্রুব বিশ্বাস যে সেই এ কাজ করিয়াছে।"

"কি অসম্ভব কথা বলিতেছেন, মিঃ বসু! সমরেন্দ্র যে জেলে আবদ্ধ!"

"সত্য বটে যে সমরেন্দ্র জেলে আবদ্ধ, তাহার উপর জোড়া পাহারা আছে, তথাপি আমার বিশ্বাস, যে সে ভিন্ন অন্য কেহ এ চুরি করে নাই?"

"এরূপ বিশ্বাসের কারণ কি?"

"সমরেন্দ্র ছাড়া আর কেহ এরূপ আশ্চর্য্য চুরি করিতে পারে না।"

"ইহা কেবল কথার কথা!"

"কিন্তু সত্য কথা। আমি সমরেন্দ্রকে খুব ভাল জানি। সুড়ঙ্গ, গুপ্তপথ প্রভৃতি খুঁজিয়া মরা বৃথা। সেকালের চোর ডাকাত এ সকল ব্যবহার করিত, সমরেন্দ্র এ সকল উপায় অবলম্বন করে না।"

"তাহা হইলে আপনি কি করিতে চান্?"

"আমি একবার সমরেন্দ্রের সহিত দেখা করিতে চাই। রেঙ্গুন হইতে তাহাকে ধরিয়া আনিবার সময়

ষ্টীমারে তাহার সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব হইয়াছিল। আমরা যখন এই চুরি তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ করিতে পারিতেছি না, তখন সে নিশ্চয় তাহার বন্ধু আমার নিকট অকপটে সমস্ত বলিবে।"

---

(৪)

প্রাতঃকালে আনন্দ বাবু জেলে সমরেন্দ্রের নিকট যাইলেন। তখন সমরেন্দ্র শুইয়াছিল। তাঁহাকে দেখিবামাত্র আনন্দ-ধ্বনি করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—"আনন্দ বাবু যে! কি সৌভাগ্য! আসুন, আসুন। ঐ টুল্‌টায় বসুন। একটা চেয়ারও নাই, যে বসিতে দিই। আনন্দ বাবু, আপনাকে দেখিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইতেছে।"

"শুনিয়া সুখী হইলাম।"

"আমি এক শ' বার বলিয়াছি, যে আনন্দ বাবুর মত যোগ্য ডিটেক্‌টিভ খুব কম। আমি আপনাকে খুব সম্মান করি। আজ আপনাকে পাইয়া আমি সত্য-সত্যই বড় আনন্দিত হইয়াছি। এখানে প্রহরী, চর প্রভৃতির হাঁড়িপানা মুখ দেখিয়া আমি বিরক্ত হইয়া গিয়াছি। একটা ভাল লোকের মুখ দেখিতে পাই না। তার পর আমার অপদার্থ শরীর-রক্ষক গুলা

দিনে পাঁচ শ' বার আমার কক্ষে আসিবে, আমার পকেট খুঁজিবে, আমি পলাইবার কোন উপায় করিতেছি কি না, অনুসন্ধান করিবে। আমার প্রতি গভর্ণমেণ্টের কি সুনজর! কিন্তু আমার জন্য এত কষ্ট না করিয়া, আমায় ছাড়িয়া দিলেই ত আমি চুপ্‌চাপ্‌ চলিয়া যাই—"

"আর ডাকাতি কর।"

"আর ডাকাতি করি ঠিক। কিন্তু আমি বোধ হয় আপনার সময় নষ্ট করিতেছি। বলুন, আনন্দ বাবু, কি জন্য দেখা দিয়া আমায় আজ সম্মানিত করিয়াছেন?"

"কাশীর ডাকাতি জন্য।"

"কাশীর ডাকাতি! কাশীর ডাকাতি! মনে হইতেছে না, একটু দাঁড়ান। কাশীর ডাকাতি—হাঁ, মনে হইয়াছে। হরনারায়ণের বাটীতে সিংহাসন ও কয়েকটী দ্রব্য। আমার হাতে কাজ থাকে, পুরাতন গুলি মনে রাখা দুষ্কর। কি জানিতে চান্‌, আজ্ঞা করুন।"

"তোমায় বোধ হয় বলিতে হইবে না, পুলিশ-তদন্ত কতদূর অগ্রসর হইয়াছে?"

"না, আমি সব জানি—সংবাদপত্রে পড়িয়াছি। পুলিশ কোন কিনারা করিতে পারে নাই, পারিবেও না।"

"সেই জন্য তোমার নিকট আসিয়াছি।"

"আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবে ?"

"প্রথমে আমি জানিতে চাই, তুমিই ত এই ডাকাতি করিয়াছ ?"

"হাঁ, আগাগোড়া আমারই কাজ।"

রেজেষ্টারী চিঠি, টেলিগ্রাম——"

"আপনার এই অধীনই পাঠাইয়াছিল। উহার রসিদগুলি আমার নিকট আছে, বোধ হয়।"

এই বলিয়া সমরেন্দ্র দুইখানি রসিদ দেরাজ হইতে বাহির করিয়া আনন্দ বাবুর হাতে দিল।

আনন্দ বাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"বাঃ, আমি ভাবিয়াছিলাম তোমার উপর কড়া পাহারা আছে, প্রত্যহ তোমার কক্ষ অনুসন্ধান হয়। তুমি ত দেখি জেলে থাকিয়াও নিয়মিতরূপে সংবাদপত্র পড়, চিঠি ও টেলিগ্রাম পাঠাও, তাহার রসিদ লও।"

"আমার প্রহরীরা মূর্খ। তাহারা কেবল গুপ্ত স্থানই খোঁজে, আমার কোটের লাইনিং ছিঁড়িয়া, জুতা ছিঁড়িয়া দেখে। তাহাদের চক্ষের সম্মুখে দেরাজটা দেখিতে তাহাদের মনেই থাকে না। আমিও ভাবিয়াছিলাম তাহারা এইরূপই করিবে। তাই আমি দেরাজেই আমার কাগজ পত্র রাখিয়াছি।"

"তুমি যে খুব চালাক ও বুদ্ধিমান্ তা ত আমি

বরাবরই স্বীকার করি। আচ্ছা এখন বল দেখি এই চুরিটি কি করিয়া করিলে?"

"এ যে অন্যায় অনুরোধ, আনন্দ বাবু! আমার গোপনীয় কথা, আমার কৌশলাদি আপনাকে বলিয়া দিব!"

"তুমি এ সব বলিতে আপত্তি করিবে না ভাবিয়াই আসিয়াছিলাম।—"

"সত্যি! তাহাহইলে আপনাকে বিফল মনোরথ করিব না। বলিতেছি, শুনুন। সেই রেজেষ্টারী চিঠি হইতে আরম্ভ করা যাক্‌। উহা কেন পাঠাইয়াছিলাম, জানেন?"

"বোধ হয় হরনারায়ণকে ভয় দেখাইতে।"

"ভয় দেখাইতে! বাঃ আনন্দ বাবু, আপনিও যে ছেলে মানুষের মত কথা বলিতেছেন! আমি, সমরেন্দ্র, ভয় দেখানর মত ছেলেখেলা করিয়া চিঠি লিখিব? যদি আমার চুরি করিবার ইচ্ছা না থাকিত, যদি আমি ঐ চিঠি না লিখিয়াও চুরি করিতে পারিতাম, তাহা হইলে কি আমি লিখিতাম? আপনি ভুল বুঝিয়াছেন। ঐ চিঠিটিই চুরির আরম্ভ, উহাই আমার প্রথম কৌশল। চিঠির উদ্দেশ্য ছিল। বুঝাইয়া বলিতেছি, শুনুন।"

"বল।"

"হরনারায়ণের প্রাসাদটি দৃঢ়, সুরক্ষিত ও

দুর্ভেদ্য। তাই বলিয়া কি আমি সেখানে চুরি করিব না?"

"তাহা হইতেই পারে না।"

"কিন্তু কি করিয়া চুরি করা যায়? প্রাচীন কালের মত একদল অনুচর, অস্ত্রশস্ত্র ও মশাল লইয়া মার মার রবে প্রাসাদ আক্রমণ করিব?"

"তাহা বুদ্ধিমানের কাজ হইত না।"

"না। তবে কি হীন চোরের স্থায় সিঁদ কাটিয়া প্রবেশ করিব?"

"ঠিক।"

"প্রাসাদ-স্বামী স্বয়ং চোরকে নিজগৃহে ডাকিয়া লইয়া যাইবে, আমি এমন এক উপায় অবলম্বন করিলাম।"

"অভিনব উপায়!"

"কিন্তু সহজ। মনে করুন, একদিন গৃহস্বামী বিখ্যাত দস্যু সমরেন্দ্রের নিকট হইতে এক পত্র পাইলেন। তাহাতে সে লিখিয়াছে যে, সে তাহার বাটীতে চুরি করিবে। তাহা হইলে তিনি কি করিবেন?"

"ভয় পাইবেন।"

"ভয় পাইয়া কি করিবেন?"

"পুলিশের সাহায্য পাইবার জন্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট চিঠিখানি পাঠাইয়া দিবেন।"

"ঠিক!"

"ম্যাজিষ্ট্রেট সমস্ত হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। কারণ সমরেন্দ্র জেলে। ফলে গৃহস্বামী ভীত হইয়া কাহারও না কাহারও সাহায্য গ্রহণ করিতে উৎসুক হইবে। কেমন, ঠিক কি না?"

"ঠিক!"

"আচ্ছা বেশ; তারপর গৃহস্বামী যদি সংবাদ-পত্রে পাঠ করেন যে, একজন বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ আসিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি কি করিবেন?"

"সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিবেন।"

"তাই বটে। আচ্ছা মনে করুন, এইরূপ হইবে জানিতে পারিয়া, সমরেন্দ্র তাহার একজন সুদক্ষ অনুচরকে কাশীতে পাঠাইয়া দিল। সে স্থানীয় কোন সংবাদ-পত্রের (অবশ্য যে পত্র হরনারায়ণ সিং মহাশয় গ্রহণ করেন) সম্পাদকের সহিত বন্ধুতা করিয়া নিজেকে সেই বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ বলিয়া পরিচয় দিল। তাহা হইলে সম্পাদক মহাশয় কি করিবেন?"

"তিনি সংবাদ পত্রের 'সংবাদ' নামক স্তম্ভে লিখিতে পারেন যে, অমুক বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ্ কাশীতে আসিয়াছেন।"

"ঠিক।"

"তাহা হইলেই সিং মহাশয় ফাঁদে পড়িলেন।

অর্থাৎ তিনি আসিয়া আমার বিরুদ্ধে আমারই অনুচরের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।"

"ফাঁদে নাও পড়িতে পারিতেন।"

"নাও পড়িতে পারিতেন!"

"না পড়িলে, পড়াইবার ব্যবস্থা করিতাম। কিন্তু পড়িয়াছিলেন।"

"তোমার কৌশলে যথেষ্ট নূতনত্ব আছে দেখিতেছি।"

"তারপর মনে করুন, ঝুঠা ডিটেক্‌টিভ্‌ সাহায্য দিতে প্রথমে অস্বীকার করিল। পরে সমরেন্দ্র সিংজীকে টেলিগ্রাম করিল। পরে সিংজী ঘাব্‌ড়াইয়া গেলেন এবং হাজার খানেক টাকা কবুল করিয়া, সমরেন্দ্রের চুরি ধরিবার নিমিত্ত ঝুঠা ডিটেক্‌টিভ্‌কে নিজ গৃহে লইয়া গেলেন। ঝুঠা ডিটেক্‌টিভ্‌, সঙ্গে আমার দুইজন লোক লইয়া, শত্রু-শিবিরে প্রবেশ লাভ করিল। চুরির সুবিধার জন্য, সে সিংজীকে ভুলাইয়া দূরে সুড়ঙ্গের ঘরে সরাইয়া দিল এবং এক ছলনা দ্বারা সারারাত্রি সিংজীকে সেই ঘরে আটকাইয়া রাখিল। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর অনুচর দুইটি ধনাগারের তালা খুলিয়া (তালা খোলা কঠিন কাজ নয়, তাহা আপনাকে বলিতে হইবে না) সিংজীর সিংহাসনটি দড়ি দিয়া বাঁধিয়া, গঙ্গায় এক নৌকার উপরে নামাইয়া দিল।

নৌকা হইতে মোটরে বস্, কাজ খতম। আমার অনুচর দুইটি অজ্ঞানের ভাণ করিয়াছিল, যেন সমরেন্দ্র তাহাদিগকে কোন মাদকদ্রব্য খাওয়াইয়া অজ্ঞান করিয়াছে, কারণ তাহা না করিলে তাহাদের উপর সন্দেহ হইত।”

আনন্দ বাবু বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “আশ্চর্য্য! অদ্ভুত কৌশল! সমরেন্দ্র, আমি তোমার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। একটা কথা—তোমার ঝুঠা ডিটেক্‌টিভ্ এমন কোন প্রসিদ্ধ ডিটেক্‌টিভের নাম গ্রহণ করিয়াছিল, যাহার সাহায্য পাইবার জন্য হরনারায়ণ এত ব্যগ্র হইয়াছিলেন?”

“সেই ঝুঠা ডিটেক্‌টিভের সাচ্চা—আমার পরম শত্রু বিখ্যাত শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু।”

“কি! আমি!”

“আজ্ঞা হাঁ, আপনারই নাম ব্যবহার করা হইয়াছিল। ঐ টুকুই ত মজা!”

এই বলিয়া সমরেন্দ্র উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

সেই সময়ে প্রহরী সমরেন্দ্রের আহার্য্য লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। সমরেন্দ্র আহার করিতে বসিল। আনন্দ বাবু গাত্রোত্থান করিলেন। সমরেন্দ্র বলিল, “যাইবেন না, আনন্দ বাবু। আপনাকে এক সংবাদ

দিব, যাহাতে আপনি আরও অবাক্ হইবেন। আপনাকে কাশী যাইতে হইবে না, হরনারায়ণের মোকদ্দমা তুলিয়া লওয়া হইবে।"

"অসম্ভব। আমি এই মাত্র মিঃ সেমিয়ারের নিকট হইতে আসিতেছি। তিনি বলিলেন—"

"তিনি মাথা মুণ্ডু কি বলিলেন, শুনিতে চাই না। আপনি কি মনে করেন যে, আমার কার্য্যাবলী সম্বন্ধে মিঃ সেমিয়ার আমার অপেক্ষা বেশী জানেন? হরনারায়ণ আপনাকে অর্থাৎ ঝুঠা আনন্দ বাবুকে বলিয়াছেন যে, কিছু টাকা দিলে যদি সমরেন্দ্র সিংহাসন ফিরাইয়া দেয়, তাহা হইলে তিনি স্বীকৃত আছেন। এই কারণেই এই ব্যাপারে আনন্দ বাবুর অর্থাৎ ঝুঠা ডিটেক্‌টিভের নাম প্রকাশ হয় নাই। এতক্ষণে হরনারায়ণ টাকা দিয়া সিংহাসন প্রভৃতি ফিরিয়া পাইয়াছেন। অতএব কোন চুরি হয় নাই। যদি চুরিই না হইয়া থাকে, তবে মোকদ্দমা কিসের?"

আনন্দ বাবু বিস্ময়-বিহ্বল নেত্রে সমরেন্দ্রের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। সমরেন্দ্র মৃদু মৃদু হাসিতেছিল।

আনন্দ বাবু বলিলেন, "সমরেন্দ্র, তুমি ইহা কি প্রকারে জানিলে?"

"আমি এক টেলিগ্রামের অপেক্ষা করিতেছিলাম, তাহা এইমাত্র পাইলাম।"

"এইমাত্র পাইলে!"

"হাঁ, এই এখনি পাইলাম। অনুগ্রহ করিয়া এই আস্ত বেগুনভাজাটা খাইয়া দেখুন, খাইলেই বুঝিতে পারিবেন।"

"ছিঃ সমরেন্দ্র, বুড়া লোকের সঙ্গে ঠাট্টা!"

"ঠাট্টা নয়, আনন্দ বাবু! রাগ করিবেন না। বেগুনভাজা খানি আপনি না খান, আমি খাইব, কিন্তু উহা ভাঙ্গিয়া দেখুন ত।"

আনন্দ বাবু তাহাই করিলেন। বেগুনের মধ্যে একখানি টেলিগ্রাম পাইলেন—অর্থাৎ টেলিগ্রামের অর্দ্ধেক। উহার উপরের অংশ যেখানে নাম ঠিকানা থাকে, তাহা কাটিয়া ফেলা হইয়াছে। টেলিগ্রামে লেখা আছে:—

"বন্দোবস্ত ঠিক। লক্ষ টাকা দিয়াছে। মাল ফেরৎ দিয়াছি।"

"লক্ষ টাকা দিয়াছে!"

"লক্ষ টাকা বেশী নয় জানি, কিন্তু কি করি? আমার টাকার বড়ই দরকার হইয়াছিল। আমার খরচও ত কম নয়।"

আনন্দ বাবু যাইবার জন্য দাঁড়াইয়া উঠিয়া

বলিলেন, "আমাদের সৌভাগ্য যে তোমার মত আর কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই।"

"জেলে কোন কাজ কর্ম্ম নাই, তাই এই ডাকাতি করিয়া সময় কাটাইয়াছি।"

"বিচারে তোমার যে দণ্ড হইতে পারে, তার জন্য তোমার ভয় কি ভাবনা হয় না?"

"আমি বিচারের দিন এখানে বিচারালয়ে উপস্থিত হইব না।"

"ওঃ হো, পলাইবে না কি?"

"হাঁ। আপনারা কি ভাবিতেছেন যে, আমি জেলে পচিয়া মরিব? যতক্ষণ সমরেন্দ্রের ইচ্ছা, ততক্ষণই সে জেলে থাকিবে, বেশীক্ষণ নয়।"

"ইহা অপেক্ষা জেলে না আসিলেই ভাল হইত না?"

"ঠাট্টা করিতেছেন। আনন্দ বাবু! আজ শুক্রবার, আগামী শুক্রবার বৈকালে আমি আপনার বাটীতে জলযোগ করিব।"

"বেশ, আমিও তোমার অপেক্ষায় থাকিব।"

আনন্দ বাবু চলিয়া যাইতেছিলেন, সহসা সমরেন্দ্র ডাকিল, "আনন্দ বাবু!"

"কি, সমরেন্দ্র?"

"আপনি আপনার ঘড়ি চেন ভুলিয়া গিয়াছেন।

আমি উহা আমার পকেটে পাইয়াছি। এই নিন্। ক্ষমা করিবেন—অভ্যাসবশতঃ করিয়া ফেলিয়াছি। আমার ঘড়িটি পুলিশ লইয়া গিয়াছে, কিন্তু তা বলিয়া আপনারটি লইতে পারি না, বিশেষ যখন আমার নিকট একটি উৎকৃষ্ট সোণার ঘড়ি রহিয়াছে।"

এই বলিয়া সমরেন্দ্র সোণার চেনযুক্ত একটি ঘড়ি বাহির করিয়া দেখাইল।

আনন্দবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটি কার পকেট হইতে আনিয়াছ?"

সমরেন্দ্র ঘড়ির উপর খোদিত অক্ষর পড়িয়া কহিল, "এইচ, সি—কার নাম? ওঃ, মনে পড়িয়াছে—হেন্‌রী সেখিয়ার।"

অদ্ভুত কারামুক্তি।

(১)

পশ্চিম গগন সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত। গঙ্গার বারিরাশির উপর অস্তাচলোন্মুখ সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। কলিকাতার নিকটস্থ কোনও গ্রামের এক নির্জ্জন ঘাটে বসিয়া আমরা দুইজনে এই সুন্দর দৃশ্য উপভোগ করিতেছিলাম। সমরেন্দ্রকে আজ একটু চিন্তান্বিত দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি ভাবছ, সমরেন্দ্র?"

সমরেন্দ্র তাহার স্বভাবসিদ্ধ মৃদু হাস্য করিয়া উত্তর করিল, "মানুষের অবস্থার কি পরিবর্ত্তন হইতে পারে, তাহাই ভাবছিলাম। কিছুকাল পূর্ব্বে আমি কলিকাতার সেণ্ট্রাল জেলে চারিদিকে সশস্ত্র প্রহরী-বেষ্টিত হইয়া বন্দী-রূপে অবস্থান করিতেছিলাম। আর আজ সেই কলিকাতা হইতে কয়েক মাইল মাত্র দূরে গঙ্গাতীরে বসিয়া সন্ধ্যার শোভা দেখিতেছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা সমরেন্দ্র, তোমার সেই অত্যদ্ভুত পলায়নের প্রকৃত বৃত্তান্ত শুনিতে পাই কি?"

আমার প্রশ্নের উত্তরে সে যা বলিয়াছিল, তাহা লিখিতেছি।

---

(২)

কারাগৃহে সমরেন্দ্র আহার শেষ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে পকেট হইতে একটি চুরুট বাহির করিয়া, তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিল। প্রশান্ত মনে কেবল মাত্র ধূম পান আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময়ে তাহার কক্ষের দ্বার খুলিয়া গেল। সমরেন্দ্র তাড়াতাড়ি চুরুট টেবিলের দেরাজের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া দেরাজ সশব্দে বন্ধ করিয়া দিল। প্রহরী কক্ষে প্রবেশ করিয়া জানাইল যে সমরেন্দ্রের বাহিরে যাইবার সময় হইয়াছে।

সমরেন্দ্র বলিল, "হাঁ, আমি তা জানি। আমি তোমারি অপেক্ষা করিতেছিলাম।"

সমরেন্দ্র কারা-কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে, পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর শরৎকুমার ও নন্দলাল প্রবেশ করিয়া ঘরটি ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। দিবারাত্রি চারিদিকে সশস্ত্র প্রহরী বেষ্টিত হইয়াও কারাগারে বন্দী সমরেন্দ্র একাকী কিরূপে বহির্জগতের সহিত সংবাদ আদান-প্রদান করিত, তাহা এপর্য্যন্ত পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ভৌতিক কাণ্ড বলিয়া বোধ

হইত। তাই আজ এই দুইজন ইন্‌স্পেক্টর কক্ষ অনু-সন্ধান করিতে আসিয়াছেন।

কয়েকদিন পূর্ব্বে 'হেরাল্ড' নামক পত্রিকায় সমরেন্দ্রকে হত্যাকারী, নৃশংস, অত্যাচারী দস্যু বলায় সম্পাদকের নিকট সহসা এই মর্ম্মের এক চিঠি গেল।

"মাননীয় হেরাল্ড সম্পাদক মহাশয়,

"কিছুদিন পূর্ব্বে আপনার পত্রিকায় আমার নামে অনেকগুলি মিথ্যা ও ঘৃণিত দোষারোপ করা হইয়াছে। ইহার জন্য আমার বিচারের দুইদিন পূর্ব্বে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এ বিষয়ের মীমাংসা করিব। ইতি

"নিবেদক, বিনীত
"শ্রীসমরেন্দ্রনাথ রায়।"

এই পত্রের হস্তাক্ষর সমরেন্দ্রের হস্তাক্ষরের সহিত মিলাইয়া দেখা হইয়াছিল। পত্রের হস্তাক্ষর যে সমরেন্দ্রের, তাহাতে কোন সন্দেহ ছিল না।

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছিল যে, সমরেন্দ্র কারায় থাকিয়াও বাহিরের লোকের সহিত চিঠি পত্র লেখা-লেখি করিত। সে চুরুট প্রভৃতি কয়েকটি জিনিষও বাহির হইতে আনাইয়া লইয়াছে। পুলিশ স্থির করিল যে সমরেন্দ্র যখন অবাধে বাহিরের লোকের সহিত পত্রালাপ আরম্ভ করিয়াছে, তখন তাহার পলাইবার বেশী দেরী নাই।

পুলিশ এই ব্যাপারের কোন কিনারা করিতে না পারিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল।

ডিটেক্‌টিভ পুলিশের কর্ত্তা মিঃ সেমিয়ার তাঁহার দুইজন বিশ্বাসী লোককে সমরেন্দ্রের কক্ষ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে পাঠাইয়া দিলেন। ইন্‌স্পেক্টার-দ্বয় আসিয়া সমরেন্দ্রের কক্ষের মেঝের প্রত্যেক পাথরখানি উঠাইয়া, খাটের পায়ায় টোকা মারিয়া, বালিশ ছিঁড়িয়া এবং নানা অসম্ভব স্থানে অনুসন্ধান করিয়াও কিছুই বাহির করিতে পারিলেন না।

বিফল-মনোরথ হইয়া ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে তাঁহারা পরস্পরের মুখাবলোকন করিতেছিলেন, এমন সময়ে প্রহরী দৌড়িয়া আসিয়া বলিল, "টেবিলের দেরাজগুলি একবার দেখ্‌বেন ত। আমার বোধ হইয়াছিল, যেন আমি আসিবামাত্র সমরেন্দ্র তাড়াতাড়ি একটা দেরাজ বন্ধ করিয়া দিল।"

শরৎবাবু দেরাজ অনুসন্ধান করিয়া সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন,—"এইবার ধরিয়াছি!"

নন্দলালবাবু বলিলেন,—"কি আশ্চর্য্য! এ সব জিনিষ কোথা হইতে আসিল! থাক্, জিনিষপত্র নাড়িবার দরকার নাই। সাহেব আসিয়া নিজে দেখিবেন। চলুন, আমরা তাঁকে এখনি খবর দিই।"

মিঃ সেমিয়ার আসিয়া দেরাজ হইতে জিনিষ গুলি

বাহির করিলেন। দেরাজে যা পাওয়া গিয়াছিল, তার তালিকা এই—

১। কয়েক খণ্ড সংবাদ-পত্র, তাহাতে সমরেন্দ্র সম্বন্ধে সম্পাদকীয় মতামত ছিল।

২। এক বাক্স চুরুট ও কয়েকটি দেসালাই।

৩। কতকগুলি সাদা চিঠির কাগজ।

৪। দুইখানি বই—একখানি বঙ্কিমবাবুর 'দেবী চৌধুরাণী,' দ্বিতীয়খানি 'মেঘদূত'।

দুখানি পুস্তকই পেন্‌সিলে লেখা টীকা টিপ্পনীতে পরিপূর্ণ। সাহেব ভাবিলেন এই টীকার মধ্যে কোনও সঙ্কেত থাকিতে পারে, অথবা ইহাও হইতে পারে যে এই বই দুখানি সমরেন্দ্রের খুব প্রিয়, তাই সে সযত্নে টীকা টিপ্পনী লিখিয়া পড়িয়াছে।

মিঃ সেমিয়ার জিনিষগুলি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। অর্দ্ধ-দগ্ধ চুরুটটি হাতে লইয়া তিনি সাশ্চর্য্যে বলিলেন,—"এ যে বহুমূল্য চুরুট! সাধারণ লোক ইহার নামও জানে না। সমরেন্দ্র ইহা কোথায় পাইল!"

মিঃ সেমিয়ার চুরুটটি মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ উপরের তামাকের পাতার নিচে কাগজের মত কি একটা সাদা দেখিতে পাইলেন। অতি সাবধানে আলপিন দিয়া পাতাটি

উঠাইয়া দেখিলেন যে মোড়া একখণ্ড সিগারেট পাকাই-বার কাগজ রহিয়াছে। উহা খুলিয়া লইয়া দেখিলেন যে, ক্ষুদ্র অক্ষরে পেন্‌সিলে লেখা এক পত্র। তাহাতে লেখা আছে।

"গাড়ী প্রস্তুত। অন্য সব ঠিক। ডান পা দিয়া বাম দিকের মেঝে টিপিলে নিচের তক্তা সরিয়া যাইবে। পথে মো ৯ হইতে ১১ পর্য্যন্ত প্রত্যহ দাঁড়াইয়া থাকিবে। স্থান নির্দ্দেশ আবশ্যক। উত্তরের প্রতীক্ষায় আছি। কোন ভয় নাই।"

মিঃ সেমিয়ার পত্রখানি ২.৩ বার পড়িলেন। পরে কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"পত্রের মর্ম্ম বুঝিয়াছি। সমরেন্দ্র কোর্টে যাইবার সময় জেলের গাড়ী হইতে পলাইবার বন্দোবস্ত করিতেছে। 'গাড়ী' অর্থাৎ জেলের গাড়ী, '৯ হইতে ১১' অর্থাৎ প্রাতঃ-কালে ৯টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত, বিচারালয়ে যাইবার সময়—"

"কিন্তু 'মো' কি?"

"আমার বিশ্বাস 'মো' মানে মোটর। সমরেন্দ্রের মত নামী আসামীর পলায়নের জন্য বায়ুর ন্যায় গতি-শীল যানের আবশ্যক।"

এই বলিয়া তিনি দাঁড়াইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্দীর আহার হইয়াছে?"

"হাঁ।"

"তাহাহইলে সে এই পত্র পড়িতে পারে নাই। কারণ চুরুট এখনও প্রায় অদগ্ধ অবস্থাতেই রহিয়াছে, প্রহরী আসিয়া পড়ায়, দেরাজে লুকাইয়া রাখিয়াছে। বোধ হয় চিঠি খানি এখনি আসিয়াছে।"

"কিন্তু কি করিয়া আসিল ?"

"তা কি করিয়া বলিব ? তবে খুব সম্ভব তাহার খাদ্যের মধ্যে আসিয়াছে।"

"কিন্তু তাও অসম্ভব। সমরেন্দ্রের সাহায্যকারী-গণকে ধরিবার জন্যই তাহার আহার বাহির হইতে আনিবার হুকুম হইয়াছে। প্রত্যহ তাহার আহার্য্য বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া তবে দেওয়া হয়। সুতরাং খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে চিঠি আসিতে পারে না।"

"সে কথা এখন থাক্। খুব সম্ভব সমরেন্দ্র আজই এই পত্রের উত্তর দিবে। ইত্যবসরে তাহাকে এ কক্ষে আসিতে দিবেন না। আমি আবার আসিব। এই জিনিষগুলি আপনারা যথাস্থানে রাখিয়া ঠিক এইরূপ একটি চুরুট বানাইয়া, তার মধ্যে এই চিঠিখানি যেমন ছিল তেমনি ভাবে রাখিয়া চলিয়া যাইবেন। বন্দী যেন কিছু সন্দেহ করিতে না পারে।"

সন্ধ্যার সময় মিঃ সেমিয়ার ও ইন্‌স্পেক্টারদ্বয়

কারাগারে উপস্থিত হইলেন। উদ্দেশ্য, বন্দী পত্রের উত্তর দিয়াছে কি না তাহা নিরূপণ করা। আদেশ পাইয়া প্রহরী সাহেবের সম্মুখে সমরেন্দ্রের ভুক্তাবশেষ আনিল। সাহেব তাহা দেখিতে লাগিলেন। সহসা তরকারীর মধ্যে একটি আস্ত আলুর প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি উহা তুলিয়া লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, সেটি দ্বিখণ্ডিত করিয়া পুনরায় জোড়া হইয়াছে। ব্যগ্রভাবে সাহেব উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তৎক্ষণাৎ ভিতর হইতে এক খণ্ড কাগজ বাহির হইল। ক্ষিপ্র-হস্তে তাহা খুলিয়া দেখিলেন, তাহাতে লেখা রহিয়াছে :—

"চিঠি পাইয়াছি। গাড়ীর পিছনে পিছনে 'মো' যেন সর্ব্বদা থাকে। শীঘ্রই দেখা হইবে."

মিঃ সেমিয়ার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "এইবার সমরেন্দ্রের অনুচরগণকে ধরিতে পারিব। সমরেন্দ্রকে আপাততঃ পলাইতে দিব।"

"কিন্তু যদি সে সত্যসত্যই পলাইয়া যায়।"

"তার বন্দোবস্ত করিব। এ ব্যাপারে যত লোকের দরকার হয়, যত অর্থব্যয় হয়, তাহা দেওয়া যাইবে। সমরেন্দ্রের সাহায্যকারীদের ধরিতে পারিলে, তাহার সম্বন্ধে সব সংবাদ পাওয়া যাইবে ও তাহার বিরুদ্ধে অনেক সাক্ষীও পাওয়া যাইবে।"

সমরেন্দ্রকে নানা প্রশ্ন করিয়াও পুলিশ তাহার নিকট হইতে কোন কথা বাহির করিতে পারে নাই। যখন তাহাকে বিশেষ পীড়াপীড়ি করা হইত, তখন সে হাসিয়া উত্তর করিত, "আপনারা আমার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনিয়াছেন, তাহা সব সত্য। কলিকাতা ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ব্যাপারে, চৌরঙ্গীর ডাকাতিতে, নোট জাল করার মধ্যে—আমিই নেতা ছিলাম।"

"তুমি কি উপায়ে----"

"উপায় শুনিয়া কি করিবেন? আমি সমস্তই স্বীকার করিতেছি - বস্। সত্য কথা বলিতে কি, আমি ইহা ছাড়া আরও অনেক ব্যাপারে লিপ্ত ছিলাম।"

পুলিশ-তদন্তে মোটেই অগ্রসর হয় নাই। এদিকে প্রমাণাদি সংগ্রহ না করিলে সমরেন্দ্রকে অভিযুক্ত করা যাইবে না। ইন্‌স্পেক্টার ও দারোগা মহাশয়গণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াও পূর্ব্বে যা জানিতেন, তাহার অধিক কিছুই জানিতে পারিলেন না।

বিচারের দিন আসিল। সশস্ত্র অশ্বারোহী প্রহরী-বেষ্টিত হইয়া জেলের গাড়ীর মধ্যে একা সমরেন্দ্র বিচারালয়ে চলিল। গাড়ী কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময়ে, পথে একখানা গাড়ী তীরবেগে ছুটিয়া চকিতের ন্যায় জেলের গাড়ীর সম্মুখে এক মোটরের

উপর আসিয়া পড়িল। গাড়ীখানি চুরমার হইয়া গেল, সহিস ও আরোহী ভূতলে গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। গাড়ীর ধাক্কায় মোটর উল্টাইয়া গেল। চারিদিক হইতে লোক জড় হইতে লাগিল। জনতার মধ্য দিয়া জেলের গাড়ী অগ্রসর হইবার পথ পাইল না।

গাড়ীর মধ্যে সমরেন্দ্র ধাক্কার শব্দ ও পরবর্ত্তী কোলাহল শুনিয়া বিদ্যুদ্বেগে দরজার বাম পার্শ্বের মেঝে পা দিয়া টিপিল। তৎক্ষণাৎ একখানা তক্তা খুলিয়া গেল। সমরেন্দ্র অতি সন্তর্পণে ভূমিতে লাফাইয়া পড়িল, এবং নিচে চাকার মধ্যে হামাগুড়ি দিয়া গাড়ী অতিক্রম করিয়া দাঁড়াইল। এক গাড়বান্ এই ব্যাপার দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "কয়দী ভাগা!" কিন্তু সেই কোলাহলে তাহার কণ্ঠ-স্বর কেহই শুনিল না।

এদিকে সমরেন্দ্র কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া চারি-দিকে চাহিয়া দেখিল। সকলেরই দৃষ্টি তখন দুর্ঘটনা-স্থলে, কেহ সমরেন্দ্রের দিকে দৃক্‌পাতও করিল না। তখন সে নিশ্চিন্তমনে ফুট্‌পাথ্ দিয়া ধীরে ধীরে চলিল। সম্মুখে এক হোটেল দেখিয়া তথায় গেল, এবং গম্ভীর ভাবে এক পেয়ালা চা দিতে বলিল। চা পান করিবার পর এক বাক্স সিগারেট কিনিয়া একটিতে অগ্নি সংযোগ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে

হোটেল-ম্যানেজারকে ডাকাইয়া বলিল,—"আমি ভ্রমক্রমে আমার 'মণিব্যাগ' ফেলিয়া আসিয়াছি। সে জন্য চা ও চুরুটের দাম আপাততঃ দিতে পারিতেছি না। তবে আমি সুপ্রসিদ্ধ লোক, আমার নাম শুনিলে তোমার পয়সার জন্য ভাবনা হইবে না। আমার নাম শ্রীসমরেন্দ্রনাথ রায়।"

হোটেল-কর্ত্তা তাহাকে পাগল ভাবিয়া অবিশ্বাসের হাসি হাসিল। তখন সমরেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "আমার নাম কি আপনাদের এতই অপরিচিত। আমি এতদিন সেণ্ট্রাল জেলে সরকারের সমাদৃত অতিথিরূপে অবস্থান করিতেছিলাম, আজ কাহাকেও কিছু না বলিয়া চলিয়া আসিয়াছি।"

এই কথা শুনিয়া হোটেলের সব লোক হাসিয়া উঠিল। সমরেন্দ্র আর কোন কথা না বলিয়া হোটেল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

সমরেন্দ্র হোটেল হইতে বাহির হইয়া মৃদু গমনে চৌরঙ্গীর দিকে দোকান দেখিতে দেখিতে চলিল। মাঝে মাঝে দাঁড়াইয়া চুরুট খাইতে খাইতে পথের লোকজন দেখিতে লাগিল। তৎপরে ধীরে ধীরে সেণ্ট্রাল জেলের দিকে অগ্রসর হইল। জেলের ফটকের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এই কি সেণ্ট্রাল জেল?"

"হাঁ।"

"তা হ'লে আমায় ভিতরে যাইতে দাও। জেলের গাড়ী ভুলক্রমে আমায় পথে নামাইয়া দিয়াছে। আমি পথ জিজ্ঞাসা করিয়া আবার স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছি।"

প্রহরী রাগিয়া গেল। বলিল, "জেলখানে মে আকর দিল্লেগী! সীধে অপনা রাস্তা দেখো, নহি তো বন্দুক সে শির ফোড় দেঙ্গে।"

"কিন্তু প্রহরী সাহেব, আমার রাস্তা যে জেলের ফটকের মধ্যে দিয়ে। বেশী গোলমাল ক'রো না, পথ ছাড়িয়া দাও। সমরেন্দ্রকে ঢুকিতে না দিলে তোমার চাকরী যাইবে যে!"

"ক্যা বকৃতা হায়? তুমি সমরেন্দ্র হও! ভাগো হিঁয়া সে!"

অবশেষে প্রহরী জেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে খবর দিল। তিনি আসিয়া প্রহরীকে খানিকটা ভর্ৎসনা করিলেন।

সমরেন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "বেশ, সুপারিণ্টে-ণ্ডেণ্ট মহাশয়! বেশ অভিনয় করিতেছেন! আপনারা আমায় গাড়ীতে একাকী লইয়া গেলেন, রাস্তার মধ্যে দুর্ঘটনা ঘটাইলেন, আমার পলাইবার পথ পরিষ্কার করিয়া দিলেন। তজ্জন্য বহু ধন্যবাদ। কিন্তু আমি গাড়ী

হইতে বাহির হইয়া যে দিকে তাকাই, সেই দিকেই দেখিলাম নানা ছদ্মবেশে গাড়ীতে, পদব্রজে, মোটরে, বাইসিকিলে আপনাদের ডিটেকৃটিভগণ চারিদিকে আমার উপর লক্ষ্য রাখিতেছে। আপনাদের এতটা কষ্ট করার কোন দরকার ছিল না। আমি যখন পলাইতে বাসনা করিব, তখন আপনাদের বিনা সাহায্যেই পলাইব।”

---

(৩)

দুই দিন পরে ‘নিউ সিটিজেন’ নামক সংবাদ-পত্রে সমরেন্দ্রের এই পলায়ন বৃত্তান্ত বিবৃত হইল। জনরব এইরূপ ছিল যে, সমরেন্দ্র এই পত্রিকার স্বত্বাধিকারী। কিরূপে সমরেন্দ্র জেলে থাকিয়াও বাহির হইতে পত্র পাইয়াছিল ও তাহার উত্তর দিয়াছিল; কি উপায়ে পুলিশ ইহা জানিতে পারিয়া সমরেন্দ্রের সাহায্যকারী-গণকে ধরিবার নিমিত্ত তাহাকে পলাইতে দিয়াছিল; কি প্রকারে সে হোটেলে চা ও চুরুট খাইয়া নিজ ইচ্ছায় আবার জেলে ফিরিয়া আসিয়াছিল, পলায় নাই—এই সব ঐ পত্রিকায় সবিস্তারে বর্ণিত হইল। সকলে বুঝিল যে সমরেন্দ্রের ক্ষমতা অসীম—যে ব্যক্তি পলায়নের জন্য জেলের গাড়ী বদলাইতে পারে, সে অসাধারণ কৌশলী ও বুদ্ধিমান্।

লোকে এখন বুঝিল যে সমরেন্দ্রের পলায়নের প্রতিজ্ঞা বাতুলের প্রলাপ নহে, সে যখন ইচ্ছা পলাইতে সক্ষম। সমরেন্দ্র নিজেও পলায়ন সম্বন্ধে সন্দিহান ছিল না। সে স্পষ্টই মিঃ সেমিয়ার ও ইন্‌স্পেক্টরগণকে বলিত, "আমি জেল হইতে পলাইতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি। এই পলায়ন অভিনয় আমার প্রকৃত পলায়নের উপক্রমণিকা মাত্র।"

তৎপরে দৈনন্দিন তাহাকে যখন অভিযোগ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইত, তখন সমরেন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিত, "আপনারা বৃথা কষ্ট পাইতেছেন। আমাকে প্রশ্ন করিয়া আপনাদের কোন লাভ নাই।"

"কেন ?"

"আমি যদি বিচারের জন্য অনুপস্থিতই রহিলাম, তাহা হইলে অভিযোগ আনিয়া ফল কি ?"

"অনুপস্থিত থাকিবে ?"

"হাঁ, আমি সেইরূপ মনস্থ করিয়াছি।"

সমরেন্দ্রের বিচারের দিন আসিল। কিন্তু পুলিশ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কোন প্রমাণই সংগ্রহ করিতে পারিল না। ম্যাজিষ্ট্রেট অগত্যা পুলিশকে আরও সময় দিলেন। সে দিন বিচার হইল না। সমরেন্দ্রকে আবার জেলে আনিয়া পূর্ব্ববৎ আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল।

ইহার পর প্রায় প্রত্যহই সমরেন্দ্রের কক্ষে দুই একখানি চিঠি পাওয়া যাইতে লাগিল। পুলিশ কোন পত্রের মর্ম্ম বুঝিতে পারিল না। সমরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলে, সে কোন উত্তর দিত না, কেবল মৃদু মৃদু হাসিত। পুলিশ তখন সমরেন্দ্রকে অন্য আরও এক সুরক্ষিত কক্ষে আবদ্ধ করিল। তখন আর চিঠি পত্র পাওয়া যাইত না।

এক মাস কাটিয়া গেল। এই এক মাস কাল—সমরেন্দ্র নিজ কক্ষ হইতে বাহির হইল না। সে সকলের সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিল। তাহার আহার কমিয়া আসিল। সে দিবারাত্রি দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া শুইয়া থাকিত। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, তাহার শরীর ভাল নাই। কেহ তাহার ঘরে আসিলে, সে অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিত এবং বড় অস্থির হইয়া উঠিত।

এদিকে সমরেন্দ্রের পূর্ব্ব পলায়ন স্মরণ করিয়া সকলের ধ্রুব বিশ্বাস হইল, যে সমরেন্দ্র জেল হইতে নিশ্চয় পলাইয়া যাইবে। এতদিনে যে পলায় নাই, ইহাতে তাহারা বিস্মিত হইল। লোকের সহানুভূতি অনেকটা এই দস্যু-বীরের দিকেই ছিল।

মিঃ সেমিয়ার প্রত্যহ জেলে আসিয়াই সুপারি-

প্টেণ্ডেণ্টকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিতেন, "সমরেন্দ্র পলাইয়াছে ?"

"না।"

"তা হ'লে সে কাল পলাইবে।"

মিঃ সেমিয়ারেরও বিশ্বাস এইরূপ ছিল।

বিচারের দুইদিন পূর্ব্বে এক ভদ্রলোক "হেরাল্ড" পত্রিকার আফিসে যাইয়া সম্পাদকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। সম্পাদকের কক্ষে প্রবেশ করিয়া, তাহার মুখের উপর এক খণ্ড কাগজ নিক্ষেপ করিয়া, ভদ্রলোকটী দ্রুত কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সেই কাগজ লেখা ছিল :—

"ভবিষ্যতে সাবধান! দেখিতেছেন ত সমরেন্দ্র নাথ রায় প্রতিজ্ঞা-পালন করিতে কখনও ভুলে না।"

হস্তাক্ষর সমরেন্দ্রেরই বটে।

---

(৪)

নির্দ্দিষ্ট দিনে সমরেন্দ্রকে কোর্টে হাজির করা হইল। আদালত লোকে লোকারণ্য। সকলেই বিচার দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। সে দিন আকাশ ঘন-মেঘাচ্ছন্ন ছিল ও অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল। আদালত ঘরে বিশেষ আলোক আসিতেছিল না।

এ কি পরিবর্ত্তন ! সমরেন্দ্রের নিষ্প্রভ নয়নযুগল, পাণ্ডুবর্ণ গণ্ডদ্বয়, শীর্ণ শরীর, সকল বিষয়ে ঔদাসিন্য লক্ষ্য করিয়া সকলে অবাক্ হইল।

সমরেন্দ্রের পক্ষের উকিল তাঁহাকে অনেক প্রশ্ন করিয়াও, কোন উত্তর পাইলেন না। সমরেন্দ্র প্রত্যেক প্রশ্নে কেবল বার বার ঘাড় নাড়িয়া, ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল।

সমরেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাহাকে পাঠ করিয়া শুনান হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আসামী তোমার নাম কি ?"

আসামী নিরুত্তর।

ম্যাজিষ্ট্রেট আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার নাম কি, বল না।"

আসামী সভয়ে ও জড়িত-কণ্ঠে বলিল,—"আমি —আমি মটরু।"

আদালতের সকলে হাসিয়া উঠিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন,—"তোমার নাম মটরু ! সে সমরেন্দ্রের নূতন অবতার না কি ? তোমার অন্য নামের ন্যায় ইহাও কল্পিত, সন্দেহ নাই। আপাতত তোমাকে সমরেন্দ্র বলিয়াই ডাকিব,—কারণ তুমি ঐ নামেই সুপরিচিত।"

কাগজ-পত্র দেখিয়া সরকারী উকীল বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন :—

"অনেক অনুসন্ধান করিয়াও আসামীর প্রকৃত নাম ও পরিচয় জানিতে পারা যায় নাই। ইহার অতীত ইতিহাস, আমরা কিছুই জানি না। কেবল এই মাত্র জানি যে, এই ব্যক্তি তিন বৎসর পূর্ব্বে সমরেন্দ্র নাম লইয়া সহসা কলিকাতায় আবির্ভূত হইয়াছিল। ইহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, চাতুর্য্যের পরাকাষ্ঠা, দস্যুবৃত্তি ও দরিদ্রের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য, জনসমাজে বিশেষরূপে পরিচিত। এই তিন বৎসর পূর্ব্বেকার ইহার যে টুক্ ইতিহাস আমরা জানি, তাহা অনেকটা অনুমানের উপর নির্ভর করে। আট বৎসর পূর্ব্বে বিখ্যাত যাদু-কর রহিমবক্সের নিকট প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলিয়া এক অসাধারণ বুদ্ধিমান্ যুবক যাদু বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিল। তার দুই বৎসর পরে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায় নামে এক ছাত্র ডাক্তারি শাস্ত্রে আশ্চর্য্য ব্যুৎপত্তি দেখাইয়া স্বর্ণ পদক পায়। কিছু-কাল পরে কাত্তয়াগুচি নামক বিখ্যাত জিউ-জিৎসু শিক্ষকের নিকট নরেন্দ্রনাথ রায় বলিয়া এক ব্যক্তি জাপানী মল্ল-যুদ্ধ শিক্ষা করে। হঠাৎ প্রফেসার মল্লি-কের সার্কাসে এক বাঙ্গালী আসিয়া বাইসিকিলে, মোটরে ও অশ্বের উপর আশ্চর্য্য ক্রীড়া কৌশল

দেখাইয়া সকলকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছিল। তারপর, ভবানীপুরে রায় বরদাচরণ মল্লিকের বাটীর অগ্নিকাণ্ডে, একব্যক্তি অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখাইয়া, নিমন্ত্রিত লোকজনদিগকে এক জানালা দিয়া বাহির করিয়া দিয়া প্রাণ রক্ষা করিবার সময়, তাহাদের ঘড়ি, চেন ইত্যাদি দ্রব্য পকেট হইতে চুরি করিয়াছিল। পুলিশ-তদন্তে যাহা জানা গিয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় যে এক ব্যক্তিই ভিন্ন ভিন্ন নামে এই সব কার্য্য করিয়াছে এবং সেই ব্যক্তিই এই আসামী সমরেন্দ্র! স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে সমরেন্দ্র দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিবে স্থির করিয়া, তাহার জন্য এই সকল বিদ্যা শিখিয়াছিল। আসামী এ সকল স্বীকার করে কি না?"

আসামী কোন উত্তর করিল না। সে উকীলের বক্তৃতায় সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া অন্যমনস্ক-ভাবে চারিদিক দেখিতে লাগিল। সকলে দেখিল যে কয়েক মাস পূর্ব্বে যাহার বীরত্ব-ব্যঞ্জক আকৃতি, সুন্দর গঠন ও দৃঢ় শরীর-পেশী দেখিয়া লোকে চমকিত হইয়া গিয়াছিল, আজ তাহার চক্ষু কোটরগত, শরীর শীর্ণ, মুখে নানারূপ লাল লাল দাগ, গাল বসিয়া গিয়াছে!

ম্যাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সরকারী উকীল মহাশয় যাহা বলিলেন, তাহা শুনিলে? এ বিষয়ে তোমার কিছু বলিবার আছে?"

সমরেন্দ্রের ভাব দেখিয়া, বোধ হইল যে, সে ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রশ্ন শুনে নাই। ঐ প্রশ্ন তাহাকে আবার জিজ্ঞাসা করা হইল। তখন সে একবার উকীলের দিকে চাহিয়া, তারপর ম্যাজিষ্ট্রেটের দিকে চাহিয়া, মনে মনে কি যেন অতি কষ্টে স্থির করিয়া, অস্পষ্ট স্বরে বলিল,—"আমি মটক্ক!"

ম্যাজিষ্ট্রেট হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"সমরেন্দ্র, আমি বুঝিতে পারিতেছি না তুমি কিরূপ 'ডিফেন্স' অবলম্বন করিবে। যদি পাগল সাজিবার সাধ থাকে, তাহা হইলে সে সাধ পরিত্যাগ কর। আমি আগেই বলিয়া রাখিতেছি. তাহাতে কোন ফল হইবে না।"

অতঃপর সরকারী উকীল সমরেন্দ্রের বিরুদ্ধে আনীত—চুরি, ডাকাতি ও জালিয়াতির অভিযোগ বর্ণনা করিলেন। মাঝে মাঝে ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে দুই একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। আসামী তাহার কোন উত্তর দিল না। অনেকগুলি সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া হইল। ইহার মধ্যে অধিকাংশই অভিযোগ সপ্রমাণ করিতে পারিল না। সকলে স্পষ্ট দেখিল যে এক সাক্ষী অপরের বিরোধী।

যখন সুপ্রসিদ্ধ ডিটেক্‌টিভ-ইন্‌স্পেক্টার শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু মহাশয় সাক্ষ্য দিতে দাঁড়াইলেন,

তখন সকলে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল। তাঁহাকে আজ চিন্তিত, চঞ্চল এবং অন্যমনস্ক বোধ হইতেছিল। তিনি বার বার আসামীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে-ছিলেন।

সমরেন্দ্রের ঘটনাপূর্ণ-জীবনে আনন্দ বাবুর সহিত তাহার যেরূপ সংঘর্ষ হইয়াছিল, আর কাহারও সহিত সেরূপ হয় নাই। আনন্দ বাবু সমরেন্দ্রকে গ্রেপ্তার করিয়া, তাহার দোষ প্রমাণ করিয়া তাহাকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন।

আনন্দবাবু সাক্ষ্য দিবার সময় মাঝে মাঝে সমরেন্দ্রের দিকে তাকাইয়া কি যেন ভাবিতেছিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে এরূপ অন্যমনস্ক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মিঃ বসু, আজ আপনাকে কিছু অপ্রকৃতিস্থ দেখিতেছি—"

"না— না, কিছু নয়, তবে আমি ভাবিতেছিলাম কি—"

আনন্দবাবু সহসা থামিয়া আসামীর দিকে কিয়ৎ-ক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া, বলিয়া উঠিলেন,—"ম্যাজি-ষ্ট্রেট সাহেব, আমি নিকটে গিয়া একবার আসামীকে দেখিতে পারি কি? আমি একটি রহস্য-ভেদ করিতে চাই।"

অনুমতি পাইয়া আনন্দবাবু আসামীর নিকটে

গিয়া দীর্ঘকাল তাহার মুখ দেখিয়া, গম্ভীরভাবে বলিয়া উঠিলেন,—"আমি আদালতে শপথ করিয়া বলিতেছি, যে আসামী সমরেন্দ্র নহে।"

এই কথা শুনিয়া সকলে নির্ব্বাক্ ও স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

খানিক পরে ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন,—"মিঃ বসু, আপনি পাগলের মত এ কি বলিতেছেন?"

আনন্দ বাবু স্থির, অবিচলিত স্বরে বলিলেন,—"আসামীকে সহসা দেখিলে অনেকটা সমরেন্দ্রের মত দেখায় বটে, কিন্তু ভাল করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে সে সমরেন্দ্র নহে। আসামীর নাক, মুখ, চুল মোটেই সমরেন্দ্রের মত নহে। আমি আবার বলিতেছি যে এ সমরেন্দ্র নহে। এই পাগলের নিস্প্রভ চক্ষু দেখুন—উহা কি সমরেন্দ্রের উজ্জ্বল, জ্যোতিষ্মান্ চক্ষুর মত—"

"কি আশ্চর্য্য! আপনি কি বলিতে চান—"

"আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমার বিশ্বাস যে সমরেন্দ্র নিজের পরিবর্ত্তে কোনরূপে ইহাকে রাখিয়া পলাইয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ এই লোক তার অনুচর।"

আনন্দ বাবুর কথাতে সমস্ত আদালত বিস্মিত হইয়া গেল। ম্যাজিষ্ট্রেট তৎক্ষণাৎ মিঃ সেমিয়ার, জেল-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, জেল প্রহরী, শরৎ ও নন্দবাবুকে

ডাকাইয়া পাঠাইলেন। বিচার-কার্য্য কিয়ৎকালের জন্য স্থগিত রহিল। ইহারা সকলে আসিলে ম্যাজিষ্ট্রেট সেমিয়ার প্রভৃতিকে আসামী সনাক্ত করিতে বলিলেন। মিঃ সেমিয়ার ও জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসামীর আকৃতি উত্তমরূপে দেখিয়া বলিলেন – যে তাহার সহিত সমরেন্দ্রের সাদৃশ্য খুব কম।

জেল-প্রহরী বলিল,—"আমাদের বিশ্বাস যে আসামী সমরেন্দ্র, কিন্তু নিশ্চিন্ত কিছু বলিতে পারি না। কারণ, আসামী আমাদের প্রহরায় যতদিন ছিল, তত-দিন আমরা তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই, কেন না সে মাসাধিক নিজের ঘরে সর্ব্বদা দেয়ালের দিক মুখ করিয়া শুইয়া থাকিত, কদাচ কক্ষ হইতে বাহির হইত না।"

"ইহার পূর্ব্বে ?"

"ইহার পূর্ব্বে আসামী আমাদের পাহারায় ছিল না। ইহার পূর্ব্বে সে অন্য কক্ষে আবদ্ধ থাকিত।

জেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলিলেন,—"তা বটে। সমরেন্দ্রের প্রথম পলায়নের চেষ্টার কিছুদিন পরে, আমরা তাহাকে অন্য কক্ষে রাখি।"

"কিন্তু আপনি আসামীকে মাঝে মাঝে দেখিতে যাইতেন নিশ্চয় ?"

"না। আমরা তাহার ঘরে প্রবেশ করিলেই, সে

অত্যন্ত বিরক্ত ও অস্থির হইয়া উঠিত এবং পাগলের মত বকিত। আমরা কেহ তাহার নিকটে না গেলে, সে বেশ শান্তশিষ্ট হইয়া থাকিত। এই জন্য আমরা কেহই তার কক্ষে যাইতাম না।"

"তা হ'লে আপনি বলিতে চান যে, এই আসামী সমরেন্দ্র নহে।"

"না, আসামী সমরেন্দ্র নহে।"

"তা হ'লে এ কে?"

"জানি না।"

"আপনার কথা হইতে বোঝা যাইতেছে, যে প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে সমরেন্দ্র নিজের পরিবর্ত্তে আর এক-জনকে রাখিয়া পলাইয়াছে। ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইল?"

"আমি কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।"

তখন ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর দিকে চাহিয়া অতি মিষ্টস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্দী, তুমি কি প্রকারে জেলে আসিলে বলিতে পার কি?"

ম্যাজিষ্ট্রেটের সদয় ব্যবহারে, আসামী যেন অনেকটা সাহস পাইল। অবশেষে ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রশ্নাবলীর উত্তরে সে থামিয়া থামিয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া যে টুকু বলিল, তাহার মর্ম্ম এই :—

দুই মাস পূর্ব্বে পুলিশ তাহাকে মাতলামি ও দাঙ্গার জন্য ধরিয়া আনে। পরদিন বিচারে তাহার ৫৲ অর্থ দণ্ড, অনাদায়ে ১৫ দিন কারাদণ্ড হয়। তাহার নিকট টাকা থাকায়, সে অর্থদণ্ড দিয়া নিষ্কৃতি পায়। কিন্তু আদালত হইতে বাহিরে আসিবার সময়, দুইজন পুলিশ-কর্ম্মচারী তাহাকে ধরিয়া জেলের গাড়ীতে বন্ধ করিয়া জেলে লইয়া আসে। সেইদিন হইতে সে কারাবাস করিতেছে। সে জেলে নিয়মিতরূপে আহার পাইত এবং তাহার কোন কষ্ট ছিল না বলিয়া, সে মুক্তির দাবী করে নাই।

ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর কথা অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। পুলিশকে এ বিষয়ে তদন্তের ভার দিয়া, মকদ্দমা মুলতুবী রাখিলেন।

পুলিশ তদন্তে প্রকাশ পাইল, যে দুইমাস পূর্ব্বে সেণ্ট্রাল জেলে মটরু নামক এক অর্দ্ধ পাগলকে এক রাত্রির জন্য আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। তাহার পর তাহাকে আদালতে লইয়া যাওয়া হয়, এবং বেলা দুইটার সময় সে মুক্তি পাইয়া প্রস্থান করে। ঠিক সেই সময়ে সমরেন্দ্রেরও বিচার-কার্য্য স্থগিত হওয়ায়, তাহাকে জেল-গাড়ী করিয়া জেলে আনা হয়। তাহা হইলে কি পুলিশ ভ্রম-ক্রমে আকৃতির সাদৃশ্য দেখিয়া সমরেন্দ্রের পরিবর্ত্তে এই পাগলকে লইয়া

গিয়াছিল? তাহাদের এইরূপ ভ্রম আশ্চর্য্যজনক ও অসম্ভব।

পরবর্ত্তী তদন্তে জানা গেল, যে বাস্তবিক মটরু বলিয়া এক পাগল কলিকাতায় মাঝে মাঝে দেখা দিত। সে ভিক্ষা করিত এবং কিছু পয়সা পাইলেই মদ খাইত।

তাহা হইলে সমরেন্দ্র কি মটরুকে অর্থ দিয়া বশীভূত করিয়াছিল? এ অনুমান সত্য হইলেও, সমরেন্দ্র কি উপায়ে করিয়াছে, তাহার কিনারা হয় না। তদন্তে স্থির হইল যে আসামী সমরেন্দ্র নহে।

এইরূপে সমরেন্দ্রের জেল হইতে পলায়ন-প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে সত্য হইল।

মটরুকে মুক্তি দেওয়া হইল। আনন্দ বাবু মটরুকে সন্দেহ করিয়া, তাহাকে নজরবন্দী করিয়া রাখিবেন স্থির করিলেন। তিনি ভাবিলেন, হয় ত সমরেন্দ্র পলায়নের জন্য মটরুকে নিযুক্ত করিয়াছে। অতএব মটরুকে অনুসরণ করিলে সমরেন্দ্রের সংবাদ পাওয়া সম্ভব।

শরৎ বাবু ও নন্দবাবুকে সঙ্গে লইয়া আনন্দমোহন বাবু মটরুর অনুসরণ করিলেন।

মটরু কারাগৃহ হইতে বাহির হইয়া একবার চারিদিকে দেখিয়া লইল। তাহার আচরণ দেখিয়া

বোধ হইল, যে সে কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিতেছে না। সে ভিক্ষা করিতে করিতে চলিল। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। হাবড়া পুলের নিকট আসিয়া মটরু জনতার মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল! আনন্দ বাবু তৎক্ষণাৎ শরৎ বাবুকে পুলের দিকে ও নন্দ বাবুকে হ্যারিসন রোডের দিকে যাইতে বলিলেন। তিনি স্বয়ং গঙ্গার তীর দিয়া চলিলেন। কিছুদূর গিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, যে মটরু আগে আগে যাইতেছে। ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত হইয়া, মটরু এক নির্জ্জন ঘাট দেখিয়া তথায় বসিয়া পড়িল। আনন্দ বাবুও ধীরে ধীরে সেই ঘাটে উপস্থিত হইয়া এক স্থানে বসিয়া পড়িলেন, এবং এরূপ ভাব দেখাইলেন, যে মটরুর প্রতি তাঁহার আদৌ লক্ষ্য নাই।

কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া আনন্দবাবু পকেট হইতে একটি সিগারেট বাহির করিয়া সবেমাত্র ধূম-পানে মনোনিবেশ করিয়াছেন, এমন সময়ে সহসা নিকটে কে যেন হাসিয়া উঠিল। সেই হাসি শুনিয়া আনন্দ বাবুর হাত হইতে সিগারেট পড়িয়া গেল। তিনি চকিতনেত্রে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। মটরু এবং তিনি ছাড়া, তথায় আর কেহই নাই। আবার সেই মৃদু হাসি! এ হাসি যে আনন্দ বাবুর নিকট

সুপরিচিত! সমরেন্দ্র ব্যতীত আর কেহ ওরূপ বিদ্রূপের হাসি হাসিতে পারে না!

আনন্দ বাবু যেমন উঠিয়া মটরুর নিকট যাইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। একি! সহসা কি তাঁহার দৃষ্টি-ভ্রম হইল! এত মটরু নয়, অথচ মটরু! এ যে ঠিক সমরেন্দ্রের মত দেখাই-তেছে! মটরুর চক্ষু ত আর পাগলের মত উদাস নয়—তাহার চক্ষে অন্য জ্যোতিঃ, তাহার শীর্ণ গণ্ডদ্বয় আবার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে! আনন্দ বাবু বিস্ময়-জড়িত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "কে তুমি?—তুমি নিশ্চয় সম—"

কথা শেষ না করিয়াই তিনি ব্যাঘ্রের মত মটরুর উপর লাফাইয়া পড়িলেন, এবং তাহার গলা টিপিয়া ভূমিতে ফেলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মটরু আত্মরক্ষার জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা করিল না। হঠাৎ আনন্দ বাবু যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন, এবং মটরুকে ছাড়িয়া দিয়া কয়েক পদ পিছাইয়া গিয়া বাম হস্ত দিয়া দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সমরেন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিল, "আনন্দ বাবু, এই পেঁচটিকে জাপানী জিউ জিৎসু-বিদ্যায় 'হউ-দি-শি' বলে। আপনি যদি আমার গলদেশ হইতে হাত ছাড়াইয়া লইতে আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিতেন,

তাহা হইলে আপনার ডান হাতখানি একেবারে ভাঙ্গিয়া যাইত। আপনার পুরাতন বন্ধু আমি, আমার প্রতি আপনার এরূপ ব্যবহার কি উচিত হইয়াছে?—বিশেষতঃ যখন আমি অযাচিত ভাবে আত্ম-পরিচয় দিলাম। এ কি! আপনার মুখ নত হইতেছে কেন?"

প্রধানতঃ আনন্দ বাবুরই সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সমরেন্দ্রকে মুক্তি দিয়াছিলেন, ইহা স্মরণ করিয়া তিনি বড়ই অনুতপ্ত হইলেন। ক্ষোভে ও দুঃখে, তিনি অধোমুখ হইয়া রহিলেন।

সমরেন্দ্র বলিল, "বুঝিয়াছি। আনন্দ বাবু! আপনার এ অনুশোচনা কেন? আপনি যদি কোর্টে আমায় মটরু বলিয়া শপথ না করিতেন, তাহা হইলে যাহাতে অন্য কেহ করিত, তাহার বন্দোবস্ত আমি করিতাম।"

"তা হ'লে কোর্টে যে উপস্থিত ছিল এবং এখন এই নির্জ্জন স্থানে যার সহিত কথা কহিতেছি, তাহারা উভয়েই কি এক ব্যক্তি?"

"হাঁ। উভয়ই আমি—সমরেন্দ্র।"

"ইহাও কি সম্ভব!"

"শুধু সম্ভব নয়, সম্পূর্ণ সত্য।"

"কিন্তু তোমার মুখ, চোখ—"

"আনন্দ বাবু, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে আমি বৃথা পড়ি নাই। আমি ডাক্তারি করিব বলিয়াও শাস্ত্র অধ্যয়ন করি নাই। মুখাকৃতি পরিবর্ত্তন করা ত অতি সহজ কাজ। পিচকারী দিয়া 'ভ্যাসেলিন' শরীরের যে স্থানে প্রবেশ করান হয়, সে স্থান ফুলিয়া উঠে। 'পাইরো-গ্যালিক এসিড' মুখে মাখিলে মুখ বিবর্ণ হইয়া যায়। 'সিলেন্‌ডাইন্‌'-রস মুখের যে স্থানে লাগিবে, সেই স্থানেই ব্রণ উঠিবে। কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কেশের বর্ণ বদলাইয়া যায়। মানুষের কণ্ঠস্বর পরিবর্ত্তন করা আজ কাল বিজ্ঞানের সহায়তায় কঠিন নহে। তার পর আমি দুই মাস জেলে অল্পাহারে, অনিদ্রায় নিজেকে মটরুর মত করিতে সচেষ্ট ছিলাম। শেষে চোকে কয়েক ফোটা 'এট্রোপাইন' দিয়া পাগলের চক্ষুর মত করিয়াছিলাম।"

"কিন্তু প্রহরীরা কিরূপে প্রতারিত—"

"আমার মটরুতে পরিবর্ত্তন একদিনে হয় নাই। তাই তাহারাও প্রতারিত হইয়াছে।"

"কিন্তু তা হ'লে মটরু কে?"

"মটরু নামে সত্য সত্যই এক লোক আছে। গত বৎসর আমি তাহাকে একদিন পথে দেখি। তাহার সহিত আমার আকৃতির সাদৃশ্য আছে দেখিয়া, আমি তাহাকে [illegible]ইয়া যাই। ভাবিলাম ভবিষ্যতে সে

কাজে লাগিবে। প্রয়োজন বশতঃ আমি দুই একবার মটরু সাজিয়াছিলাম। আমার বন্ধুগণ দুই মাস পূর্ব্বে তাহাকে মাতলামী ও দাঙ্গার জন্য পুলিশে ধরাইয়া দেয়। ইহাতে আমার দুইটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম প্রকৃত মটরুকে পুলিশের নিকট পরিচিত করাইয়া দেওয়া; দ্বিতীয়, তাহাদের মনে এইরূপ ভ্রম জন্মাইয়া দেওয়া, যে আমার পরিবর্ত্তে সেই জেলে রহিয়াছে। তৎপরে যাহাতে পুলিশের দৃঢ় বিশ্বাস হয়, যে আমি—সমরেন্দ্র—জেল হইতে পলাইয়াছি, এবং কোর্টে নীত ব্যক্তি আমি নহি, মটরু—এই ধারণা সকলের মনে যাহাতে বদ্ধমূল হয়, তাহার চেষ্টা করি। আমি সে বিষয়ে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছিলাম, আপনি তাহা জানেন। কিরূপে আমার পরিবর্ত্তে মটরু জেলে থাকিতে পারে, তাহার কোনরূপ প্রমাণ না পাওয়া সত্ত্বেও পুলিশ এক দণ্ডের জন্যও ভাবে নাই, যে মটরুই সমরেন্দ্র। তারপরে আমি পূর্ব্ব হইতেই সর্ব্বসাধারণকে জানাইয়াছিলাম, যে আমি পলাইব। এই জন্য যখন কোর্টে আপনি বলিলেন, 'আসামী সমরেন্দ্র নহে' তখন ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে আমি সত্যই মটক, সমরেন্দ্র মটরুকে রাখিয়া কোন অদ্ভুত উপায়ে পলাইয়া গিয়াছে। কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই, যে আমিই মটরুর ছদ্মবেশে কোর্টে উপ-

স্থিত। আর, আপনারা প্রথমেই এক প্রকাণ্ড ভুল করিয়াছিলেন। সমরেন্দ্র যখন সর্ব্বসমক্ষে নিজের পলায়ন-ইচ্ছা প্রকাশ করে, তখন আপনাদের বোঝা উচিত ছিল, যে ইহার পশ্চাতে কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে। চৌরঙ্গীর ডাকাতিতে আমি ঠিক এই এই কৌশল প্রয়োগ করি। যা হোক্, আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে যদি আমায় মটরু সাজিয়া পলাইতে হয়, তাহা হইলে সর্ব্বসাধারণের মনে এই ধারণা এত দৃঢ়রূপ বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া প্রয়োজন, যে সমরেন্দ্রের পলায়ন সম্বন্ধে কোনরূপেই অবিশ্বাস করিবে না। যদি কোর্টের লোকদের মধ্যে একজনও সন্দেহ করিত, যদি একজনও বলিত, 'আসামী সমরেন্দ্র হইলেও হইতে পারে, তাহা হইলে আমার ছদ্মবেশ তৎক্ষণাৎ ধরা পড়িত। 'আসামী সমরেন্দ্রই' এই বিশ্বাসে যদি কেহ আমায় দেখিত, তাহাইলে আমার ষড়যন্ত্র বিফল হইত।"

"তা হ'লে জেলের গাড়ীর পরিবর্ত্তন—"

"উহা কেবল আপনাদের চক্ষে ধূলা দিবার জন্য। আমার অনুচরগণ আমায় এইরূপ পলায়ন করিতে বলে, এবং সেই উদ্দেশ্যে জেলের গাড়ীও বদলাইয়া দেয়। কিন্তু আমি জানিতাম যে এরূপে পলায়ন অসম্ভব। যাহাতে সকলের দৃষ্টি আমার এরূপ উপায়ের

পলায়নের দিকে থাকে, সেই জন্যই, আমি সেই পলায়ন অভিনয় করি।

"তাহ'লে চুরুটে ও আলুর ভিতর পত্র তোমারি ছলনা মাত্র।"

"হাঁ। আমি নিজেই সেই পত্র লিখিয়া চুরুট ও আলুর মধ্যে রাখিয়া দিয়াছিলাম, এবং উহাতে যাহাতে পুলিশের লোকের হাতে পড়ে, তাহার বন্দোবস্তও করিয়াছিলাম। পরে যে সকল চিঠি আমার ঘরে পাওয়া যাইত, সে সমস্তও আমারি লেখা। আমার কক্ষ পরিবর্ত্তন করিবার জন্য ওরূপ করিয়াছিলাম।"

"কিন্তু সে সকল পত্রের হস্তাক্ষর ত তোমার ছিল না।"

"আমি অনেক প্রকার হস্তাক্ষর লিখিতে পারি।"

আনন্দবাবু কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সমরেন্দ্র, এখন তুমি কি করিবে?"

"আপাততঃ আমি কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া সুস্থ হইতে চাই। আমার নটরুর অভিনয় দেখিয়া আপনারা যতই মুগ্ধ হউন না কেন, আমার তজ্জন্য অনাহারে অনিদ্রায়, চিন্তায় কি যে কষ্ট হইয়াছে, তাহা আপনারা বুঝিবেন না। তাহ'লে আনন্দবাবু এখন আমি আসি।"

আনন্দবাবু বলিলেন, "সমরেন্দ্র ! এই সকল প্রকৃত ঘটনা, তুমি কি প্রকাশ করিয়া দিবে ?"

"আনন্দবাবু, মানুষের জীবনে ভ্রম সকলেরই হইয়া থাকে। আর, এ ভ্রম কেবল আপনারই হয় নাই। আপনার লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই। আমি কোনও কথা প্রকাশ করিব না। হয় ত ভবিষ্যতেও অন্যদেশে আমায় এই ভাবে পলাইতে হইতে পারে। নমস্কার।"

— — —

চোরে জাঁলিয়াতে।

(১)

শীতকাল। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। —ষ্ট্রীট দিয়া এক সাহেব একা যাইতেছিলেন। পথে অন্য কোন লোক দেখা যাইতেছে না। কিছুক্ষণ পরে সাহেবের বোধ হইল, কে যেন তাঁহার অনুসরণ করিতেছে। তিনি পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন, যে সত্যসত্যই এক ব্যক্তি তাঁহার পিছনে পিছনে আসিতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি দ্রুত চলিতে লাগিলেন। অনুসরণকারীও দ্রুত আসিতে লাগিল। সাহেব সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং পিস্তল বাহির করিবার জন্য পকেটে হাত দিলেন। কিন্তু তার পূর্ব্বেই অনুসরণকারী আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া ধরাশায়ী করিল, এবং একখানি রুমাল বাহির করিয়া তাঁহার মুখে গুঁজিয়া দিল।

দস্যু ব্যস্ত থাকায় দেখিতে পায় নাই, যে এক বাঙ্গালী যুবক সেই দিকে দৌড়িয়া আসিতেছিল। সে আসিয়াই দস্যুর পৃষ্ঠে এক প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিল। ঘটনাস্থলে তৃতীয় ব্যক্তি আসিয়াছে দেখিয়া, দস্যু পলায়ন করিল।

আগন্তুক দস্যুর পশ্চাদ্ধাবন করিল না। সে সাহেবকে উঠিতে সাহায্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনাকে কি খুব লাগিয়াছে!"

"না, বিশেষ না।"

"তবে একখানা গাড়ী খুঁজিয়া আনি। আপনাকে আমি আপনার বাড়ী পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিব।"

যুবক গাড়ী আনিয়া সাহেবকে বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিল। সাহেব পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, "আপনি আজ আমার প্রাণ বাঁচাইয়াছেন। আমি আপনার এ উপকার কখনও ভুলিব না। এত রাত্রে আমার স্ত্রীকে জাগাইয়া তাঁকে অনর্থক উৎকণ্ঠিত করিতে চাইনা, কিন্তু আমার ইচ্ছা যে তিনি স্বয়ং আপনাকে ধন্যবাদ দেন। অনুগ্রহ করিয়া আপনি সন্ধ্যার সময় আসিবেন কি? আমার নাম হেন্‌রী উড্‌। আমার পরিত্রাতার নামটি শুনিতে পাই কি?"

যুবক বলিল, "আমার নাম সমরেন্দ্রনাথ রায়।"

* * *

---

(২)

সে সময়ে (অর্থাৎ ১০ বৎসর পূর্ব্বে) সমরেন্দ্র প্রসিদ্ধিলাভ করে নাই। তখন সে সমরেন্দ্র বলিয়াই

অভিহিত হইত না। এই নাম সে মিঃ উডের নিকট প্রথম গ্রহণ করিয়াছিল এবং এই নামেই পরে বিখ্যাত হয়।

তখন দস্যুবৃত্তিতে সমরেন্দ্র নূতন ব্রতী। তখন তাহার সহায় সম্বল ছিল না।

তৎকালে কলিকাতায় জনরব ছিল যে মিঃ হেন্‌রী উড্‌ কোটি-পতি। তাঁহার বয়স ৩২, কোনও সন্তানাদি ছিল না।

---

(৩)

বৈকালে সমরেন্দ্র উৎসাহের সহিত বেশভূষা করিয়া বাহির হইল। পথে সে ভাবিতে ভাবিতে চলিল, "কোটী টাকা! লোভনীয় বটে। এক কোটী না হউক, ইহার কিছু লইতে পারিলে, উহা দিয়া আমি আমার মনোমত কাজ আরম্ভ করিতে পারি। পারিব না? কেন পারিব না? নিশ্চয় পারিব। আজ ছয় মাস হইতে আমি মিঃ উড সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিতেছি। তাঁহার ভৃত্যদের প্রশ্ন করিয়াছি, মিঃ উডকে অনুসরণ করিয়াছি, তাঁর স্ত্রীকে অনুসরণ করিয়াছি। মিঃ উডের উপর কল্যকার আক্রমণ ও তাঁর উদ্ধার আমারি কৌশলমাত্র—তাহার উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইয়াছে। আমার এত কৌশল ও শ্রম ব্যর্থ হইবে?"

সমরেন্দ্র মিঃ উডের বাটিতে পৌঁছিলে, উড-দম্পতি তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। তিন জনে বসিয়া অনেক গল্প গুজব হইল। সমরেন্দ্র কল্পিত নিজ পূর্ব্ব ইতিহাস বলিল। সে সম্ভ্রান্ত বংশ-সম্ভূত, তার পিতা অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, শৈশবেই তার পিতৃমাতৃ-বিয়োগ হয়, এখন সে দারিদ্র্যগ্রস্ত, অতএব কোন উপযুক্ত কর্ম্মের প্রার্থী, ইত্যাদি।

মিসেস্ উড কহিলেন, যে তিনি কিংস্‌ফোর্ড নামক এক ধনী আমেরিকান-আত্মীয়ের মৃত্যুর পর কোটী টাকার অধিকারিণী হইয়াছেন। কিন্তু কিংস্-ফোর্ডের এক ভ্রাতুষ্পুত্র ঐ সম্পত্তি ভোগে নানা বাধা দিতেছেন। এই কারণে যদিও তাঁহাদের লোহার সিন্দুকে সিকিউরিটি, বণ্ড প্রভৃতি বহুমূল্য কাগজে পরিপূর্ণ, কিন্তু তাঁহারা উহা ভাঙ্গাইতে পারিতেছেন না।

সমরেন্দ্রের দারিদ্র্যের কথা শুনিয়া মিসেস্ উড কৃতজ্ঞতা প্রকাশ জন্য মাসিক ১০০৲ শত টাকা বেতনে সমরেন্দ্রকে প্রাইভেট সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মিঃ উড ইহাতে সম্মতি জানাইলেন। সমরেন্দ্র ত তাই চায়। সে ধন্যবাদ দিয়া সেই পদ গ্রহণ করিল।

মিঃ উড কহিলেন,—"বেশ, তাহাহইলে আপনি কাল হইতেই কাজে লাগিয়া যান। কিন্তু এক অনুরোধ——"

সমরেন্দ্র বলিল—"আজ্ঞা করুন।"

"আপনি অনুগ্রহ করিয়া সম্পূর্ণ ইউরোপীয় পরিচ্ছদ পরিয়া আসিবেন। আপনি সুপুরুষ, ইউ-রোপীয় পরিচ্ছদে আপনাকে ঠিক ইংরাজের মত দেখাইবে।"

---

(৪)

পরদিন প্রাতঃকালে ১০টার সময় সমরেন্দ্র উড-ভবনে উপস্থিত হইল। উড তাহাকে দিনের কাজ প্রত্যহ বুঝাইয়া দিবেন বলিলেন, এবং তাহার সুবিধার জন্য দ্বিতলে তার ইচ্ছানুরূপ একটী ঘর বাছিয়া লইতে বলিলেন। যে ঘরে মিঃ উডের আফিস ও লোহার সিন্দুক ছিল, সমরেন্দ্র তাহার উপরকার ঘরটি নির্ব্বাচন করিয়া লইল। সমরেন্দ্র ভাবিল, ভাগ্য সুপ্রসন্ন।

সমরেন্দ্র দেখিল কাজ বিশেষ কিছুই নাই। দুই মাসের মধ্যে তাহাকে কেবলমাত্র দুইখানি চিঠি

লিখিতে দেওয়া হইয়াছিল। তাহাকে ব্যাঙ্ক বা অন্য কোথাও যাইতে হয় নাই। একবার মাত্র সে মিঃ উডের আফিসে আহূত হইয়াছিল। সেই সুযোগে সে লুব্ধনেত্রে একবার লোহার সিন্দুকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিল। সিন্দুকটি সুদৃঢ় বোধ হইল—উহা ভাঙ্গা অসম্ভব। সমরেন্দ্র ভাবিল, বল এখানে ব্যর্থ, কৌশলে কাজ সারিতে হইবে।

সমরেন্দ্র কয়েকবার লুকাইয়া উডের আফিসে যাইয়া সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিল। সিন্দুকটি অভেদ্যই বটে, উহার চাবি না পাইলে খোলা অসম্ভব। তখন সে আপনার ঘরের মেঝেতে প্রত্যহ একটু একটু করিয়া এক ছিদ্র করিল। তাহা দিয়া সে উড দম্পতির কার্য্যকলাপ দেখিত ও কথাবার্ত্তা শুনিত। এখন হইতে সে প্রত্যহ মেঝেয় শুইয়া ছিদ্রে চক্ষু দিয়া অনেক সময় অতিবাহিত করিত। সিন্দুকের চাবি কোথায় থাকে? কোন গুপ্ত স্থানে লুকাইয়া রাখে না কি?

এক দিন সে ছিদ্র দিয়া দেখিল, যে সিন্দুক খুলিয়া স্বামী স্ত্রী কি তর্ক বিতর্ক করিতেছেন। কিয়ৎকাল পরে তাঁহারা উভয়ে সিন্দুক খোলা রাখিয়া কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। ইহা দেখিয়া সমরেন্দ্র তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিয়া আপন ঘরে

প্রবেশ করিল। কিন্তু প্রবেশ করিয়াই দেখিল যে উহাঁরা ফিরিয়া আসিয়াছেন।

তখন সমরেন্দ্র লজ্জিত হইয়া বলিল—"ক্ষমা করিবেন। আমি দরজা ভুল করিয়া এই ঘরে—"

কথা শেষ না করিয়াই সমরেন্দ্র চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু মিঃ উড তাহার হাত ধরিয়া ভিতরে আনিয়া বলিলেন—"যাইবেন না, মিঃ রায়। এক বিষয়ে আমরা আপনার উপদেশ চাহি। বলুন দেখি কোন্ গুলি বিক্রয় করা উচিত—কন্‌সল্, না গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি?"

উড-গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন—"না না, উহার মধ্যে একটাও না। উহার দাম চড়িতেছে।"

মিঃ উড সিন্দুক হইতে আর একখানা কাগজ তুলিয়া বলিলেন—"আচ্ছা তবে এইখানা বিক্রয় করা যাক্। কেমন, মিঃ রায়?"

অত টাকার কাগজ পত্র দেখিয়া মিঃ রায়ের ত মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল। সে কেবল বলিল—"তাই ভাল।"

সেই দিন মিঃ উড সমরেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া, ঐ কাগজখানি বিক্রয় করিয়া ব্যাঙ্ক হইতে ২৬০০০৲ লইয়া আসিলেন।

(৫)

এক বিষয়ে সমরেন্দ্র লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল। মিঃ বা মিসেস্ উড কেহই তাহাকে অজ্ঞাত কোন লোকের সহিত পরিচয় করাইয়া দেয় নাই, বা তাহার সম্মুখে ডাকে নাই। এমন কি কেহ আসিলে তাঁহারা তাহাকে কোন কাজ দিয়া বা কোথাও যাইতে বলিয়া, তাহাকে দূরে রাখিত। ইহার কারণ কি? উড ও তাঁহার স্ত্রী তাহাকে যথেষ্ট সমাদর ও মান্য করিতেন বটে, কিন্তু তাহার সহিত বেশী কথা কহিতেন না বা ঘনিষ্টতা দেখাইতেন না—যেন সেই উহা ভালবাসে না। ইহার কারণ কি, তাহা সমরেন্দ্র তখন বুঝিতে পারে নাই, বুঝিতে বিশেষ চেষ্টাও করে নাই। তাহার মন কেবল সিন্দুকটীর উপরই ছিল।

এক দিন সমরেন্দ্র শুনিল যে মিসেস উড আগত দুইটি ভদ্রলোককে তার সম্বন্ধে বলিতেছেন—"বড় লাজুক।"

সমরেন্দ্র মনে মনে বলিল—"আমি লাজুক! বটে!"

মিঃ বা মিসেস উড সিন্দুক বন্ধ করিবার সময় সযত্নে তালার অক্ষরগুলি গোলমাল করিয়া দিতেন। মিসেস উড চাবিটি সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিতেন, কখনও

কাছছাড়া করিতেন না। সমরেন্দ্র দেখিল যে তাঁহারা কেহ দৈবাৎ যে সিন্দুকটি খুলিয়া রাখিবেন, তার সম্ভাবনা নাই। সিন্দুকটী খুলিবার উপায় তাহাকেই করিতে হইবে।

এই সময়ে কলিকাতার অনেক সংবাদ পত্র উড দম্পতির নামে প্রতারণার অপবাদ দিতেছিল। এই সংবাদে উড বিরক্ত ও চঞ্চল হইয়া উঠিল। এক দিন ছিদ্র দিয়া সমরেন্দ্র শুনিল উড তাহার স্ত্রীকে বলিতেছে—"বিপজ্জনক—আর না-- আজ রাত্রেই—সিন্দুকের কাগজপত্র—"

শুনিয়া সমরেন্দ্রও মনে মনে বলিল—"হাঁ, আজ রাত্রেই। তা না হইলে আর হইবে না।"

সে সমস্ত আয়োজন করিল।

সমরেন্দ্র প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় বাড়ী যাইত, কিন্তু সে দিন গেল না। নিজের ঘরে যাইয়া, ভিতর হইতে দরোজা বন্ধ করিয়া দিয়া, সে নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতে লাগিল। মিঃ উড রাত্রির আহার করিয়া নিজের আফিস-ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার স্ত্রীও খানিক পরে তথায় আসিলেন। সমরেন্দ্র ছিদ্র দিয়া দেখিতে লাগিল।

উঁহারা সিন্দুক খুলিয়া কাগজপত্র দেখিতে লাগিলেন। কয়েক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। ভৃত্যেরা

রাত্রির কাজ সারিয়া শুইল। এখন নীচের তলায় আর কেহ রহিল না।

রাত্রি দ্বিপ্রহর—চারিদিক নিস্তব্ধ।

এই উপযুক্ত সময় বুঝিয়া সমরেন্দ্র সাবধানে জানালা খুলিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিল। চারিদিক অন্ধকার, কোথাও কোন শব্দ নাই। সে তখন পকেট হইতে একগাছা রজ্জু বাহির করিয়া বারান্দার রেলিং এর সহিত বাঁধিয়া সেই রজ্জুর সাহায্যে ধীরে ধীরে নীচে নামিল। তৎপরে উডের আফিসের জানালার নিকট যাইয়া ধীরে ধীরে ঠেলিল। সেই জানালার ছিট্‌কিনি, সে অপরাহ্নেই ভাঙ্গিয়া রাখিয়াছিল। অত এব ঠেলিতেই জানালা খুলিয়া গেল। কিন্তু জানা লায় পরদা থাকাতে, সে ভিতরের কিছুই দেখিতে পাইল না। খানিক নিস্তব্ধ থাকিয়া সে জানালা আরও একটু খুলিল, এবং পরদা একটু ফাঁক করিয়া দেখিল যে উড ও তাঁহার স্ত্রী নিবিষ্ট মনে কাগজ-পত্র দেখিতেছেন। সমরেন্দ্র নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

খানিকক্ষণ পরে মিসেস উড সহসা দাঁড়াইয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"আমি শুইতে যাইতেছি।"

মিঃ উড বলিলেন,—"আমিও শেষ করিয়া আনি-তেছি।"
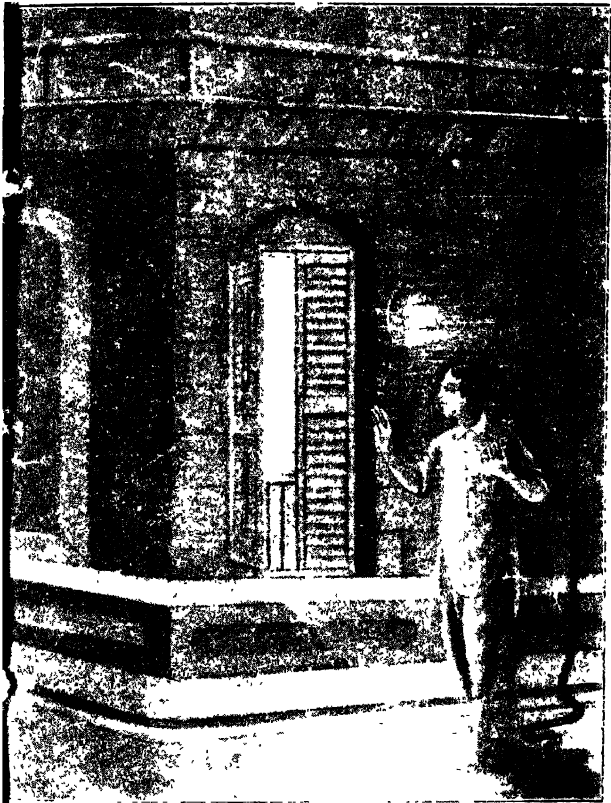
"শেষ করিতে সারা রাত্রি লাগিবে—"

"না আরও ঘণ্টা খানেক।"

"আচ্ছা।"

মিসেস উড চলিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সমরেন্দ্র জানালার সমস্তটা ঠেলিয়া খুলিয়া ফেলিল। পরদা বাতাসে নড়িয়া উঠিল। পরদা বাতাসে ফুলিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া মিঃ উড জানালা বন্ধ করিবার জন্য নিকটে গেলেন। অমনি সমরেন্দ্র জানালার পরদা দিয়া তাহার মুখ জড়াইয়া ধরিল। মিঃ উড একটুও শব্দ করিতে পারিলেন না। তখন সমরেন্দ্র তাঁহাকে বাঁধিয়া এককোণে ফেলিয়া রাখিয়া, খোলা সিন্দুকের নিকটে গেল। মূল্যবান কাগজগুলি সরাইতে তাহার বেশী দেরী হইল না।

কার্য্য সমাধা করিয়া সমরেন্দ্র রজ্জুর সাহায্যে আবার উপরে উঠিয়া রজ্জুটি খুলিয়া লইয়া বাটি প্রস্থান করিল। চুরির কোন চিহ্নই রহিল না।

পরদিন প্রাতঃকালে সে নিয়মিতরূপে উড-গৃহে যাইয়া শুনিল উড-দম্পতি নিরুদ্দিষ্ট।

* * *

(৬)

সমরেন্দ্রের এই কাহিনী শুনিয়া আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এই কি তোমার প্রথম চুরি।"

সমরেন্দ্র বলিল,—"না।"

"আচ্ছা সাহেব মেম কোথায় গেলেন শুনিয়াছ কি ?"

"না।"

"হঠাৎ অদৃশ্য হইলেন কেন ?"

সমরেন্দ্র কোন উত্তর করিল না।

"আচ্ছা সমরেন্দ্র, তোমার দয়া বা অনুতাপ হয় নাই।"

"কি জন্য ?"

"তুমি এই যে উড-দম্পাতির যথা সর্ব্বস্ব চুরি করিলে —"

"আমি এক পয়সাও চুরি করি নাই!"

"কি রকম !"

"এক পয়সাও না হে, এক পয়সাও না! তুমি এখনও বুঝিতে পার নাই যে সাহেবের সিকিউরিটি, বণ্ড প্রভৃতি জাল।"

"সমস্তই জাল ?"

"সমস্তই জাল!"

"সব জাল। একখানিও কাগজ আসল নয়। এখন বুঝিতে পারিলে সাহেব মেম কেন অদৃশ্য হইয়াছিল? জালিয়াত আমায় কি ঠকানই ঠকাইয়াছে! আরও তুমি অনুতাপ করিতে বল! উহারা প্রথম হইতে আমার চক্ষে ধুলা দিয়া আসিতেছিল। আমি সাহেবের পরিত্রাতা সাজিয়াছিলাম, কিন্তু উহারা আমার উপরেও এক চাল চালিয়াছিল। মিসেস উড আমায় সাহেব সাজাইয়া আমাকে সকলের নিকট তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র কিংসফোর্ড বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল! কিংসফোর্ড বড় লাজুক, লোকের সহিত মিশিতে ভালবাসে না! কি ধূর্ত্ততা! এই ছলনা দ্বারা তাহারা ব্যাঙ্ক হইতে অনেক টাকা ধার লইতে সমর্থ হইয়াছিল। আমি উত্তম শিক্ষা পাইয়াছিলাম। এই আমার প্রথম হার। আরও শুন! কোটী টাকা চুরি করিতে গিয়া, আমার ৫০০৲ টাকা চুরি গেল! তিন মাসের মাহিনা ৩০০৲ ও আমার সঞ্চিত ২০০৲ টাকা, এই ৫০০৲ টাকা আমার সম্বল ছিল। মিসেস উড আমার নিকট ৫০০৲ টাকা ধার লয়। বলা নিষ্প্রয়োজন, সে টাকা শোধ করে নাই।"

হীরার হার।

(১)

সমরেন্দ্র বলিল, "আমার প্রথম চুরির কাহিনী শুনিতে চাহিয়াছিলে?—শুন।"

*　　　　*　　　　*

ইন্দুশেখর রায়ের প্রপিতামহ রাজা চন্দ্রশেখর বঙ্গের নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার সেনাপতি ছিলেন। তিনি শওকত জঙ্গের বিপক্ষে যুদ্ধে অসীম বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। নবাব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিজের গলার বহুমূল্য হীরার হার উপহার দিয়াছিলেন। সেই হার বংশানুক্রমে ইন্দুশেখর পাইয়াছেন।

ইন্দুশেখর বংশের অতীত গৌরবের চিহ্নস্বরূপ সেই হার সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার অবস্থা পূর্ব্ব-পুরুষ হইতে অনেক খারাপ হইলেও, তিনি উহা বিক্রয় করেন নাই।

বিংশ বৎসর বয়সে ইন্দুশেখর ব্রাহ্মধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া এক ব্রাহ্ম-নারীর পাণি-গ্রহণ করেন। তাহার নাম বিদ্যুৎপ্রভা। বীরত্বের পুরস্কার সেই অমূল্য

হীরক হার এখন বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে বিদ্যুৎপ্রভার কমনীয়কণ্ঠে শোভা পায়।

---

(২)

আজ বিদ্যুৎপ্রভার বাল্যসখী লীলাবতীর বিবাহ। সেই উপলক্ষে সন্ধ্যার পর এক ভোজ হইবে। বিদ্যুৎ-প্রভা নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। তিনি অতি যত্ন সহকারে সাজসজ্জা করিয়া স্বামীকে কহিলেন, "লোহার সিন্দুকের চাবিটা একবার দাও, হার বাহির করিব।"

"হার আজ না হয় নাই পরিলে। বহুমূল্য জিনিস, পূর্ব্ব-পুরুষের চিহ্ন—হারাইয়া বা চুরি গেলেই গেল। সকলেই ত জানে তোমার এ হার আছে—"

"জানাইবার জন্যই কি পরা হয়?"

"না, না, আমি তা বল্‌চি না, তবে কিনা- কোন উৎসবের দিনে পরিতে পার।"

"আমার সখীর বিবাহ কি উৎসব নয়?"

"আচ্ছা, তবে এই চাবী নাও, বাহির করিয়া পর, আবার সাবধানে রাখিয়া দিও।"

বিদ্যুৎপ্রভা হার পরিয়া কমলাকে সঙ্গে লইয়া সখীর বিবাহে চলিয়া গেলেন।

কমলা বিদ্যুৎপ্রভার এক স্কুল-বন্ধুর ভগিনী।

স্বামীর সহসা মৃত্যু হওয়ায় গত্যন্তর না দেখিয়া, অভাগিনী বিদ্যুৎপ্রভার আশ্রয় লইল। তাহার অষ্টম বর্ষীয় এক পুত্র ব্যতীত আপনার বলিতে সংসারে কেহ ছিল না। এ বাটীতে তাহাকে নিতান্ত দাসীবৃত্তি করিতে না হইলেও, সে সুখে ছিল না!

---

(৩)

নিমন্ত্রণ হইতে ফিরিতে বিদ্যুৎপ্রভার রাত্রি হইয়াছিল। তিনি হারটি খুলিয়া মখমলের বাক্সে রাখিয়া ভাবিলেন, "এত রাত্রে আর সিন্দুক খুলিতে পারি না। বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। কা'ল সকালে তুলিয়া রাখিব।" এই ভাবিয়া তিনি হারের বাক্সটি পার্শ্বের ছোট ঘরের টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন।

প্রাতঃকালে বিদ্যুৎপ্রভা স্বামীর নিকট গত রাত্রির নিমন্ত্রণের বিবরণ বলিতেছিলেন। ইন্দুশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "হার কোথায় রাখিয়াছ বল, সিন্দুকে তুলিয়া রাখি।"

"পার্শ্বের ঘরে টেবিলের উপর আছে।"

ইন্দুশেখর পার্শ্বের ঘরে যাইয়া বলিলেন, "টেবি-লের উপর ত নাই।"

"ঐ ঘরে টেবিলের উপরই ত রাখিয়াছি।"

"নাই।"

বিদ্যুৎপ্রভাও তখন সেই ঘরে যাইয়া দেখিলেন, যে টেবিলের উপর সত্যসত্যই হারের বাক্স নাই।

ইন্দুশেখর বলিলেন, "মনে করিয়া দেখ, অন্য কোথাও রাখ নাই ত?"

"না, আমার বেশ মনে আছে যে আমি এই টেবিলের উপরেই রাখিয়াছিলাম।"

স্বামী স্ত্রী মিলিয়া সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিয়াও হার পাইলেন না।

বিদ্যুৎপ্রভা হতাশ হইয়া কহিলেন, "আর খুঁজিয়া কি হইবে? হার চুরি গিয়াছে। পুলিশে খবর দাও।"

তৎক্ষণাৎ পুলিশে খবর দেওয়া হইল। পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টর অনুসন্ধান ও জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। তিনি ইন্দুশেখরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাত্রে আপনার ঘরে কেহ প্রবেশ করে নাই?"

"না আমরা শুইবার পূর্ব্বে ঘরের দরজায় খিল দিয়া শুইয়াছিলাম। সকালে দরজায় খিল দেওয়াই ছিল। আমার ঠিক মনে আছে, আমি উহা খুলিয়া সকালে বাহির হইয়াছিলাম।"

"আপনার শয়ন ঘরের জানালাগুলি দেখিতেছি সব লোহার শিক দেওয়া। হার ঐ ছোট ঘরে ছিল?"

ইন্‌স্পেক্টার সেই ঘরে গেলেন। সে ঘর প্রায় অন্ধকার, কোন জানালা ছিল না, কেবল এক ছোট স্কাই-লাইট ছিল, তাহা দিয়াই যা আলো আসিতেছিল। ঘরটি বাক্স প্রভৃতি রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। কারণ এই ঘরের একমাত্র দ্বার শয়ন-গৃহের ভিতরে।

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "দেখিতেছি শুইবার ঘরের ভিতর দিয়া না যাইলে, এই ঘরে প্রবেশ করা যায় না। শোবার ঘর অর্গল-বদ্ধ ছিল, অতএব চোর ঐ দিক দিয়া প্রবেশ করে নাই। ঐ ছোট স্কাই-লাইট দিয়া মানুষ প্রবেশ করিতে পারে না। উহাও ভিতর হইতে বন্ধ রহিয়াছে। তবে চোর কি প্রকারে প্রবেশ করিল? এই ঘরের ও পার্শ্বে কি আছে?"

"ও পার্শ্বে ইহার সংলগ্ন ঘর নাই। ইহার পরেই এক ছোট গলি, তাহার পরে ছোট এক দ্বিতল গৃহ। তাহার উপরতলায় কমলা ও তাহার পুত্র থাকে, নিচের ঘরে কেহ থাকে না, কেবল আসবাবাদি রাখা হয়।"

কমলার পরিচয় পাইয়া ইন্‌স্পেক্টর খানিকক্ষণ ভাবিলেন। তৎপরে বিদ্যুৎপ্রভাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি যে হার পরিয়াছিলেন, তাহা কি ভৃত্যেরা জানিত?"

"জানিত বই কি? কাল কমলা আমায় হার পরাইয়া দেয়, আমার চুল বাঁধিয়া দেয়।"

"আপনি নিমন্ত্রণ হইতে ফিরিয়া আসিয়া যখন হার রাখিয়া দেন, তখন কি কেহ দেখিয়াছিল?"

"না। তবে—বোধ হয় কমলা দেখিয়া থাকিতে পারে। তাহার ঘরের জানালা দিয়া আমাদের এই ঘরের অনেকটা দেখা যায়—তাহার ঘর এই ঘরের বিপরীত দিকে কি না।"

"আচ্ছা, আমায় কমলার নিকট লইয়া চলুন।"

তাঁহারা কমলার ঘরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে কমলা বসিয়া সেলাই করিতেছে ও তাহার নিকটে বসিয়া তাহার পুত্র পড়া মুখস্ত করিতেছে। কমলাকে চুরির কথা বলাতে সে অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিল।

ইন্‌স্পেক্টর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ঘর দিয়া কেহ ঐ ঘরে যায় নাই ত?"

কমলা বলিল, "কেমন করিয়া যাইবে? লাফাইয়া? আর, যাইলেও আমি জানিতে পারিতাম। কারণ দেখুন, (ঘরের জানালা খুলিয়া) দুই ঘরের মাঝখানে ৪।৫ হাত ব্যবধান, আর বরাবরই ত আমরা ঘরে ছিলাম।

"তুমি কি করিয়া জানিলে যে ঐ ঘর হইতেই চুরি হইয়াছে?"

তাহার উপর সন্দেহ হইয়াছে দেখিয়া কমলা লজ্জায় নতশির হইয়া বলিল,—"আমি গিন্নিঠাকুরুণের মুখে অনেক বার শুনিয়াছি, যে হার ঐ ঘরে থাকে।"

ইন্‌স্পেক্টর প্রভৃতি কমলার ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ইন্দুশেখর ইন্‌স্পেক্টরকে বলিলেন,—"আপনি কি কমলাকে সন্দেহ করেন? আমার বিশ্বাস তাহার দ্বারা চুরি হয় নাই—সে অত্যন্ত সরল ও ধর্ম্মপরায়ণ।"

"আমার ত তাই বিশ্বাস।"

কিন্তু বিদ্যুৎপ্রভার স্থির বিশ্বাস যে কমলাই হার চুরি করিয়াছে।

ইন্‌স্পেক্টর অন্যান্য ভৃত্যদের প্রশ্ন করিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু চুরির কোনও কিনারা করিতে পারিলেন না।

অপর এক ডিটেক্‌টিভ্ আসিলেন। তিনিও অনেক অনুসন্ধানাদি করিয়া প্রথমে স্থির করিলেন, যে কমলাই চুরি করিয়াছে। কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে কোনই প্রমাণ পাওয়া গেল না। তখন তিনি রিপোর্টে লিখিলেন যে হার চুরি যায় নাই; টাকার প্রয়োজন হওয়াতে বিদ্যুৎপ্রভা অথবা ইন্দুশেখর, অথবা উভয়ে মিলিয়া ঐ হার বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছেন।

চুরির রহস্য প্রকাশ হইল না।

(৪)

হার চুরি হওয়াতে বিদ্যুৎপ্রভা অত্যন্ত দুঃখিত ও বিরক্ত হইলেন। ক্রোধটা বেশীরভাগ দুঃখিনী কমলার উপরেই পড়িল। তিনি তাহাকে নানা প্রকার যাতনা দিতে লাগিলেন। এক দিন তিনি কমলাকে স্পষ্ট বলিলেন, যে তাঁহার বিশ্বাস সেইই হার চুরি করিয়াছে, অতএব তিনি চোরকে বাড়ীতে রাখিবেন না।

কমলা পুত্রের সহিত বাটি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল।

ইহার একমাস পরে বিদ্যুৎপ্রভা কমলার নিকট হইতে এক পত্র পাইলেন। পত্র পাঠ করিয়া তিনি অতীব বিস্মিত হইলেন। পত্রটি এইরূপ :—

"আপনার অসীম দয়ার জন্য কি প্রকারে কৃতজ্ঞতা জানাইব? আপনার প্রেরিত ১০০০৲ পাইলাম। যদিও আপনি নাম দেন নাই, তথাপি আমি অনুমান করিয়াছি যে আপনিই টাকা পাঠাইয়াছেন? আর কে পাঠাইবে? পৃথিবীতে আমার আর কে আছে? আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিবেন।"

বিদ্যুৎপ্রভা কমলাকে টাকা পাঠান নাই! তিনি কমলাকে তৎক্ষণাৎ পত্র লিখিলেন। কমলা উত্তরে লিখিল যে, তাহার নামে এক রেজেষ্টারী চিঠি

আসিয়াছিল, তাহার মধ্যে ৫০৲ টাকার করিয়া ১০০০৲ টাকার নোট ছিল।

কে ঐ টাকা পাঠাইল? কেন পাঠাইল? হাজার টাকা কোথা হইতে আসিল?

পুলিশকে সংবাদ দেওয়া হইল। পুলিশ কমলার নিকট গিয়া, যে চিঠিতে টাকা আসিয়াছিল, তাহা দেখিল। তাহাতে প্রেরকের যে নাম ও ঠিকানা ছিল, তাহা অনুসরণ করিয়া অনুসন্ধানে জানিল যে সে নাম ও ঠিকানা জাল!

এক বৎসর পরে কমলার নামে আবার ১০০০৲ আসিল। এবার হইতে প্রত্যেক বৎসরই আসিতে লাগিল। এরূপ ছয় বৎসর ধরিয়া আসিল, কেবল ষষ্ঠ বৎসরে ৩০০০৲ আসিয়াছিল। এই সময়ে কমলা সাঙ্ঘাতিক পীড়িত হইল। এই টাকা না পাইলে তাহার উত্তম চিকিৎসা ও পথ্যাদির বন্দোবস্ত হইত না।

ছয় বৎসর পরে কমলার মৃত্যু হয়। রহস্য ভেদ হইল না।

* * *

(৫)

আমি বলিলাম,—"পুলিশে ত রহস্য-ভেদ করিতে পারিল না, তুমি করিয়া দাও।"

সমরেন্দ্র 'নিউ সিটিজন' পত্রিকায় কয়েকদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত এক সংবাদ দেখাইয়া কহিল,—"এই দেখ।"

সেই সংবাদ এই :—

"শ্রীযুত ইন্দুশেখর রায় মহাশয়ের বিখ্যাত ঐতিহাসিক হীরক-হার বহুবৎসর হইল চুরি গিয়াছিল। এখন ঐ হার সমরেন্দ্রের হস্তগত হওয়ায়, সে তাহা প্রত্যর্পণ করিয়াছে। এ কার্য্য সর্ব্বথা প্রশংসনীয়।"

আমি বলিলাম,—"কতকটা বুঝিলাম, কিন্তু সম্পূর্ণ——"

সমরেন্দ্র বাধা দিয়া বলিল,—"আচ্ছা, শোন।"

* * *

---

(৬)

কয়েক দিন পূর্ব্বের কথা।

বিদ্যুৎপ্রভার জন্মদিন। সেই উপলক্ষে এক ছোট ভোজ হইবে। লীলাবতী, তাঁহার স্বামী

চারুচন্দ্র, তাহাদের সপ্তম বর্ষীয় পুত্র এবং ইন্দুশেখরের বন্ধু রজনীকান্ত নিমন্ত্রিত হইয়াছেন।

ভোজ যথাবিধি আরম্ভ হইল। রজনীকান্ত নানা কৌতুকাবহ কাহিনী বলিয়া সকলের চিত্ত-বিনোদন করিলেন।

কথায় কথায় বিদ্যুৎপ্রভার হার চুরির কথা উঠিল। সকলেই নানারূপ যুক্তিতর্ক দ্বারা সেই চুরির রহস্যভেদ করিতে চেষ্টা করিলেন। রজনীকান্তকে কোনও মতামত প্রকাশ করিতে না দেখিয়া লীলাবতী কহিলেন,—"রজনী বাবু, সকলেই ত একটা না একটা মত প্রকাশ করিল। আপনার মত কি ?"

রজনীকান্ত হাসিয়া বলিলেন,—"আমি ত ডিটেক্টিভ্ নই। কি প্রকারে বলিব ? বিশেষ, আমি ঘটনার কিছুই জানি না।"

বিদ্যুৎপ্রভা তৎক্ষণাৎ সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন।

রজনীকান্ত বলিলেন,—"হাঁ, এখন আমি বলিতে পারি কি প্রকারে চুরি হইয়াছিল। আপনাদের শুইবার ঘরের দরজা, জানালা ভিতর হইতে বন্ধ ছিল, জানালাগুলিতে লোহার সিক দেওয়া। চোর ওদিক দিয়া আসে নাই। সে ছোট ঘরের স্কাই-লাইট দিয়া আসিয়াছিল।"

ইন্দুশেখর বলিলেন, "কিন্তু স্কাই-লাইটও যে ভিতর হইতে বন্ধ ছিল।"

রজনী। কমলার ঘর হইতে ঐ স্কাই-লাইট দিয়াই চোর প্রবেশ করিয়াছিল।

বিদ্যুৎ। কিন্তু স্কাই-লাইট যে বন্ধ ছিল।

রজনী। স্কাই-লাইট বন্ধ থাকিলেও উহা খুলিবার উপায় আছে। চোর স্কাই-লাইটের কাচের কোন ছিদ্র দিয়া অস্ত্র সাহায্যে উহা খুলিয়াছিল।

ইন্দু। স্কাই-লাইটের কাচে কোনই ছিদ্র ছিল না।

রজনী। নিশ্চয়ই ছিল। আপনারা এ বিষয়ে অনুসন্ধান করেন নাই, কেন না কেহই ভাবে নাই যে চোর ঐ পথ দিয়া আসিতে পারে।

ইন্দু। এ বিষয়ের মিমাংসা এখনই হইতে পারে। সেই ছোট ঘর আগে যেমন ছিল, এখনও ঠিক তেমনি আছে। কমলার ঘরও আর ব্যবহার হয় না। আমি দেখিয়া আসিতেছি, কাচে ছিদ্র আছে কি না।

ইন্দুশেখর চলিয়া গেলেন। সকলে উৎকণ্ঠিত হইয়া চুপ করিয়া রহিল।

ইন্দুশেখর ফিরিয়া আসিলেন। সকলে ঔৎসুক্যের সহিত তাঁহার মুখের দিকে চাহিল।

ইন্দুশেখর বলিলেন, "আশ্চর্য্য! ছিদ্র আছে।"

এই বলিয়া ইন্দুশেখর রজনীকান্তের দিকে সন্দিগ্ধ নয়নে চাহিলেন। বলিলেন, "আপনি কি প্রকারে ছিদ্রের কথা জানিলেন ?"

রজনীকান্ত হাসিয়া বলিলেন, "অনুমান দ্বারা। ছিদ্র না থাকিলে স্কাই-লাইট খোলা যায় না, স্কাই-লাইট না খুলিলে চুরি হয় না।"

বিদ্যুৎপ্রভা বলিলেন, "আচ্ছা, তার পর আপনার মতে চোর স্কাই-লাইট খুলিয়া কি করিল ?"

রজনী। আমার মতে চোর হার রাখিতে দেখিয়াছিল। সে সুযোগ অপেক্ষা করিতে লাগিল। উপযুক্ত সময়ে সে কমলার ঘর হইতে ঐ স্কাই-লাইটের উপর এক তক্তা ফেলিয়া নিকটে যাইল। তারপর কোন অস্ত্র সাহায্যে কাচের ছিদ্র দিয়া স্কাই-লাইট খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করে।

চারুচন্দ্র বলিলেন, "কিন্তু স্কাই-লাইট এত ছোট যে তাহা দিয়া মানুষ প্রবেশ করিতে পারে না।"

রজনী। তাহা হইলে চোর মানুষ নয়।

লীলা। তবে ভূত নাকি ?

রজনী। বালক।

ইন্দু। বালক !

রজনী। আপনাদের মুখেই শুনিলাম যে কমলার এক পুত্র ছিল। যেখানে প্রবীণ লোক প্রবেশ করিতে

পারে না, সেখানে বালক অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে। সেই বালকই চোর।

ইন্দু। ইহার প্রমাণ কি?

রজনী। প্রমাণ? প্রমাণ আছে।

এই বলিয়া তিনি থামিলেন, এবং কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "প্রমাণের অভাব নাই। বালক বাহির হইতে তক্তা আনে নাই। আনিলে, আনিবার কিম্বা রাখিয়া আসিবার সময় কেহ নিশ্চয় দেখিয়া ফেলিত। তক্তা ঘরের ভিতরেই ছিল। ঘরে শেল্‌ফ ছিল কি?

ইন্দু। হাঁ, দুটি ছিল।

রজনী। তবে বালক শেল্‌ফের তক্তা খুলিয়া, দুই তিনটি একত্রে বাঁধিয়া ব্যবহার করিয়াছিল। অস্ত্র? ভাঙ্গা বেড়ী, হাতা বা খন্তা হইলেই যথেষ্ট।

এখন সকলের বিশ্বাস হইল যে রজনী যাহা বলিতেছেন সব সত্য। কিন্তু সকলের মনে সেই সঙ্গে এক প্রশ্নেরও উদয় হইল—রজনীকান্ত এ সকল তথ্য কি প্রকারে জানিলেন? তিনি চুরির বর্ণনা এরূপভাবে করিতেছিলেন, যেন তিনি চুরি স্বচক্ষেই দেখিয়াছেন।

ইন্দুশেখর সহসা গাত্রোত্থান করিয়া কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "হাঁ, বালক শেল্‌ফের তক্তাগুলি ব্যবহার জন্য

প্রেক্‌ খুলিয়াছিল। শেল্‌ফে একখানা ভাঙ্গা বেড়ী ও তিন গাছা দড়িও আছে।"

রজনী। বালক দুইগাছা দড়ি দিয়া তক্তা বাঁধিয়াছিল ও একগাছা দিয়া স্কাই-লাইট হইতে ঘরে নামিয়াছিল।

বিদ্যুৎ। তা হ'লে কমলাই বালককে চুরি করিতে পাঠাইয়াছিল।

রজনী গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "না, কমলা এ চুরির কিছুই জানে না। বালকই চুরি করিয়াছিল।"

বিদ্যুৎ। কিন্তু মাতাপুত্রে এক ঘরে থাকিত, ছেলে এত বড় একটা কাণ্ড করিল, আর মা—

রজনী। কমলা যখন নিদ্রিত ছিল, বালক তখন চুরি করিয়াছিল।

বিদ্যুৎ। কিন্তু কমলা যে বৎসর বৎসর টাকা পাইয়াছিল, তাহাতে এই কার্য্যে তাহার সহায়তা অনুমান করা যায়।

রজনী। না। যদি তাই হইত, তা হ'লে কমলা আপনাকে ধন্যবাদ দিয়া চিঠি লিখিত না। চুরির দিন প্রাতঃকালে বালকের বই ও খাতার মধ্যে অনুসন্ধান করিলে হার পাওয়া যাইত। বালককে কেহই সন্দেহ করে নাই। বালক হারের এক একটি হীরা বিক্রয় করিয়া টাকা ডাকে পাঠাইয়াছে।

চারুচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "যা হোক্, রজনী বাবু, আপনার খুব কল্পনা-শক্তি আছে।"

"কল্পনা নয়। যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাই বলিতেছি।"

"আর কি কি হইয়াছিল শুনি।"

"মনে করুন, কমলা আপনার বাটি পরিত্যাগ করিয়া যাইয়া পীড়িত হইল। তাহার পুত্র হীরা বিক্রয় করিয়া মাতার কষ্টের লাঘব করিল। অবশেষে কমলা মরিল। বহুবৎসর অতিবাহিত হইল। বালকটি এখন যুবক। তাহার ইচ্ছা হইল যে—যেখানে তাহার বাল্যের এমন এক ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহাতে তাহার সমস্ত জীবন পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, সেই বাটি সে দেখিয়া আসে।"

সকলে নিস্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল। সেই নিস্তব্ধতায় সকলে অস্বচ্ছন্দ অনুভব করিতে লাগিল।

ইন্দুশেখর সহসা বলিয়া উঠিলেন, "সত্য করিয়া বলুন মহাশয়, আপনি কে?"

রজনীকান্ত হাসিয়া বলিলেন, "আমি! কেন, আপনার বন্ধু রজনীকান্ত রায়, যাহাকে আপনি এই কয় বৎসর ধরিয়া বন্ধু বলিয়া সম্মানিত করিয়াছেন।"

"আপনার এই কাহিনীর উদ্দেশ্য কি?"

"কিছুই নয়। আমি কেবল কল্পনার-সাহায্যে

দেখাইতেছিলাম যে বালক মাতাকে দাসী-বৃত্তি করিতে দেখিয়া, প্রত্যহ লাঞ্ছিত হইতে দেখিয়া, চুরি করিল। সকলে তাহার মাতাকে সন্দেহ করিল। বালক যদি বাঁচিয়া থাকে, তবে সে আসিয়া বলিবে না যে সেই চোর, তাহার দুঃখিনী মাতা নিঃপরাধিনী?"

আর সন্দেহের অবকাশ নাই। রজনীকান্তই কমলার পুত্র!

ইন্দুশেখর বিদ্রূপ করিয়া কহিলেন, "আপনি বলিতে পারেন সেই আদর্শস্থানীয়, মাতৃভক্ত বালকটীর কি হইল? আশা করি সে ঐ এক চুরি করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই।"

"না, তা হয় নাই। কেমন সহজে চুরি করিয়াছিল, বলুন দেখি! কেহ তাহাকে সন্দেহ করিতে পারে নাই! আজকাল তার নাম জগদ্বিখ্যাত!"

এই বলিয়া রজনীকান্ত বিদায় লইতে উঠিলেন। বিদ্যুৎপ্রভা বলিল,—"আমার হার যে এক ব্যক্তিকে এরূপ বিখ্যাত করিয়াছে, তাহাতে আমি ধন্য হইয়াছি। কিন্তু রজনী বাবু! আপনি বলিলেন যে কমলার পুত্র হারের হীরকগুলি বিক্রয় করিয়াছে। কিন্তু হারের সোণাটুকু তাহার নিকটে আছে বোধ হয়?"

"থাকিতে পারে।"

"তবে, যদি তাহার সহিত আপনার দেখা হয়, তা'হলে তাহাকে বলিবেন যে ঐ হার আমার স্বামীর পূর্ব্বপুরুষের স্মৃতি-চিহ্ন—ফিরাইয়া দিলে অনুগৃহীত হইব।"

"আচ্ছা বলিব।"

*　　　*　　　*　　　*

তাহার পরদিন ইন্দুশেখর মখমলের বাক্স সহিত হার তাঁহার টেবিলের উপর পাইলেন।

চোরে চোরে।

লীলুয়া ষ্টেশনে পূর্ব্বেই আমার মোটর গাড়ী রাখিতে আদেশ দিয়াছিলাম। ট্রেণে হাওড়া পর্য্যন্ত না যাইয়া, লীলুয়া হইতে মোটরে যাইব, এরূপ স্থির ছিল।

যখন এক্সপ্রেস ট্রেণ চন্দননগরে থামিল, তখন সন্ধ্যা হইতে দেরী নাই। আমার ১ম শ্রেণীর কামরায় আমি একাই ছিলাম, কিন্তু শেষ পথটুকু একা যাইতে হইল না। ট্রেণ থামিলেই এক প্রৌঢ়া ইংরাজ মহিলা আমার কামরায় উঠিলেন। সঙ্গে তাঁহার স্বামী ছিলেন, তিনি স্ত্রীকে ষ্টেশন পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে আসিয়াছিলেন। তিনি সন্দিগ্ধ নয়নে আমায় নিরীক্ষণ করিয়া স্ত্রীকে মৃদুস্বরে বলিলেন,—"না। কোন ভয় নাই। ভদ্রলোকটি নিরীহ বোধ হইতেছে।"

গার্ড সিগনাল্ দিল, ট্রেণ চলিতে আরম্ভ করিল। সেই মুহূর্ত্তে এক ব্যক্তি দৌড়িয়া আসিয়া আমাদের কামরার দরোজা খুলিয়া প্রবেশ করিল। মহিলাটী তাহাকে দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, তাঁহার মুখ সাদা হইয়া গেল। তিনি কম্পিত হস্তে নিজের রিষ্ট-

ব্যাগটি কোলের নিকট টানিয়া লইলেন। আগন্তুক বিনা বাক্য ব্যয়ে এক পার্শ্বে যাইয়া বসিল। আগন্তুকের আকৃতি বা পরিচ্ছদ এমন কিছুই ছিল না, যাহাতে তাহাকে চোর ডাকাত বলিয়া সন্দেহ করা যাইতে পারে।

মহিলাটি ভয়ে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন। তিনি এরূপ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, যে বোধ হইতে লাগিল যে তখনই মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িবেন। ইহা দেখিয়া আমি তাঁহার নিকট যাইয়া বলিলাম,—"আপনি কি অসুস্থ হইয়াছেন? জানালা খুলিয়া দিব?"

তিনি কোন উত্তর করিলেন না, কেবল আগন্তুকের দিকে ইঙ্গিত করিলেন।

আমি বলিলাম,—"ভয়ের কোন কারণ নাই। আর বিশেষ আগন্তুক ত ভদ্রলোক বলিয়াই বোধ হইতেছে!"

মহিলা ভয়কণ্ঠে বলিলেন,—"আপনি জানেন না—সে এই ট্রেণেই আছে?"

"কে?"

"সেই বাঙ্গালী ডাকাত—"

"বাঙ্গালী ডাকাত!"

"হাঁ, সমরেন্দ্র!—"

আমাদের এই কথাবার্ত্তা শুনিয়া, নিজের মুখভাব গোপন করিবার জন্যই হউক, কিম্বা অন্য কো[illegible] কারণেই হউক, আগন্তুক তাহার সোলা-হ্যাট সম্মুখে টানিয়া দিলেন।

আমি বলিলাম,—"সমরেন্দ্র বাঙ্গালী, এ যে এক ইংরেজ—"

"সে ছদ্মবেশে সিদ্ধহস্ত।"

"কিন্তু তাহার এ ট্রেণে আসা সম্ভব নয়, কারণ গত কল্য তাহার অসাক্ষাতেই তাহার বিচার হইয়া গিয়াছে—তাহাকে ১৪ বৎসরের জন্য দ্বীপান্তরিত করা হইয়াছে। তাই সে যে এত শীঘ্র দেখা দিয়া ধরা দিবার সুযোগ দিবে, তাহা সম্ভব নয়। তার পর জনরব যে সে জেল হইতে পলাইয়া বিলাতে চলিয়া গিয়াছে।"

"না, না, সে এই ট্রেণেই আছে। আমার স্বামী কলিকাতার জেলার—তিনি বলিলেন যে তাঁহারা উহাকে ধরিবার চেষ্টায় আছেন।"

"তাই বলিয়াই যে সে এই ট্রেণে——"

"এক ব্যক্তি টিকিট ঘরে তাহাকে দেখিয়াছিল সে কলিকাতার টিকিট লইয়া এই ট্রেণে চড়িয়াছে।"

"তাহা হইলে সে লীলুয়া গিয়াই ধরা পড়িবে। লীলুয়ায় এতক্ষণ খবর পৌঁছিয়াছে, সেখানে তাহার অভ্যর্থনার জন্য উত্তম আয়োজনও হইয়াছে নিশ্চয়।"

"তা মনে করিবেন না। সে শীলুয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই পলাইতে পারে।"

"কেমন করিয়া চলন্ত গাড়ী হইতে পলাইবে? আর পলাইলে ত আমাদের আশঙ্কার কোন কারণই নাই।"

"কিন্তু পলাইবার পূর্ব্বে যদি কাহাকেও খুন করিয়া যায়?"

"আপনি বৃথা এত ভয় পাইতেছেন কেন? সমরেন্দ্র যদিও এই ট্রেণে থাকে, তাহা হইলে সে প্রথমে নিজের প্রাণরক্ষার চেষ্টা করিবে। সে জানে যে পুলিশে জানিতে পারিয়াছে, যে সে এই ট্রেণে আছে। অতএব সে পলাইতে চেষ্টা না করিয়া, খুন করিয়া নিজের বিপদ আরও বাড়াইবে কেন?"

আমার কথাতে মহিলা আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না। আমি আর কোন কথা না বলিয়া সংবাদপত্র পাঠে মন দিলাম। সমরেন্দ্রের বিচার পাঠ করিতে করিতে আমার চোখ ভাঙ্গিয়া ঘুম আসিল। গত রাত্রিতে নানা কাজ থাকায় আমি এক মিনিটও ঘুমাইতে পারি নাই, দিনেও পরিশ্রম অত্যধিক হইয়াছিল।

আমাকে ঘুমাইতে দেখিয়া মহিলাটি আমার হস্ত হইতে সংবাদপত্রখানি টানিয়া লইয়া বলিলেন,— "ঘুমাইতেছেন, মহাশয়? সর্ব্বনাশ!"

"না, না।"

"সমরেন্দ্র গাড়ীতে, আপনি যদি ঘুমাইয়া পড়েন তাহা হইলে বড় অবিবেচনার কাজ হইবে।"

"তা নিশ্চয়, আমি ঘুমাইব না।"

মহিলার অনুরোধে ভাবিলাম ঘুমাইব না। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই আবার চোখ বুজিয়া আসিল, মাথা ঢুলিতে লাগিল। খানিক পরেই আমি নিদ্রিত হইলাম। স্বপ্নে দেখিলাম যেন আনন্দ বাবু সমরেন্দ্র হইয়া ডাকাতি করিয়া অনেক ধন রত্নের ভার পৃষ্ঠে লইয়া, আমাদের কক্ষে উড়িয়া আসিয়া প্রবেশ করিলেন। আমাকে কামরায় দেখিয়াই, তিনি আমায় আক্রমণ করিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ গলায় এক অসহ্য বেদনা অনুভব করিলাম—শ্বাস-রোধের উপক্রম—মহিলার ভীত চীৎকার—আমি জাগিয়া উঠিলাম।

জাগিয়া দেখিলাম আগন্তুক আমার বক্ষের উপর জানু রাখিয়া, বাম হস্ত দ্বারা বজ্রমুষ্টিতে আমার গলা টিপিয়া ধরিয়াছে। মহিলাটি মূর্চ্ছিত-প্রায় হইয়া এক কোণে জড় সড় অবস্থায় পড়িয়া আছেন। আত্মরক্ষার জন্য বাধা দিবার আমার সামর্থ্য ছিল না। আমার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল, মাথা দপ্‌ দপ্‌ করিতে লাগিল। আর এক মিনিট এরূপ থাকিলেই, শ্বাস রোধ হইয়া আমার মৃত্যু হইত।

আগন্তুক ইহা বুঝিতে পারিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা পকেট হইতে রজ্জু বাহির করিয়া, আমার হস্ত ও পদ চকিতের মধ্যে বাঁধিয়া ফেলিল। তৎপরে রুমাল দিয়া আমার মুখ বাঁধিল। বাঁধন-কার্য্য সমাপ্ত হইলে সে আমার ঘড়ি, চেন, পকেট-বুক (উহাতে প্রায় ১০০০৲ টাকার নোট ছিল) নিজ পকেটস্থ করিল। এ সকল কার্য্য সে অতি ক্ষিপ্রতার সহিত করিল। তাহার কার্য্য-কুশলতা দেখিয়া বুঝিলাম চৌর্য্য ইত্যাদি কার্য্যে এ ব্যক্তি অভিজ্ঞ ও সুনিপুণ। আমি মনে মনে তাহার সাহস ও নির্ভীকতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

আর, আমি সমরেন্দ্র! আমি বদ্ধ অবস্থায় বেঞ্চির উপর পড়িয়া রহিলাম। আমি সমরেন্দ্র. আমি আজ হস্তপদ-বদ্ধ! আমার বিপদ আসন্ন হইলেও আমার হাসি পাইল। যাহার ভয়ে সকলে কম্পিত, সেই সমরেন্দ্র আজ একটা সামান্য দস্যু-কর্ত্তৃক রজ্জু-বদ্ধ, পরাজিত এবং তাহার দ্রব্য অপহৃত!

আমার যথাসর্ব্বস্ব লইয়া, চোর মহিলার নিকট গিয়া তাহার ব্যাগটি গ্রহণ করিল। মহিলা ভয়ে ভয়ে তাড়াতাড়ি অঙ্গের অলঙ্কারগুলিও খুলিয়া তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়াই অচেতন হইয়া পড়িল। দস্যু অলঙ্কারগুলি তুলিয়া লইল।

অপহরণ কার্য্য শেষ করিয়া, সে নিজের জায়গায় যাইয়া বসিল এবং প্রশান্তমনে সিগারেট ধরাইয়া লুণ্ঠিত দ্রব্যগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। আমাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিল না।

আমার হাজার টাকার নোট ও আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ পকেট-বুকস্থ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রভৃতির জন্য আমি চিন্তিত ছিলাম না। আমি জানিতাম, যে আমি উহা উদ্ধার করিয়া লইব। লীলুয়া যাইয়া আমার কি দশা হইবে, ইহাই আমার একমাত্র ও বিশেষ চিন্তার কারণ ছিল।

তাড়াতাড়ি ট্রেণ ধরিতে হইয়াছিল বলিয়া, আমি ইউরোপীয় পরিচ্ছদ পরিধান ব্যতীত, অন্য কোন ছদ্মবেশ ধারণ করিতে পারি নাই। তাই কে যেন আমায় টিকিট ঘরে দেখিয়া চিনিয়া ফেলিয়াছিল। এতক্ষণ নিশ্চয় ষ্টেসনে ষ্টেসনে টেলিগ্রাম করা হইয়াছে। লীলুয়া ষ্টেসনে আমার জন্য পুলিশ প্রস্তুত থাকিবে। কি প্রকারে ইহাদের চক্ষে ধূলা দিয়া পলাইব? এরূপ অসহায় অবস্থায় না থাকিলে, একটা না একটা উপায় উদ্ভাবন করিতেই পারিতাম। কিন্তু হস্তপদ-বদ্ধ হইয়া কি করিতে পারি? দেখিতেছি লীলুয়ার পুলিশকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না। লগেজ কিম্বা পার্শ্বেলের ন্যায়, রজ্জু বদ্ধ সমরেন্দ্রের ডেলিভারি লইলেই হইবে।

ট্রেণ লীলুয়া অভিমুখে ধাবিত হইতেছিল। আমার চীৎকার করিবার শক্তি নাই, মুখ বাঁধা; উঠিবার শক্তি নাই, যে বিপদের শিকল টানিব।

আমার এক বিষয়ে বড়ই কৌতূহল হইতেছিল। আগন্তুক কি প্রকারে পলাইবে? লীলুয়ায় যাইলে আমার সহিত সেও নিশ্চয় ধরা পড়িবে। কামরায় আমি যদি একা থাকিতাম, তাহা হইলে সে অনায়াসে লীলুয়ায় নামিয়া যাইতে পারিত, তাহাকে কেহ সন্দেহ করিত না। কারণ, আমার মুখ বাঁধা, আমি চীৎকার করিতে পারিতাম না। কিন্তু মহিলাটি সংজ্ঞালাভ করিলেই চীৎকার করিয়া উঠিবে ও ষ্টেসনের লোক জড় হইবে। তখন পলায়ন অসম্ভব। মহিলাটিকেও আমার মত বাঁধিল না কেন?

আমি পলায়নের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম।

চোর ধূমপান করিতে করিতে জানালা দিয়া বাহিরের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়াছিল। অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল। একবার চোর আমার নিকটে আসিয়া আমার টাইম-টেব্ল লইয়া খানিকক্ষণ কি দেখিল।

ইংরাজ মহিলা এইবার একটু নড়িয়া উঠিলেন। বুঝিলাম তাঁহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইয়াছে। কিন্তু তিনি মূর্চ্ছার ভান করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া রহিলেন।

ট্রেণ কোন্নগর—উত্তরপাড়া—বালী—বেলুড় পার হইয়া গেল। এইবার লীলুয়া।

চোর নিবিষ্ট মনে বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল। এইবার সহসা দাঁড়াইয়া উঠিয়া আমাদের দিকে অগ্রসর হইল। মহিলা চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

লোকটার উদ্দেশ্য কি?

সে আমাদের দিকের জানালাগুলি বন্ধ করিয়া দিল। বৃষ্টি এখন বেশ জোরেই পড়িতেছিল। ইহা দেখিয়া সে বিরক্তি প্রকাশ করিল। তাহার নিকট ছাতা বা ওভার-কোট ছিল না। সে কাপড় রাখিবার র‍্যাকের দিকে চাহিয়া দেখিল যে উহার উপরে আমার ওভার-কোট ও মহিলার ছাতা রহিয়াছে। সে আমার ওভার-কোট পরিয়া মহিলার ছাতাটি লইল। তৎপরে দরজা খুলিয়া বাহিরের দিকে চাহিল। কি সর্ব্বনাশ! চলন্ত গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িবে না কি? গাড়ী যেরূপ দ্রুত যাইতেছিল, তাহাতে লাফাইয়া পড়িলে নিশ্চয় মৃত্যু! সহসা গাড়ীর বেগ মন্দীভূত হইল, ক্রমশঃ আরও মন্দ। এখানে রেল-লাইন খারাপ হওয়াতে সকল ট্রেণই এই স্থানে ধীরে ধীরে চলিত। লোকটা ইহা নিশ্চয় জানিত। সুবিধা বুঝিয়া, সে ধীরে ধীরে গাড়ী হইতে নামিয়া গেল। নামিবার

সময় দরজা বন্ধ করিতে ভুলিল না। শীঘ্রই ট্রেণ আবার দ্রুত চলিতে লাগিল।

চোর চলিয়া গেলে পর মহিলাটির সাহস হইল। তিনি তখন চীৎকারের পর চীৎকার করিতে লাগিলেন, অপহৃত অলঙ্কারের জন্য খেদ করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার দিকে করুণা দৃষ্টিপাত করিলাম। তিনি বুঝিয়া আমার মুখের বন্ধন খুলিয়া দিলেন। অন্যান্য বন্ধনও খুলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু আমি নিষেধ করিয়া বলিলাম,—"না, না, ও সব খুলিবেন না। পুলিশের দেখা উচিত।"

মহিলা কহিলেন,—"শিকল টানিয়া গাড়ী থামাইব ?"

আমি বলিলাম,—"এখন তাহাতে কোন লাভ নাই। যখন সমরেন্দ্র আমায় বাঁধিতেছিল, তখন ওকথা ভাবা উচিত ছিল।"

"কিন্তু তাহা হইলে সমরেন্দ্র নিশ্চয় আমায় খুন করিত। আমি কি পূর্ব্বেই বলি নাই, যে সে এই গাড়ীতে আছে। লোকটাকে দেখিয়াই, আমি তাকে সমরেন্দ্র বলিয়া চিনিয়াছিলাম। হতভাগা আমার অলঙ্কার চুরি করিয়া পলাইল !"

"ভয় নাই সে ধরা পড়িবে।"

"সমরেন্দ্র ধরা পড়িবে ! কখনও না।"

"ধরা পড়া না পড়া—আপনারই উপর নির্ভর করিতেছে। শুনুন। যখন গাড়ী লীলুয়া ষ্টেসনে পৌঁছিবে, তখনআপনি জানালার নিকট গিয়া চীৎকার করিয়া উঠিবেন। অতি অল্প কথায় যাহা দেখিয়াছেন, তাহাই বলিবেন। সমরেন্দ্রের পরিচ্ছদের বর্ণনাও দিবেন—শোলা হ্যাট, হাতে ছাতা (আপনারটি),কাল ফ্রক্-ওভার-কোট—"

"আপনারটি ?"

"আমার ? না। তাহারই। আমি ওভার-কোট আনি নাই।"

"কিন্তু আমার মনে পড়ে সেও ত কোন ওভার-কোট পরিয়া আসে নাই।"

"না, নিশ্চয় আনিয়াছিল। না হইলে উহা আসিল কোথা হইতে ? কোন যাত্রী ফেলিয়া যাইলেও যাইতে পারে। যাই হোক্, মোট কথা বাহিরে যাইবার সময় সে এক কাল রঙ্গের ফ্রক্-ওভার-কোট পরিয়া গিয়াছে। এই টুকুই দরকারী—কাল রঙ্গের ফ্রক্-ওভার-কোট মনে রাখিবেন। হাঁ, একটা কথা আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। প্রথমে আপনার নাম বলিবেন, আপনার স্বামী যে কলিকাতার জেলর, তাহাও বলিবেন। তাহা হইলে পুলিশ উৎসাহের সহিত সমরেন্দ্রকে ধরিতে চেষ্টা করিবে।"

গাড়ীর বেগ কমিয়া আসিল। মহিলা জানালা হইতে ষ্টেশনের দিকে চাহিলেন।

আমি আবার বলিলাম, "আমার নামও বলিবেন, জর্জ্জ ষ্টীফেন্। বলিবেন আমি আপনার পরিচিত। তাহা হইলে পুলিশ আমায় অযথা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া সময় নষ্ট করিবে না। সমরেন্দ্রকে ধরাই দরকার—আপনার অলঙ্কারের সহিত। বুঝিলেন? মনে থাকিবে? জর্জ্জ ষ্টীফেন, আপনার স্বামীর বন্ধু।"

"হাঁ, মনে থাকিবে, জর্জ্জ ষ্টীফেন—"

গাড়ী লীলুয়া ষ্টেশনে থামিল। ষ্টেশন পুলিশে পরিপূর্ণ। মহিলা চীৎকার করিয়া উঠিল, "চুরি—ডাকাতি—খুন—"

একজন ইন্‌স্পেক্টর ও কতিপয় পুলিশ তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে?"

"সমরেন্দ্র—আমার অলঙ্কারগুলি চুরি করিয়াছে—আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে—আমার অলঙ্কার লইয়া পলাইয়াছে। ঐ আমার ভাই আসিতেছেন। উনি কলিকাতার "ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্কের ম্যানেজার"—

তখন মহিলার ভ্রাতা, ইন্‌স্পেক্টর, পুলিশ সেই গাড়ীতে প্রবেশ করিল। আমি হস্তপদ বদ্ধ হইয়া

বেঞ্চির উপর শুইয়া কম্পিত হৃদয়ে দেখিতেছিলাম—কি হয়!

মহিলার ভ্রাতা বলিলেন—"মেরি, ইনি ইন্‌স্পেক্টর, ইঁহাকে সকল ঘটনা বল।"

মহিলা বলিলেন, "সমরেন্দ্র—এই ভদ্রলোকটিকে, ইঁহার নাম জর্জ্জ ষ্টিফেন, আমার স্বামীর বন্ধু, ইঁহাকে ঘুমন্ত অবস্থায় আক্রমণ করিয়া, বাঁধিয়া, আমার অলঙ্কার—"

ইন্‌স্পেক্টর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিন্তু সমরেন্দ্র কোথায়?"

"সে বেলুড়ের নিকট ট্রেণ হইতে লাফাইয়া পলাইয়াছে।"

"আপনি কি করিয়া জানিলেন, যে সেই সমরেন্দ্র?"

"আমি খুব জানি। আমি তাহাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছিলাম। ইতিপূর্ব্বে আমি তার ছবি দেখিয়াছি। তার মাথায় শোলার হ্যাট ছিল—"

"না, (আমার হ্যাটের দিকে অঙ্গুলি প্রদর্শন করিয়া) তার মাথায় এইরূপ ফেল্ট হ্যাট ছিল।"

"না, না, শোলা হ্যাট ও কাল রঙ্গের ফ্রক ওভারকোট।"

"তবে সমরেন্দ্রই বটে। আমরা টেলিগ্রা

পাইয়াছি, যে তাহার গায়ে এক কাল রঙের ফ্রক্-ওফারকোট আছে।"

আমার ফ্রক্-ওভারকোটই সে দিন আমায় বাঁচাইল।

পুলিশ আমার বন্ধন মোচন করিয়া দিয়াছিল। দস্যু-আক্রমণে দুর্ব্বল ব্যক্তির মত আমি ক্ষীণস্বরে বলিলাম, "ইন্‌স্পেক্টর মহাশয়, দস্যু যে সমরেন্দ্রই তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আপনারা যদি তাহাকে ধরিতে চাহেন, বৃথা সময় নষ্ট করিবেন না।"

ইন্‌স্পেক্টর আমাদিগকে ষ্টেশন মাষ্টারের আফিসে লইয়া গেলেন। আমি ভাবিলাম, কোন ওজর করিয়া আমার মোটর লইয়া প্রস্থান করি—ইহারা বসিয়া সমরেন্দ্রের খোঁজ করুক। এ পর্য্যন্ত আমায় কেহ সন্দেহ করে নাই। ষ্টেশনে থাকা আমার পক্ষে নিরাপদ নহে—ধরা পড়িবার আশঙ্কা যথেষ্ট আছে। কিন্তু দস্যু যে আমার ১০০০৲ লইয়া গিয়াছে, তার কি করিব? ছাড়িয়া দিব? বাঃ, তাহা হইলে লোকে কি বলিবে? একটা সাধারণ চোর সমরেন্দ্রকে ঠকাইয়াছে, এ দুর্নাম আমি সহ্য করিতে পারিব না। না, আমি এখন যাইব না। থাকিয়া দেখি না ইহারা কি করে, ইহাদের কার্য্যকলাপ দেখা আমোদজনক হইবে, সন্দেহ নাই।

ইন্‌স্পেক্টরকে পুনরায় জিজ্ঞাসাবাদ করিতে দেখিয়া আমি বলিলাম,"ইন্‌স্পেক্টর মহাশয়,আপনি বৃথা সময় নষ্ট করিয়া সমরেন্দ্রকে পলাইতে সুযোগ দিতেছেন। আমার মোটর প্রস্তুত আছে, চলুন আমরা সমরেন্দ্রকে ধরিবার নিমিত্ত, অন্ততঃ অনুসন্ধানের সূত্র পাইবার নিমিত্ত এখনি বেলুড় অভিমুখে রওনা হই।"

"সে কেন বেলুড়ে যাইবে?"

"হাঁ। খুব সম্ভব সমরেন্দ্র বেলুড় হইতে কোন লোকাল্ ট্রেণ ধরিয়া কলিকাতায় যাইবে।"

"আপনি ইহা কি প্রকারে জানিলেন?"

"ট্রেণে সমরেন্দ্র আমার টাইম-টেব্ল দেখিয়াছিল। কি জন্য? বেলুড় জংসন ষ্টেশন নহে, কিন্তু ওখান দিয়া অনেক ট্রেণ কলিকাতায় যায়। কলিকাতার মত চোর ডাকাতের লুকাইয়া থাকিবার স্থান আর নাই। অতএব অনুমান করিতেছি, যে সে যত শীঘ্র পারে কলিকাতায়ই যাইবে। এই এক্সপ্রেস ট্রেনের উপরেই সকলের নজর আছে—কেহই সন্দেহ করিতে পারিবে না যে সে লোকাল্ ট্রেণ ধরিবে। বেলুড়ের নিকট ডাকাতি করিয়া বেলুড়েই থাকিতে সমরেন্দ্র সাহস করিবে না। বেলুড় ছোট গ্রাম, সন্দেহ হইবার, ধরা পড়িবার ভয় খুব।"

"আপনার অনুমান সুন্দর।"

এই বলিয়া ইন্‌স্পেক্টর আমার প্রতি তীক্ষ্ণ সন্দেহের দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন। আমি ভাবিলাম বড় অন্যায় করিয়াছি, উৎসাহ ও আগ্রহের আতিশয্য দেখাইয়া বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছি। ইন্‌স্পেক্টর আমার ছবি নিশ্চয় দেখিয়াছেন, চিনিতেও পারেন। কিন্তু আমার যত ছবি প্রকাশ হইয়াছিল, তাহার মধ্যে প্রত্যেকটি আমার হইতে ভিন্ন—কেবল খানিকটা সাধারণ সাদৃশ্য মাত্র আছে। এই টুকুই আমার ভরসা ছিল। তথাপি আমার ভয় হইল।

আমি হাসিয়া বলিলাম, "ইন্‌স্পেক্টর সাহেব, ১০০০৲ চুরি গেলে তাহা উদ্ধারের জন্য মস্তিষ্ক আপনা হইতেই সুন্দর অনুমান করে। আপনি যদি ২।৩ জন অনুচর লইয়া আমার সহিত মোটরে—"

ইত্যবসরে মহিলা ও তাহার ভ্রাতা বলিলেন, "মিঃ ষ্টিফেন যা বলিতেছেন, তাই করা কর্ত্তব্য। মিঃ ইন্‌স্পেক্টর, আপনি তাই করুন।"

ইন্‌স্পেক্টর এ অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। বলিলেন, "আচ্ছা, তাই করা যাক্‌।"

ইন্‌স্পেক্টর ও তিনজন পুলিশকে লইয়া আমি আমার মোটরে আরোহণ করিলাম। আমিই মোটর চালাইতেছিলাম। মোটর লীলুরা ষ্টেশন ছাড়িয়া বায়ুবেগে বেলুড়ের দিকে চলিল।

বস্, আমায় আর ধরে কে ?

সমরেন্দ্র সমরেন্দ্রের অন্বেষণে চলিয়াছে! হে আইন ও শান্তিরক্ষক পুলিশ, তোমাদের সাহায্য ব্যতীত আমি সে দিন দস্যুকে ধরিতে পারিতাম না!

এখনও এক কঠিন কাজ বাকী। চোরকে ধরিয়া তাহার নিকট হইতে অপহৃত দ্রব্য আদায় করিতে হইবে। ইহাতেও পুলিশের সাহায্য লইতে হইবে, কিন্তু তাহাদিগকে আমার অপহৃত পকেট-বুক্ দেখিতে দিব না। উহাতে আমার কতকগুলি কাগজপত্র ছিল, বলিয়াছি। সেগুলি পুলিশকে দেখিতে দিতে আমি নিতান্ত অনিচ্ছুক।

বেলুড়ে পৌঁছিয়া শুনিলাম, যে ট্রেণ চলিয়া গিয়াছে। অনুসন্ধানে জানিলাম, যে কাল ফ্রক-ওভারকোট ও শোলা হ্যাট পরিহিত এক সাহেব সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট লইয়া ঐ ট্রেণে হাওড়া গিয়াছে। আমি তৎক্ষণাৎ মোটর আবার লীলুয়ার দিকে ফিরাইলাম।

আমাদের মোটর ট্রেণের অত্যল্পকাল পূর্ব্বেই লীলুয়া পৌঁছিল। ট্রেণ আসিলেই আমরা সেকেণ্ড ক্লাসের গাড়ীর নিকট উপস্থিত হইলাম। চোর গাড়ীতে নাই!

সে নিশ্চয় ষ্টেশনে আমাদের দেখিয়া ট্রেণ হইতে

পলাইয়াছে। গার্ডকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, যে গাড়ী ষ্টেশন হইতে যখন প্রায় ১০০ গজ দূরে, তখন এক আরোহী নামিয়া গিয়াছে।

"ঐ! ঐ যাইতেছে! ধর! ধর!"

আমি আর কাল বিলম্ব না করিয়া দৌড়িলাম, ইন্‌স্পেক্টরও একজন পুলিশ লইয়া আমার অনুসরণ করিলেন।

আমরা ক্রমশঃ চোরের নিকটবর্ত্তী হইতেছি দেখিয়া, সে বেড়া লাফাইয়া নিকটে এক ক্ষুদ্র বনে প্রবেশ করিল। সেখানে বাঁশ-ঝোঁপ, খেজুর গাছ প্রভৃতি অনেক ছিল। তথায় পৌছিয়া আমি বনের চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলাম, "এবার ঠিক ধরা পড়িয়াছে!"

ইন্‌স্পেক্টর মহাশয়, আপনি বামদিকে থাকুন,—আপনার এই লোক এখানে থাক,—আমি দক্ষিণদিক দিয়া বনে প্রবেশ করিতেছি। আমি তাহাকে তাড়াইয়া আপনাদের দুইজনের মধ্যে একজন না একজনের নিকট আনিব। আপনাদের চোরের জন্য অপেক্ষা করা ব্যতীত, আর কিছুই করিতে হইবে না। হাঁ, যখন আমি এই রিভলভার ছুড়িব, তখন যেন আপনারা আমার সাহায্যে দৌড়িয়া আসেন।"

আমি হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাড়াতাড়ি এইরূপ

উপদেশ দিয়া দৌড়িলাম। উহারাও নিজ নিজ স্থানে গেল। আমি চারিদিক দেখিতে দেখিতে সাবধানে বনে প্রবেশ করিলাম। অল্পদূরে দেখিলাম যে চোর এক ঝোপে লুকাইতেছে। তাহার পৃষ্ঠদেশ আমার দিকে ছিল, তাই সে আমায় দেখিতে পায় নাই।

আমি সন্তর্পণে তাহার নিকট যাইয়া তাহাকে আক্রমণ করিলাম। সে পিস্তল দিয়া আমায় গুলি করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই আমি তাহাকে ভূমিতে ফেলিয়া তাহার পিস্তল কাড়িয়া লইলাম।

আমি বলিলাম,—"দেখ সাহেব, আমি সমরেন্দ্র। আমার পকেট বুক ও মহিলার হ্যাণ্ডব্যাগটি ফিরাইয়া দাও। দিলে, আমি তোমায় পুলিশের হাত হইতে বাঁচাইব। কেমন?"

সে বলিল—"আচ্ছা।"

তখন আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম। সে উঠিয়া পকেটে হাত দিল, এবং এক ছোরা বাহির করিয়া আমায় মারিবার জন্য হস্ত উত্তোলন করিল। আমি চকিতগতিতে এক পাশে একটু সরিয়া, ছোরা সহিত তাহার হস্ত ধরিয়া ফেলিলাম, এবং তাহার মাথায় এমন এক ঘুঁষি মারিলাম যে সে অচেতন হইয়া ভূতলে পড়িল।

সে উঠিয়া পকেটে হাত দিয়া রিভলভার এক ছোরা বাহির করিয়া আমাকে মারিবার জন্য তাহা উত্তোলন করিল। ১৩৬ পৃষ্ঠা।

আমি তখন তাহার পকেট হইতে আমার পকেট বুক প্রভৃতি পাইলাম। কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া আমি দস্যুর পকেট-বুক খুলিলাম। তাহাতে এক চিঠির শিরোনামায় নাম দেখিলাম,—"ডিফ্ ম্যাবিন্।"

ডিফ্ ম্যাবিন্! সেই নৃশংস হত্যাকারী। যে কণ্টিনেণ্টাল হোটেলে মিসেস্ উইন্[illegible] ও তাঁহার দুই কন্যার গলা কাটিয়াছিল!

আর বেশী সময় নাই। আমি এক খামে দুই-খানি ১০০৲ টাকার নোট ভরিয়া আমার নামাঙ্কিত একখানি কার্ড রাখিয়াদিলাম। কার্ডে লিখিয়া দিলাম :—

'আমার হৃত-সম্পত্তি উদ্ধারকল্পে সাহায্যের জন্য পুলিশ-কর্ম্মচারিগণের পুরস্কার।'

খামখানি বন্ধ করিয়া এমন স্থানে রাখিয়া দিলাম, যেখানে শীঘ্র দৃষ্টিগোচর হয়। চিঠির পাশে আমি মহিলার রিষ্ট-ব্যাগটি স্থাপন করিলাম। ব্যাগ হইতে সব অলঙ্কারগুলি আমি বাহির করিয়া লইয়াছিলাম। মহিলাই আমায় এ যাত্রা বাঁচাইয়াছেন, সেই জন্য আমি তাঁহার অলঙ্কারগুলি লইতাম না। কিন্তু তাঁহার স্বামী জেলার—জেলারের সহিত আমার কোনই সহানুভূতি নাই।

ডিফ্ ম্যাবিনের দিকে চাহিয়া দেখিলাম যে

সে পূর্ব্ববৎ নিঃসঙ্গ হইয়া পড়িয়া আছে। আমি তখন রিভলভার ছুড়িয়া পুলিশকে সঙ্কেত করিলাম! করিয়াই আমার মোটরের দিকে ধাবিত হইলাম ও মোটরে চড়িয়া নিমেষ মধ্যে অদৃশ্য হইলাম।

পরদিন কলিকাতার 'নিউ সিটিজন' পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইল :—

"গত কল্য সন্ধ্যার ডাউন এক্সপ্রেসে প্রসিদ্ধ পলাতক খুনী আসামী ডিফ্‌ ম্যাবিন্‌ কলিকাতা জেলারের স্ত্রীর অলঙ্কার অপহরণ করিয়া বেলুড়ের নিকট লাফাইয়া পড়ে। সমরেন্দ্র রায়ের সাহায্যে, পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। সমরেন্দ্র মহিলাকে তাঁহার অলঙ্কারের ব্যাগটি প্রত্যর্পণ করিয়াছে ও পুলিশদিগকে পুরস্কৃত করিয়াছে।"

চোরের বুদ্ধি।

---

(১)

যখন বোম্বাই মেল হাবড়া ষ্টেশনে পৌঁছিল, তখন দেখা গেল যে তাহার লগেজ-ভ্যানের দরজা ভাঙ্গা। ঐ ভ্যানে জমশেট্‌জী উন্‌ওয়ালা নামক এক ধনী পার্শীর অনেক লগেজ ছিল। তিনি সস্ত্রীক ঐ ট্রেণেই আসিতেছিলেন। লগেজ-ভ্যানে তাঁহাদের আসবাবের মধ্যে ৫ খানি উৎকৃষ্ট বহুমূল্য বিলাতী ছবি ভিন্ন ভিন্ন প্যাক করা ছিল। একখানি ছবি পাওয়া গেল না।

উন্‌ওয়ালা এই চুরির জন্য রেল-কোম্পানীর নিকট হইতে বিস্তর ক্ষতিপূরণ দাবী করিলেন। যে ব্যক্তি চোর ধরিয়া দিবে বা সন্ধান বলিয়া দিবে, তাহাকে হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে, রেল-কোম্পানী এইরূপ ঘোষণা করিল। পুলিশ তদন্ত করিতে আরম্ভ করিল।

চুরির এক সপ্তাহ পরে, সন্দেহ করিয়া পোষ্ট অফিস এক পত্র খুলিল। দেখা গেল সেখানি সমরেন্দ্রের লেখা। পত্র হইতে জানা গেল যে সেইই ঐ ছবি চুরি করিয়াছিল, এবং উহা এক ধনী

আমেরিকানের নিকট বিক্রয় জন্ত প্রেরিত হইবে। কিছুদিন পরে সমরেন্দ্র কোন সন্দেহ না করিয়া ছবি খানি পার্শ্বেল করিয়া গেল। তখন পুলিশ ছবিখানি উদ্ধার করিল।

সমরেন্দ্রের চক্রান্ত সফল হইল না। সে রাগিয়া উন্‌ওয়ালাকে পত্র লিখিল। সে পত্র উন্‌ওয়ালা বন্ধু বান্ধবকে দেখাইয়া পুলিশ-কর্ত্তৃপক্ষকে পাঠাইয়া দিল। পত্রখানির মর্ম্ম এইরূপ :—

"দয়া করিয়া একখানি লইয়াছিলাম, এবার পাঁচখানিই লইব।"

উন্‌ওয়ালার বন্ধুবান্ধবেরা ছবিগুলি বিক্রয় করিয়া ফেলিতে উপদেশ দিল, কেন না সমরেন্দ্র যা বলে তাই করে, কখনও বৃথা ভয় দেখায় না। কিন্তু উন্‌ওয়ালা এ প্রস্তাবে রাজী হইলেন না। তিনি বলিলেন,—"দেশ কি অরাজক? আইনকানুন কি নাই? চুরি করিলেই হইল! দেখি কেমন করিয়া চুরি করে!"

উন্‌ওয়ালা সাকুলার রোডে বাসা লইয়াছিলেন। বাটীর এক পার্শ্বে এক ক্ষুদ্র বাগান ছিল। সমরেন্দ্র কিছুতেই চুরি করিতে না পারে, উন্‌ওয়ালা এরূপ উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি নিচের তালার জানালাগুলিতে মজবুত লোহার শিক লাগাইয়া

দিলেন। তৎপরে নিচেতালার যে হল-ঘরে ছবিগুলি ছিল, সেই ঘরের প্রত্যেক জানালায় অদৃশ্য 'বর্গলার আলাম' লাগাইলেন। এই আলাম কোন্ স্থানে অবস্থিত, তাহা এক উন্‌ওয়ালা ব্যতীত আর কেহ জানিত না। কেহ জানালা দিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিবামাত্র, একসঙ্গে অনেকগুলি ঘণ্টা বাজিয়া উঠিবে, এবং বাটীর সর্ব্বত্র বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিয়া উঠিবে, এইরূপ কৌশলে আলার্ম লাগান হইল। এত সব করিয়াও তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন না। তিনি ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর নিকট ছবিগুলি ইন্সিওর করিলেন। অনেক টাকার বীমা দেখিয়া এবং ছবিগুলি সমরেন্দ্র চুরি করিবে বলিয়াছে বলিয়া, ইন্সিওরেন্স কোম্পানী বলিল যে তাহাদের একজন লোক তাঁহার বাটীর নিচের তালায় দিবা রাত্রি থাকিবে। এই সর্ত্তে রাজী না হইলে বীমা হইবে না। উন্‌ওয়ালাকে এই সর্ত্তে রাজী হইতে হইয়াছিল। যে দিন হইতে বীমা হইল, সেই দিন হইতেই বীমা কোম্পানী তিনজন পেন্‌সন্ প্রাপ্ত ডিটেক্‌টিভ উন্‌ওয়ালার বাটিতে পাহারার জন্য পাঠাইয়া দিল। তাহারা আসিয়া উন্‌ওয়ালার বাটির নিচের তালায় থাকিয়া দিবারাত্র পাহারা দিতে লাগিল।

(২)

এইরূপে বাড়ীকে দুর্গে পরিণত করিয়া, নিজ জন্মদিন উপলক্ষে, উন্‌ওয়ালা বন্ধুবান্ধবদিগকে এক নৈশ ভোজ দিলেন। সেই উপলক্ষে তিনি সেই অমূল্য ছবিগুলি দেখাইবেন, এরূপ কথা ছিল।

তিনজন ডিটেক্‌টিভই দ্বারে দাঁড়াইয়া প্রত্যেক নিমন্ত্রিত ব্যক্তির নিমন্ত্রণ পত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া তবে প্রবেশ করিতে দিল। সকলে আসিয়া পৌঁছিলে বাহিরের দ্বার সকল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

হলেই ভোজনের বন্দোবস্ত হইয়াছিল। সকলে সেই ঘরে সমবেত হইলে, উন্‌ওয়ালা তাহাদিগকে সমরেন্দ্রের ছবি চুরীর ভয় প্রদর্শন, তাঁহার বর্গলার আলার্ম ও অন্যান্য সাবধানতার বিষয়ে গল্প করিলেন।

ছবিগুলি দেখিয়া সকলে একবাক্যে প্রশংসা করিল। উন্‌ওয়ালা বলিলেন,—"যখন আমি ইউরোপ ভ্রমণে যাই, তখন ইতালি, ফ্রান্স ও ইংলণ্ড হইতে বহু পরিশ্রমে, বহু অর্থব্যয়ে এই পাঁচ খানি ছবি সংগ্রহ করি। বিক্রয় করিতে চাহিলে, আমি এখনি উহা তিন চারি লক্ষ টাকায় বিক্রয় করিতে পারি। সমরেন্দ্র কি জানি কোথা হইতে, খোঁজ পাইয়া একখানি ছবি চুরি করিয়াছিল, কিন্তু সৌভাগ্য

বশতঃ উহা আবার ফিরিয়া পাইয়াছি। কিন্তু সে আমায় ভয় দেখাইয়াছে, যে সে আমার সবগুলি ছবিই চুরি করিবে। তাই—ওকি!"

সহসা আলার্মের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল!

উন্‌ওয়ালা আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ইহার অর্থ কি? কি করিয়া ঘণ্টা বাজিল! কোন্ স্থানে ঘণ্টা অবস্থিত, তাহা আমি ভিন্ন আর কেহই জানে না। তবে কি প্রকারে——"

আহূত ব্যক্তিগণ নির্ব্বাক হইয়া জানালার দিকে চাহিয়া রহিল। ঘণ্টা বাজিতে লাগিল।

সহসা ঘণ্টা থামিয়া গেল! কিন্তু পরক্ষণেই কক্ষের সমস্ত আলো নিবিয়া গেল! অন্ধকার! সেই অন্ধকারের মধ্যে আবার ঘণ্টা ধ্বনি আরম্ভ হইল, বাটিতে যতগুলি ঘণ্টা ছিল, সবগুলি একসঙ্গে বাজিয়া উঠিল!

একি ভৌতিক কাণ্ড!

কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত সকলে বিস্ময়ে, ভয়ে নিশ্চল হইয়া রহিল। সমরেন্দ্র আসিয়াছে, এক মহিলা এই দুইটি কথা চীৎকার করিয়া বলিয়াই মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। সমরেন্দ্র ছবি চুরি করিবার জন্য সত্যসত্যই বাটি আক্রমণ করিয়াছে, এই বিশ্বাস সকলের মনে বদ্ধমূল হইয়া গেল। অমনি পলাইবার জন্য হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল।

জন্মদিন-উৎসব পণ্ড হইয়া যায় দেখিয়া, উন্‌ওয়ালা চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"ভয় নাই, কেহ যাইবেন না। আলোর সুইচ্ এই ঘরেই আছে এখনি আলো জ্বালিতেছি।"

আলো জ্বলিল! তখন ঘণ্টা ধ্বনিও থামিল।

এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল,—"ছবি চুরি যায় নাই!"

এই কথা শুনিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইল। কেন না সকলেই ভাবিয়াছিল যে ছবি চুরি করিবার জন্য সমরেন্দ্রই এই এক অভিনব কাণ্ড করিয়াছে, কেহই ভাবে নাই যে এই ঘটনার পর ছবিগুলি পুনরায় দেখিতে পাইবে। কিন্তু ছবিগুলি যথাস্থানেই ছিল।

ডিটেক্‌টিভ্‌দ্বয়কে জিজ্ঞাসা করায়, তাহারা বলিল যে তাহারা কাহাকেও প্রবেশ করিতে, বা বাটি পরিত্যাগ করিতে দেখে নাই। মিথ্যা ভয়ে চাঞ্চল্য প্রকাশ জন্য সকলে লজ্জিত হইল বটে, কিন্তু যে বাটিতে এইরূপ ভৌতিক কাণ্ড হয়, তথায় থাকিতে সকলে অস্বচ্ছন্দ বোধ করিতে লাগিল।

উন্‌ওয়ালা বলিলেন,—"বুঝিতে পারিতেছি না কি করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। কি উপায়ে ঘণ্টা বাজাইতে হয়, তাহা আমি ব্যতীত আর কেহ জানে না।"

উন্‌ওয়ালা হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন।

ভোজন-শেষে অভ্যাগতেরা একে একে প্রস্থান করিল। দুইজন মাত্র তখনও যায় নাই। উন্‌ওয়ালা তাহাদিগকে বলিলেন,—"আপনারা যাইবেন না। আসুন, আমরা সকলে মিলিয়া একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখি।"

উন্‌ওয়ালা, তাঁহার বন্ধুদ্বয়, ডিটেকৃটিভত্রয় ও ভৃত্যাদি মিলিয়া সমস্ত বাড়ী ও বাগান তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেন। কিন্তু কাহাকেও লুক্কায়িত দেখিলেন না, বা অনাহূত কোন ব্যক্তি বাটিতে প্রবেশ করিয়াছে, এমন কোন চিহ্ন মাত্র পাইলেন না।

যখন বাবুরা বিদায় লইলেন, তখন উষার অরুণ আভা পূর্ব্বগগণে দেখা যাইতেছিল।

উন্‌ওয়ালা, ডিটেকৃটিভ ও ভৃত্যদিগকে সতর্ক থাকিতে বলিয়া, শয়ন করিতে গেলেন। তাহারা রীতিমত পাহারা দিল। কিন্তু সমস্ত রাত্রি জাগিবার পর প্রভাত আগতপ্রায় দেখিয়া তাহারা শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল।

এক ঘণ্টা পরে একজন ডিটেকৃটিভ জাগিয়া ছবির ঘরে যাইয়া দেখিল সেই পাঁচখানিই বহুমূল্য ছবি নাই!

(৩)

যখন এই সংবাদ উন্‌ওয়ালাকে দেওয়া হইল তখন তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তিনি এতদূর অভিভূত হইয়া পড়িলেন, যে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কথা কহিলেন না, হতাশের ন্যায় বসিয়া শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। পরে সহসা মনে মনে কি যেন নিশ্চয় করিয়া, তিনি এক পত্র লিখিতে বসিলেন। শেষ হইলে, তিনি বলিলেন, "আমার কাজ আছে বাহিরে যাইতেছি, শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব। পুলিশ আসিলে এই চিঠি দিও।"

এই বলিয়া তিনি তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেলেন।

কিছুকাল পরেই পুলিশ আসিল। ইন্‌স্পেক্টর মহাশয় চিঠি খুলিয়া পড়িলেন—

"আমি এই চুরিতে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি। লোকে আমায় ধনী বলিয়া জানে, কিন্তু আমি ঋণ-জড়িত। ছবিগুলি বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাইব ভাবিয়াছিলাম, তাহাই আমার একমাত্র আশা ছিল। এক ব্যক্তি তিন লক্ষ টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু আরও বেশী পাইবার আশায় দিই নাই। এখন সব গেল। এখন আমার জীবনে কোন আশা ভরসা নাই, কোন

উপায় দেখি না। আমি বড় অভিমানী; অর্থশূন্য হইয়া এ পৃথিবীতে হীন ব্যক্তির ন্যায় বাঁচিয়া থাকিতে পারিব না।

শঙ্কিত হইয়া ইন্‌স্পেক্টর একজন অনুচরকে অনুসন্ধানে পাঠাইলেন। সে সারাদিন খুঁজিয়া রাত্রিতে আসিয়া বলিল, যে শিয়ালদহ ষ্টেশনের অনতিদূরে এক ব্যক্তি রেল-লাইনের উপর কাটা পড়িয়াছে। তাহার মুখ এমন জখম হইয়াছে, যে তাহাকে চিনিবার কোন উপায় নাই বটে, কিন্তু তাহার পরিচ্ছদ উন্‌ওয়ালার। শোকাভিভূতা উন্‌ওয়ালার স্ত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে তথায় উপস্থিত হইয়া শব চিনিলেন—শব তাঁহার স্বামীর!

(৪)

কি প্রকারে সমরেন্দ্র চুরি করিল, পুলিশ মাসাধিক তদন্ত করিয়াও স্থির করিতে পারিল না। এই সময়ে আনন্দ বাবু কাশ্মীর হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি সংবাদ পাইয়াছিলেন, যে সমরেন্দ্র কাশ্মীর-রাজের প্রাসাদে চুরি করিবার উদ্দেশে কাশ্মীর গিয়াছে। তাই তিনি কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ অনুসারে কাশ্মীর গিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, যে কাশ্মীর-রাজ-প্রাসাদে চুরির সংবাদ সর্ব্বৈব মিথ্যা।

তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, যে তাঁহাকে কলিকাতা হইতে সরাইবার জন্য সমরেন্দ্রই কৌশলে এইরূপ মিথ্যা সংবাদ প্রচার করিয়াছে। আনন্দ বাবুর অনুপস্থিতিতে সমরেন্দ্র উন্‌ওয়ালার ছবি চুরি করিল।

কর্ত্তৃপক্ষ আনন্দ বাবুকেই এই চুরির ভার দিলেন। আনন্দ বাবু সমরেন্দ্রের প্রধান শত্রু। তিনি মহা- উৎসাহে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলেন। তি উন্‌ওয়ালার স্ত্রী, ভৃত্য ও ডিটেক্‌টিভদিগকে নানা প্রশ্ন করিলেন, বাটির ভিতর ও বাহির, বাগান, হলের জানালা প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, অনেকবার অলার্ম বাজাইলেন, বৈদ্যুতিক আলো জ্বালাইলেন ও নিভাইলেন।

দুইদিন পরে কমিশনার মিঃ সেমিয়ার আনন্দ বাবুর নিকট আসিলেন। তিনি দেখিলেন যে আনন্দ বাবু কতকগুলি পুরাতন সংবাদ-পত্র সম্মুখে ছড়াইয়া চিন্তিত মনে বসিয়া আছেন।

মিঃ সেমিয়ার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন কিনারা হইল, মিঃ বসু!"

"এখনও না। আমি আজ একবার দমদম যাইব।"

"দমদমে কেন?"

"দমদমে এক মুসলমানের গোর দেখিতে যাইবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।"

মিঃ সেমিয়ার আনন্দ বাবুকে চিনিতেন, আনন্দ বাবুর ক্ষমতার উপর তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ছিল। নিশ্চয় আনন্দ বাবু কোন সূত্র পাইয়াছেন, কিন্তু এখন তাহা প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক, ইহা বুঝিতে পারিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, যান, কবর দেখিয়া আসুন।"

---

(৫)

পরদিন রাত্রে মিঃ সেমিয়ার আফিসে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। যন্ত্রের নিকট যাইয়া সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে?"

"আমি আনন্দমোহন বসু। আপনি কে?"

"আমি সেমিয়ার।"

দুইজনই সাবধান লোক—পরস্পরের পরিচয় লইলেন।

আনন্দ বাবু বলিলেন,—"শীঘ্র দশজন পুলিশ পাঠাইয়া দিন। আর, অনুগ্রহ করিয়া আপনিও আসিবেন।"

"আপনি কোথায়?"

"এই উনওয়ালার বাটিতে। আজ দ্বিপ্রহর হইতে আমি এখানেই আছি।"

"আচ্ছা, যাইতেছি।"

মিঃ সেমিয়ার যখন আসিয়া পৌছিলেন, তখন রাত্রি অনেক। পথ প্রায় জন শূন্য।

আনন্দ বাবু দশ জন পুলিশকে বাটির চারিদিকে সতর্ক পাহারা দিতে বলিলেন।

মিঃ সেমিয়ার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্যাপার কি?"

"ভিতরে আসুন, সব বলিতেছি।"

"ঘরে।"

"হাঁ, কেহ সন্দেহ করিবে না। সব ঘুমাইয়াছে।"

উভয়ে নিঃশব্দে নিচের এক কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। তদন্তের সময় আনন্দ বাবু এই কক্ষে রাত্রিযাপন করিতেন, দিনের বেলায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া জানালা, দরজা প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া বেড়াইতেন। উনৃওয়ালার স্ত্রী শোকাভিভূতা হইয়া শয্যাগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি দ্বিতলে থাকিতেন, নিচে বড় একটা নামিতেন না। চুরির পর বীমা কোম্পানীর ডিটেকৃটিভগণ অবশ্য চলিয়া গিয়াছিল।

ঘরে যাইয়া মিঃ সেমিয়ার পুনরপি প্রশ্ন করিলেন,—"ব্যাপারখানা কি বলুন দেখি? এত যোগাড়যন্ত্র কার জন্য?"

আনন্দ বাবু বলিলেন,—"ক্রমশঃ বলিতেছি। আপনাকে ধৈর্য্যসহকারে গোড়া হইতে শুনিতে হইবে।"

"আচ্ছা, বলুন।"

"দেখুন, সমরেন্দ্র আমায় অনেকবার ফাঁকী দিয়াছে। আমিও তাকে ধরিতে সর্ব্বস্বপণ করিয়াছি। এই বার—"

বলিতে বলিতে আনন্দবাবুর চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। মিঃ সেমিয়ার বলিলেন, "মিঃ বসু, আপনি যে উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছেন!"

"উত্তেজিত হইবারই কথা। আচ্ছা, শুনুন। এই চুরির ব্যাপারে প্রথম হইতেই আমার মনে দুইটী খটকা ছিল। সমরেন্দ্র নিশ্চয় জানিত, যে ছবি ক'খানি গেলে উন্‌ওয়ালার সর্ব্বস্ব যাইবে এবং হয়ত তিনি আত্মহত্যা করিবেন—যেমন প্রকৃত পক্ষে ঘটিয়াছে। ইহা জানিয়া শুনিয়াও সমরেন্দ্র কেন চুরি করিল?"

"কেন? বাঃ, ছবি বিক্রয় করিয়া কয়েক লক্ষ টাকা হস্তগত করিবার জন্য, আর কেন?"

"অসম্ভব। আমি সমরেন্দ্রকে সবিশেষ জানি। কোটি কোটি টাকার লোভেও সে এমন চুরি করিবে না। সমরেন্দ্র চোর বটে, কিন্তু সে কখনও হত্যা করে নাই—হত্যাকে সে ঘৃণা করে। দ্বিতীয় কথা এই যে, সেই নিমন্ত্রণের রাত্রে অলার্ম বাজা প্রভৃতি কি গোল-মালই না হইল। কিন্তু ছবি তখন চুরি যায় নাই।

তবে এ গোলমালের উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য, চুরির প্রকৃত তথ্যকে রহস্যজালে আবৃত রাখা, সন্দেহ অপরের উপর ন্যস্ত করা। বুঝিলেন?"

"না।"

"বুঝাইয়া বলিতেছি। বাগানের দ্বার বন্ধ ছিল, অন্যান্য দ্বারও রুদ্ধ ছিল। দ্বারে তিনজন ডিটেক্‌টিভ ছিল। দরজা, জানালা সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত। বাহির হইতে কেহ আসিলে বাড়ীর কেহ না কেহ দেখিয়া ফেলিত। আর গৃহে প্রবেশ করাও অসম্ভব। অতএব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম, যে চুরি বাহির হইতে কেহ আসিয়া করে নাই!"

"বাহির হইতে আসিয়া কেহ করে নাই! তবে কি ইন্‌শিওরেন্স কোম্পানীর ডিটেক্‌টিভদের যোগ ছিল, না নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছদ্মবেশে সমরেন্দ্রের কোন চর ছিল?"

"না, আমি তদন্তে জানিলাম যে সমরেন্দ্রের সহিত ডিটেক্‌টিভদের যোগ ছিল না। যাঁহারা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও কেহই সমরেন্দ্রের চর নয়। পনেরজন নিমন্ত্রণপত্র পাইয়াছিলেন, পনেরজনই আসিয়াছিলেন, পনেরজনই চলিয়া গিয়াছিলেন। আমি এই পনেরজনের নিকট একে একে গিয়াছিলাম; তাঁহারা কেহই কাল্পনিক ব্যক্তি নহেন।"

"তারপর ভৃত্যদের কথা। এদিকে অনুসন্ধান করিয়াও কোনও সন্দেহের কারণ পাই নাই। অতএব দেখা যাইতেছে, যে চোর বাহির হইতে আসিয়া চুরি করে নাই। তাহা হইলে এই বাটিতেই তাহার এক সাহায্যকারী ছিল। এই সাহায্যকারীটি কে? নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ নয়, ভৃত্যদের মধ্যে কেহ নয়, ডিটেক্‌টিভদের মধ্যেও কেহ নয়। কই, সাহায্যকারীকে খুঁজিয়া পাইতেছি না। কিন্তু সাহায্যকারী না থাকিলে চুরি হয় না। ভাবিতে ভাবিতে আজ বৈকালে সহসা সাহায্যকারীকে খুঁজিয়া পাইয়াছি।"

"কে সে?"

"অভ্যাগত নহে, ভৃত্য নহে, ডিটেক্‌টিভ নহে—বাকী রহিল একজন।"

"উন্‌ওয়ালা! অসম্ভব!"

"উন্‌ওয়ালা স্বয়ং। অসম্ভব নহে, বিবেচনা করিয়া দেখুন।"

"উন্‌ওয়ালা সমরেন্দ্রের সাহায্যকারী কেন হইতে যাইবে? কি করিয়া হইবে? অসম্ভব।"

"অসম্ভব কেন?

"প্রথমতঃ, উন্‌ওয়ালা যদি সমরেন্দ্রের সাহায্যকারী হয়, তবে সে আত্মহত্যা করিতে যাইবে কেন?"

"ঠিক কথা। এই বিষয়ে আমিও একটু গোলে পড়িয়াছিলাম। কিন্তু উন্‌ওয়ালা মরে নাই!"

"কি! উন্‌ওয়ালার স্ত্রী যে তাহার সব সনাক্ত করিয়াছে।"

আনন্দ বাবু একখানি পুরাতন সংবাদপত্র বাহির করিয়া মিঃ সেমিয়ারের সম্মুখে ধরিলেন। বলিলেন, "সেদিন আপনি আমাকে এই সংবাদ পত্রখানি মনোযোগের সহিত পাট করিতে দেখিয়াছিলেন। উহার এই স্থানটুকু পড়িয়া দেখুন।"

মিঃ সেমিয়ার পাঠ করিলেন ঃ—

"গতকল্য দমদমে এক অদ্ভুত চুরি হইয়াছে। কা'ল এক মুসলমানের শব কবরস্থ করা হয়, কিন্তু তাহা চুরি হইয়াছে। এই চুরির উদ্দেশ্য কি, তাহা কেহ বুঝিতে পারে নাই।"

আনন্দ বাবু বলিলেন, "আমি দমদমে যাইয়া সংবাদ লইয়াছি। এক মোটর ঐ মৃতদেহ লইয়া অনেকক্ষণ রেলের লাইনের কাছে দাঁড়াইয়াছিল।"

"তাহা হইলে আপনি বলিতে চান্, যে সেই মৃতদেহকে উন্‌ওয়ালার পরিচ্ছদ পরাইয়া রেল লাইনের উপর ফেলিয়া রাখা হইয়াছিল?"

"হাঁ, তাই করা হইয়াছিল।"

"তা' হ'লে এ চুরিতে এত গোলমাল কেন?

একখানি ছবি চুরি, তাহার পুনঃপ্রাপ্তি, তৎপরে সবগুলি চুরি, ভোজের দিন অলার্ম প্রভৃতির গোলমাল—এ সব কেন?"

"এ সকলের উদ্দেশ্য আছে—কি, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমরা যুক্তি তর্ক করিয়া কেবল সমরেন্দ্রের সাহায্যকারী পর্য্যন্ত যাইয়াই থামিয়া গিয়াছি। তাই বুঝিতে পারিতেছি না। সমরেন্দ্রের কার্য্য-প্রণালী স্বতন্ত্র রকমের। যে কাজ সমরেন্দ্র নিজেই করিতে পারে, তাহাতে সাহায্যকারী উন্‌ওয়ালার কি প্রয়োজন?"

"বলেন কি! কি আশ্চর্য্য! তাহা হইলে—"

"উন্‌ওয়ালা পার্শী, কিন্তু তাহার নিমন্ত্রিত ব্যক্তির মধ্যে একজনও পার্শী নয় কেন? উন্‌ওয়ালা পার্শী নহে। উন্‌ওয়ালা স্বয়ং সমরেন্দ্র!"

"কিন্তু সমরেন্দ্রের উন্‌ওয়ালা সাজিবার কি দরকার? সে তাহার ছবিগুলি বিক্রয় করিলেই পারিত।"

"আপনি জানেন না, যে উন্‌ওয়ালারূপী সমরেন্দ্র তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ইন্‌শিওরেন্স কোম্পানীতে তিন লক্ষ করিয়া নয় লক্ষ টাকায় ছবিগুলি বীমা করিয়াছিল। একথা খুব কম লোক জানিত। উন্‌ওয়ালা মরিলে সে টাকা তার স্ত্রী পাইতে পারে। ফাঁকী দিয়া

ইন্‌শিওরেন্স কোম্পানীর নিকট হইতে কিছু টাকা লওয়াই সমরেন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল। তারপর ছবিও যখন ইচ্ছা, বিক্রয় করা যাইতে পারে—দো-তরফা লাভ। আর, প্রথম একখানি ছবি চুরি, পরে তাহার পুনঃপ্রাপ্তি, ভয়প্রদর্শন করিয়া সমরেন্দ্রের পত্রলিখন প্রভৃতির উদ্দেশ্য এই যে লোকের সন্দেহ প্রকৃত সমরেন্দ্রের উপর থাকিবে। উন্‌ওয়ালা এদিকে কৌশলে বীমা কোম্পা-নীর নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া চম্পট দিবে।"

"কি ধূর্ত্ত!"

"হাঁ, ধূর্ত্ত বটে। লোকটার তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। আমার অনুপস্থিতিতে সে এক বীমা কোম্পানী হইতে তিন লক্ষ টাকা আদায় করিয়া লইয়াছে। কাল বাকী টাকা দিবার কথা।"

উভয়ে ক্ষণকাল নীরব রহিলেন। সহসা মিঃ সেনিয়ার জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা হইলে "স্ত্রীলোকটি কে?"

"ঠিক বলিয়াছেন, স্ত্রীলোকটি কে? গত বৎসর এক স্ত্রীলোক হ্যানিণ্টনের দোকান হইতে অনেকগুলি হীরা চুরি করে! আমি তাহাকে বহুকষ্টে গ্রেপ্তার করি। কিন্তু তাহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি দেখিয়া, নিজ দলভুক্ত করিবার জন্য, সমরেন্দ্র তাহাকে জেল হইতে ছিনাইয়া লইয়া যায়। কেসটা মনে পড়ে?"

"হাঁ, খুব মনে পড়ে।"

"এ সেই বিনোদিনী!"

"সত্যি! কি সৌভাগ্য!"

"প্রথমে আমিও ধরিতে পারি নাই,—"

"যা হোক্, এক পুরাতন আসামী ধরা গিয়াছে।"

"সেই সঙ্গে একটা কাণ্ড-ও আছে। ঐ যে দাসী, উনিও একজন কম নয়। সে বিনোদিনীর চুরিতে প্রধান সহায় ছিল।"

"সাবাস্, মিঃ বসু। এক রাত্রে দুই পুরাতন আসামী! মন্দ কি?"

"কেবল দুইটি স্ত্রীলোককে গ্রেপ্তার করিবার জন্য আপনাকে এত রাত্রে কষ্ট দিতে ডাকিয়া আনি নাই, এত পুলিশের আয়োজনও তাদের জন্য নহে।"

মিঃ সেমিয়ার চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"কার জন্য?"

"যা ভাবিয়াছেন, তাই। সমরেন্দ্রের জন্য!"

"কোথায় সে? এই বাড়ীতে? কোথায়, বলুন।"

"এখন দেখি আপনিও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। সমরেন্দ্র এখন এই বাড়ীতেই আছে। যে বৃদ্ধ ভৃত্য নূতন আসিয়াছে, সেই সমরেন্দ্র।"

"আপনি চিনিতে পারিয়াছিলেন?"

"সমরেন্দ্রকে চেনা সহজ নয়। আজ সন্ধ্যার

সময় আমি চিনিতে পারি। আমি সিঁড়ির নিকট লুকাইয়া আছি, এমন সময়ে দেখি যে বৃদ্ধ নিম্ন স্বরে ডাকিল,—"বিনোদিনী!" আমি প্রথমে অবাক হইয়া গেলাম। ভৃত্য প্রভুকে নাম ধরিয়া ডাকে। নাম বিনোদিনী! পরক্ষণেই আমি সমস্ত বুঝিতে পারিলাম।"

"অদ্ভুত সাহস সমরেন্দ্রের!"

"হাঁ, এখানে সমরেন্দ্রের উপস্থিতি প্রয়োজনীয়। ইন্‌শিওরেন্স কোম্পানী হইতে টাকা আদায় করিতে হইবে ত। বিনোদিনী স্ত্রীলোক, কোন ভুল চুক করিয়া ফেলিতে পারে।"

"বস্‌, আর দেরী কেন? চলুন, তাকে এখনি গ্রেপ্তার করি।"

"বেশ কথা, কিন্তু তাড়াতাড়ির দরকার নাই। উহারা এ যাবৎ কোন সন্দেহ করিতে পারে নাই—উপর তলায় নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছে।"

মিঃ সেমিয়ার নিঃশব্দে বাহিরে যাইয়া ছয় জন পুলিশ সঙ্গে লইয়া আসিলেন। তৎপরে সকলে উপর তলার দিকে অগ্রসর হইলেন। সিঁড়ির দরজা বন্ধ ছিল। মিঃ সেমিয়ার উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"সম্রাজ্ঞীর নামে বলিতেছি, দরজা খোল!"

দ্বার খুলিল না, কেহ কোন উত্তর দিল না। তিনি

আবার ডাকিলেন,—"কে আছ, খোল।" এবারও কোনও উত্তর না পাইয়া, দরজা ভাঙ্গিতে আজ্ঞা দিলেন। দরজা ভাঙ্গা হইল।

সকল কক্ষগুলি শূন্য! কেহ কোথাও নাই!

আনন্দ বাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"পলাইল কেন? নিশ্চয় সন্দেহ করিয়াছে। কি প্রকারে সন্দেহ করিল? আমি ত সবদিকে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলাম।"

আনন্দ বাবুর দৃষ্টি সহসা উনওয়ালার কক্ষের টেবিলের উপর পড়িল। টেবিলের উপর তাঁহাদের নামে এক পত্র রহিয়াছে। তিনি পত্র খানি খুলিয়া পাঠ করিলেন:—

"সুযোগ্য ডিটেক্‌টিভ শ্রীযুত আনন্দ মোহন বসুর প্রশংসা-পত্রমিদম্।

"আমি এতদ্বারা মিঃ সেমিয়ার ও সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি যে শ্রীযুত আনন্দমোহন বসু তীক্ষবুদ্ধি ও কার্য্য পটু। তিনি এই ছবির ব্যাপারের শীঘ্র রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া আমাদের ছয় লক্ষ টাকার ক্ষতি করিয়াছেন। এই তদন্তে তিনি একটি মাত্র ভুল করিয়াছেন। কিন্তু তজ্জন্য তাঁহাকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। তিনি কি প্রকারে জানিবেন, যে নিচের টেলিফোঁর সহিত উপরে আমার ঘরের

টেলিকোঁর যোগ আছে? আনন্দ বাবু যেমনি মিঃ সেমিয়ারকে পুলিশ লইয়া আসিতে বলিলেন,—অমনি আমিও সরিয়া পড়িলাম।"

"শ্রীসমরেন্দ্র নাথ রায়।"

আমাদের প্রকাশিত পুস্তকাবলী।
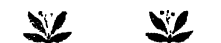
শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র দাশ-
গুপ্ত প্রণীত

জহর যজ্ঞ।

মর্ম্মস্পর্শী ঐতিহাসিক
পঞ্চাঙ্ক নাটক।

নাটকখানি ভাব ও ভাষার
সৌন্দর্য্যসম্ভারে সমৃদ্ধ।
আকার ডবল ক্রাউন ১৬
পেজী প্রায় দুই শত পৃষ্ঠা,
মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীযুক্ত মোহিতকুমার
বাকচি প্রণীত

জীবন্তের প্রেতকৃত্য।

বৃহৎ পুস্তক, এণ্টিক
কাগজে উৎকৃষ্ট ছাপা,
বিলাতী বাঁধাই, সুন্দর
হাফটোন ছবি বিশিষ্ট।
মূল্য ১৲, মাশুল স্বতন্ত্র।

শ্রীযুক্ত মোহিতকুমার
বাকচি প্রণীত

মিত্র দুহিতা।

সজীব উপন্যাস।

এই সজীব উপন্যাস পাঠ
করিলে মোহিত হইবেন।
বৃহৎ পুস্তক, বিলাতী
বাঁধাই, উৎকৃষ্ট ছাপা,
মনোহর ছবি, মূল্য নগদ
১৲ টাকা।

হরিসাধন বাবুর আর
একখানি নূতন
অপূর্ব্ব উপন্যাস

মৃত্যু প্রহেলিকা।

লোমহর্ষণকারী,
ভীষণ ঘটনাপূর্ণ
উপন্যাস লহরী।

ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজী,
২৫ কর্ম্মায় সমাপ্ত।
মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।